NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ এইডস সমস্যা নিয়ে বাঁচার লড়াইয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

চাঁচলের তৃণমূল বিধায়কের ফেসবুক হ্যাকের অভিযোগ ৬

কলকাতা ১ ডিসেম্বর ২০২৩ ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ১৬৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 1.12.2023, Vol.17, Issue No. 169, 8 Pages, Price 3.00

ডোমকলের বিধায়কের বাড়ি থেকে উদ্ধার লক্ষ লক্ষ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ঘড়ির কাঁটায় সকাল সাড়ে ছ'টা। ভোর থেকেই প্রস্তুতি শুরু করেছিল সিবিআই। মুর্শিদাবাদের বড়ঞার কুলিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ী সুজল আনসারি ওরফে ঝন্টু শেখের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান শুরু করে সিবিআই। তল্লাশি অভিযান চলাকালীনই খবর আসে ডোমকলের বিধায়ক জাফিকুলের বাড়িতেও তল্লাশি শুরু করেছে সিবিআইয়ের চার সদস্যের দল। বিধায়কের বাড়ি থেকে নগদ মেলার খবর আসতেই হইচই শুরু হয়।

তৃণমূল বিধায়ক জাফিকুল ইসলামের বাড়িতে বৃহস্পতিবার বিকেলে টাকা গোনার যন্ত্র নিয়ে ঢুকেছিলেন সিবিআই আধিকারিকেরা। কেন্দ্রীয় সংস্থা সূত্রে খবর মিলেছিল, মুর্শিদাবাদের ডোমকলের বিধায়ক জাফিকুলের বাড়ি থেকে লক্ষ লক্ষ নগদ টাকা উদ্ধার হয়েছে। বেশ কিছু টাকা মিলেছে জাফিকুলের বাড়ির শৌচাগার থেকে। তদন্তকারীদের একটি অংশের সূত্রে দাবি, বিধায়কের শোয়ার ঘরেও তল্লাশি অভিযান চলছে। সেখান থেকেও প্রচুর টাকা মিলেছে বলেই দাবি সিবিআইয়ের ওই সূত্রের। এদিন সন্ধে পর্যন্ত বিধায়কের বাড়ি থেকে ৩৫ লাখ টাকা নগদ মিলেছে বলে সূত্রের খবর। চলছে টাকা গোনা।

বৃহস্পতিবার সকালে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের চার জায়গায় এক যোগে তল্লাশি চালান সিবিআই আধিকারিকরা। সকাল ৮টা নাগাদ আধিকারিকরা বিধায়কের বাড়িতে যান। জাফিকুল ইসলামের বেশ কয়েকটি কলেজ রয়েছে। বিএড , ডিএড, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ফার্মাসিস্ট কলেজ রয়েছে তাঁর নামে। যে সময়ে তল্লাশি চলে, তখন বিধায়ক কলকাতায় ছিলেন। ডোমকল থানার আইসি

সিবিআই আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন। জানা গিয়েছে, জাফিকূল ইসলামের টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অ্যাকাডেমিক বিল্ডিংয়েও তল্লাশি চালান আধিকারিকরা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই জাফিকুলের বাড়িতে তল্লাশি শুরু করে সিবিআই। এদিকে বিধায়ক বিধানসভার অধিবেশনের জন্য কলকাতায় ছিলেন। সিবিআই কর্তারা জাফিকুলের বাড়িতে ঢুকতেই কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দিয়ে বাড়ির গোটা চত্বর ঘিরে ফেলা হয়। এরপর বেলা গড়াতে ডাক পড়ে ব্যাঙ্কের আধিকারিকদের। টাকা গোনার মেশিন আনা হয় বিধায়কের বাড়িতে।

সিবিআই সূত্রে দাবি করা হয়েছে, বিধায়কের বাড়ির শৌচাগারের লফ্‌ট থেকে সাত লক্ষ ৯০ হাজার টাকা উদ্ধার হয়েছে। তদন্তকারীদের ওই অংশের দাবি, জাফিকুলের 'বেডরুম' থেকেও প্রায় ২৪ লাখ টাকা উদ্ধার হয়েছে। এ ছাড়াও বাড়ির অন্যান্য ঘর থেকে কয়েক লাখ টাকা মিলেছে। সব মিলিয়ে বিধায়কের বাড়ি থেকে ৩৫ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে বলেই দাবি। যদিও এ ব্যাপারে সিবিআইয়ের তরফে প্রকাশ্যে বা সরকারি ভাবে কিছু জানানো হয়নি। উদ্ধার হয়েছে মূল্যবান গয়নাও।

তবে বিধায়কের পরিবার সূত্রে খবর, সম্প্রতি কিছু সম্পত্তি বিক্রি করা হয়েছে। সেই টাকাই তাঁর বাড়িতে ছিল। এ ছাড়াও বিধায়কের বিএড কলেজের বিভিন্ন কর্মচারীদের বেতন বাবদ কিছু টাকা বাড়িতে ছিল। উদ্ধার হওয়া বেশির ভাগ টাকার উৎসের হিসাব রয়েছে তাদের কাছে।

এদিনের এই টাকা উদ্ধারের ঘটনায় তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, যে টাকা উদ্ধার হয়েছে রটানো সেই টাকা আসলে কিসের টাকা তার সত্যতা দেখুক। ব্যবসা-বাণিজ্যেরও টাকা হতে পারে।

এদিকে, ভোরবেলায় তাঁর মুর্শিদাবাদের বাড়িতে যখন সিবিআই হানা দেয় তখন তৃণমূল বিধায়ক জাফিকুল ইসলাম কলকাতায়। পরিবারের তরফে জানানো হয় তিনি বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে যোগ দিতে কলকাতায় গিয়েছেন। তবে বৃহস্পতিবার বিধানসভা চত্বরে তাঁকে দেখা যায়নি। বুধবার অবশ্য ছিলেন। তৃণমূলের বিক্ষোভে কালো পোশাক পরে যোগও দিয়েছিলেন। এর পরে তিনি এমএলএ হোস্টেলে চলে যান বলেই জানা যায়। জানা গিয়েছে, এমএলএ হোস্টেল নিয়ে দুপুরেই গাড়ি নিয়ে বের হন তিনি। যদিও সন্ধে পর্যন্ত ডোমকলে পৌঁছননি বিধায়ক।

রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশে পালাবদলের ইঙ্গিত, তেলঙ্গানায় জিতবে কি হাত!

পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোটে বুথ ফেরত সমীক্ষা

তেলঙ্গানায় বৃহস্পতিবার ভোটগ্রহণের মাধ্যমে প্রায় দু'মাসের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শেষ হল। এবার ফলপ্রকাশের অপেক্ষা। তার আগে আজ পাঁচ রাজ্যের (মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, মিজোরাম ও তেলাঙ্গানা) বিধানসভা ভোটের এক্সিট পোল বা বুথফেরত সমীক্ষার ফলাফল সামনে আসতে চলেছে। যদিও অতীতে বহুবার এক্সিট পোল মেলেনি। তা সত্ত্বেও বুথ ফেরত সমীক্ষা বরবারই খুব গুরুত্বপূর্ণ। একজনরে দেখা যাক কী বলছে এক্সিচ পোল।

মধ্যপ্রদেশ

পোলস্ট্র্যাটের বুথ ফেরত সমীক্ষা বলছে, মধ্য প্রদেশে তপশিলি জাতি ও উপজাতি ভোটারদের সমর্থন পেয়েছে কংগ্রেস। আর উচ্চবর্ণের সমর্থন রয়েছে বিজেপির দিকে। প্রায় ৫০ শতাংশ এসসি ভোটার এবং প্রায় ৪৯ শতাংশ এসটি ভোটার কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছেন। সেখানে উচ্চবর্ণের ৪৯শতাংশ ভোট পেকে পারে বিজেপি। পাশাপাশি পোলস্ট্র্যাটের বুথ ফেরত সমীক্ষায় ধরা পড়েছে, ৪৮ শতাংশ পুরুষ ভোটার কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছেন। আর মহিলা ভোটারদের পছন্দের দল বিজেপি। ৪৭ শতাংশ মহিলা ভোটাররা বিজেপিকেই ভোট দিয়েছেন। পোলস্ট্র্যাট সমীক্ষা বলছে, মধ্যপ্রদেশে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে ১০৬-১১৬টি আসনে জিততে পারে বিজেপি। কংগ্রেস জিততে পারে ১১১-১২১টি আসনে। অন্যান্যদের ঝুলিতে যেতে পারে সর্বোচ্চ ছ'টি আসন।

মিজোরাম

জন কি বাত সমীক্ষায় মিজোরামে এবার পালা বদলের ইঙ্গিত। মিজোরামে এবার জয় পেতে চলেছে জোরাম পিপপলস মুভমেন্ট। জেডপিএম ১২ থেকে ২৫টি আসনে জিততে পারে। ১০ থেকে ১৪টি আসন পেতে পারে বর্তমান শাসকদল মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট। আর কংগ্রেস ৫ থেকে ৯টি আসন পেতে পারে। উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যে এবার খাতা খুলতে পারে বিজেপিও। তারা সর্বোচ্চ ২টি আসন জিততে পারে। ২০১৮ সালের মিজোরাম নির্বাচনের ফলাফল: ২০১৮ সালে বেশিরভাগ বুথ ফেরত সমীক্ষাতেই জোর লড়াইয়ের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, ৪০ আসনের মিজোরাম বিধানসভায় ঝড় তুলেছিল জোরামথাঙ্গার মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট। ২৬ আসনে জয়ী হয়ে, কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল তারা। কংগ্রেস পেয়েছিল মাত্র ৫টি আসন। ৮ আসনে জিতে প্রধান বিরোধী দল হয়েছিল জোরাম পিপলস মুভমেন্ট।

তেলঙ্গানা

তেলঙ্গানাতেও এবার পালা বদলের ইঙ্গিত মিলছে। জোর লড়াই হতে পারে বিআরএস এবং কংগ্রেসের মধ্যে। তবে সামান্য হলেও এগিয়ে থাকতে পারে হাত শিবির। পোলস্ট্রেটের বুথ ফেরত সমীক্ষা অনুসারে, কংগ্রেস জিততে পারে ৪৯ থেকে ৫৯টি আসন। আর বিআরএস পেতে পারে ৪৮ থেকে ৫৮টি আসন। ফলে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে ওয়াইসির এআইমিম দলের ভূমিকা। তারা পেতে পারে ৬ থেকে ৮টি আসন। অন্যদিকে, এই দক্ষিণী রাজ্যে প্রথমবার খাতা খুলতে পারে বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের ঝুলিতে যেতে পারে ৫ থেকে ১০টি আসন। জন কি বাতের সমীক্ষা অনুযায়ী, তেলাঙ্গানায় ৪০-৫৫টি আসন পেতে পারে শাসক দল বিআরএস। কংগ্রেসের ঝুলিতে যেতে ৪৮-৬৪টি আসন। বিজেপি ও জনসেনা দলের ঝুলিতে আসতে পারে সাতটি থেকে ১৩টি আসন।

ছত্তীসগঢ়

পোলস্ট্র্যাটের সমীক্ষা অনুযায়ী, ছত্তীসগঢ়ে ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেন ভূপেশ বাঘেল। ফের সরকার গড়তে পারে কংগ্রেস। তবে, গতবারের মতে জয় সহজ হবে না। লড়াই হবে হাড্ডাহাড্ডি। উপজাতি অধ্যুষিত এই রাজ্যে কংগ্রেস পেতে পারে ৪০ থেকে ৫০টি আসন। আর বিজেপি আটকে যেতে পারে ৩৫ থেকে ৪৫টি আসনে। অন্যান্যরা তিনটি আসন পেতে পারে। ইন্ডিয়া টুডে ও অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়ার সমীক্ষা অনুযায়ী, গতবারের থেকে ছত্তিশগড়ে আসন কমবে কংগ্রেসের। ৪০-৫০টি আসন পাবে। যা ম্যাজিক ফিগারের একেবারে ধারেকাছে থাকবে।

রাজস্থান

নিউজ ১৮-র বুথফেরত সমীক্ষা অনুযায়ী, রাজস্থানে ক্ষমতাচ্যুত হবে কংগ্রেস। ১১১টি আসন পেতে পারে বিজেপি। কংগ্রেস ৭৪টি আসনেই থমকে থাকতে পারে। অন্যান্যদের ঝুলিতে ১৪টি আসন যেতে পারে। যে রাজ্যে মোট আসন ২০০। ১৯৯টি আসনে ভোট হয়েছে। পোলস্ট্র্যাটের বুথ ফেরত সমীক্ষা অনুসারে, বিজেপি এই রাজ্যে পেতে পারে ১০০ থেকে ১১০টি আসন। কংগ্রেস আটকে যেতে পারে ৯০ থেকে ১০০ আসনে। অন্য দলগুলো পেতে পারে ৫ থেকে ১৫টি আসন।

এক নজরে

উত্তরবঙ্গ সফরে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী ৬ ডিসেম্বর বুধবার উত্তরবঙ্গ সফরে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, খবর নবান্ন সূত্রে। এই সফরে একাধিক কর্মসূচিতে যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। এর মধ্যে অধিকাংশই হবে সরকারি পরিষেবা প্রদানের অনুষ্ঠান। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে সরকারি পরিষেবা প্রদান করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৭ ডিসেম্বর উত্তরবঙ্গে আট জেলা নিয়ে বিজনেস সামিট হবে। ৮ ডিসেম্বর কার্শিয়াংয়ে সরকারি পরিষেবা প্রদান করবেন মুখ্যমন্ত্রী। ১০ ডিসেম্বর জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাটে পাট্টা বিতরণ করবেন।

ঘূর্ণিঝড় মিগজাউম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বঙ্গোপসাগরে ফুঁসছে 'মিগজাউম'। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, গভীর নিম্নচাপটি আগামী ক্রমশ পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে। আজ, শুক্রবারের মধ্যে সেটি আরও ঘনীভূত হয়ে ঘূর্ণিঝড় 'মিগজাউম'-এ পরিণত হবে। এই ঘূর্ণিঝড় অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল থেকে বাংলাদেশ উপকূলের যে কোনও জায়গাতেই আছড়ে পড়তে পারে। আপাতত ওড়িশা ও অন্ধ্র উপকূলের দিকেই নজর বেশি। ঘূর্ণিঝড় 'মিগজাউম-এর সম্ভাব্য দুর্যোগের কথা মাথায় রেখে সাত জেলাকে সতর্ক করেছে ওড়িশা প্রশাসন। এই ৭ জেলাগুলি হল বালেশ্বর, ভদ্রক, কেন্দ্রাপাড়া, জগতসিংহপুর, পুরী, খুরদা এবং গঞ্জাম।

মেয়ের মা হলেন শুভশ্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ছেলের কোলে মেয়ে। লদীবারে শুভশ্রী ও রাজের কোল আলো করে এল কন্যা সন্তান। ছেলে ইউভানের পর মেয়ের মা হলেন টলিউড নায়িকা শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার রাজ চক্রবর্তী নিজেই সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল এক্স-এ এই সুখবর দেন। লেখেন, 'আমাদের বাড়িতে ছোট ভালোবাসা ও আনন্দের আগমন হয়েছে। আমরা ভীষণ খুশি। আমাদের রাজকন্যার জন্য আশীর্বাদ চাই।' অর্থাৎ রাজের পোস্টেই স্পষ্ট ছোট্ট ইউভানের বোন এসেছে। রাজ চক্রবর্তীর এই পোস্টের সঙ্গেই শুভেচ্ছার বন্যা বয়ে যায়।

শাহর সভার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ২ কাউন্সিলরের বাড়িতে সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ধর্মতলায় বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সভা করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই শহরজুড়ে ফের সিবিআই অভিযান। বৃহস্পতির সকালেই শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে তৃণমূলের দুই প্রভাবশালী কাউন্সিলরের বাড়িতে হানা দেয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার জোড়া দল। সেই তালিকায় ছিলেন বিধাননগরের কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তী এবং কলকাতার ১০১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত। এ দিন সকালে সাড়ে আটটা নাগাদ দেবরাজ চক্রবর্তীর জ্যাংড়ার বাড়িতে প্রথম তল্লাশি চালান সিবিআই আধিকারিকেরা। তারপর সেখান থেকে দেবরাজকে সঙ্গে নিয়েই বাগুইআটির দক্ষিণপাড়ায় চলে আসেন অন্য আরেকটি ফ্ল্যাটে। জিএনএস সরণির বালাজি অ্যাপার্টমেন্টে ঘণ্টা দু'য়েকের তল্লাশির পর বেরিয়ে যান সিবিআই আধিকারিকেরা। গোয়েন্দা অভিযান শেষে দেবরাজ চক্রবর্তী সংবাদমাধ্যমকে জানান, সিবিআই আধিকারিকেরা তাঁর ব্যাঙ্কের যাবতীয় তথ্য চেয়েছেন, তিনি তা দিয়েছেন। যেহেতু আদালতের নির্দেশে তদন্ত হচ্ছে, তাই আগামী দিনেও তিনি তদন্তে সহযোগিতা করবেন বলে জানিয়েছেন। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় 'ঘনিষ্ঠ' বলে পরিচিত তৃণমূল কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত । কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত এদিন জানান, 'মনে হল সিবিআই সন্তুষ্ট'। জানান তল্লাশির পর বেশ কয়েকটি নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করে সিবিআই। তাঁর দু'টি ব্যাঙ্কের নথি, একটি মোবাইল এবং বেশ কয়েকটি বায়োডাটা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে বাপ্পাদিত্য জানান, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা নিয়ে প্রশ্ন করেন সিবিআই আধিকারিকরা। তদন্তে সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে কাউন্সিলর ।

এদিন প্রায় ৬ ঘণ্টা পর দেবরাজ চক্রবর্তীর বাড়ি থেকে বের হন সিবিআই আধিকারিকেরা। এরপরই হাসিমুখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেবরাজ বলেন, 'আমি এবং আর যাঁদের বাড়িতে সিবিআই, ইডি তল্লাশি করছে, দোষ আমরা তৃণমূল করি। আমরা গর্বিত তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী।' এর আগে ফিরহাদ হাকিমও শাহি সভার পরদিনই সিবিআই তৎপরতাকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলেই দাবি করেন।

তেলঙ্গানায় নির্বিঘ্নেই ভোটগ্রহণ

হায়দরাবাদ, ৩০ নভেম্বর: বৃহস্পতিবার তেলঙ্গানায় ১১৯টি বিধানসভা আসনে ভোট হল মোটের ওপর নির্বিঘ্নেই। ২২৯০ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ এদিন হয়েছে। তবে তেলেঙ্গানা কার দখলে তা জানা যাবে আগামী রবিবার। আগামী ৩ ডিসেম্বর একইসঙ্গে রাজস্থান, মধ্য প্রদেশ, ছত্তীসগঢ়. মিজোরাম ও তেলঙ্গানার নির্বাচনের ফল প্রকাশ হবে।

এদিন সকাল ৭টা থেকে কড়া নজরদারিতে বুথে বুথে শুরু হয় ভোটগ্রহণ। একদফার ভোটে সকাল থেকেই বুথ মুখী ছিলেন তারকা থেকে সাধারণ মানুষ।

এদিন অবশ্য কোথাও কোথাও নির্বাচনী বিধি ভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে। কোথাও আবার তারকাদের ভোটগ্রহণ নিয়ে আম-জনতার উত্তেজনা ছিল তুঙ্গে। বিকাল ৫টায় শেষ হয়েছে তেলঙ্গানা বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, বিকাল ৫টা পর্যন্ত তেলঙ্গানায় ভোট পড়েছে ৬৩.৯৪ শতাংশ। তেলঙ্গানাতে এবার বুথ ফেরত সমীক্ষায় পালা বদলের ইঙ্গিত মিলছে। জোর লড়াই হতে পারে বিআরএস এবং কংগ্রেসের মধ্যে। তবে সামান্য হলেও এগিয়ে থাকতে পারে হাত শিবির। পোলস্ট্রেটের বুথ ফেরত সমীক্ষা অনুসারে, কংগ্রেস জিততে পারে ৪৯ থেকে ৫৯টি আসন। আর বিআরএস পেতে পারে ৪৮ থেকে ৫৮টি আসন।

ফলে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে ওয়াইসির এআইমিম দলের ভূমিকা। তারা পেতে পারে ৬ থেকে ৮টি আসন।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

থালা বাজিয়ে চোর স্লোগান, বৃহস্পতিতেও তপ্ত বিধানসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'চোর, চোর' স্লোগানে বুধে তপ্ত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা। বৃহস্পতিতেও শাসক-বিরোধীর তরজা তুঙ্গে উঠল। এদিনও স্লোগান এবং পাল্টা স্লোগানে এদিনও উত্তপ্ত হয়ে উঠল বিধানসভা। তৃণমূলের পরিষদীয় দলের সদস্যেরা এবং বিরোধী বিজেপির বিধায়কেরা দু'পক্ষই থালা, কাঁসর বাজিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে শুরু করেন।

বৃহস্পতিবার ছিল তৃণমূলের ধর্না কর্মসূচির তৃতীয় দিন। প্ল্যাকার্ড নিয়ে থালা বাজিয়ে তাঁরা বিক্ষোভ দেখান। সঙ্গে স্লোগান দিতে থাকেন, 'ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর বিজেপির সবাই চোর'। 'বাপ চোর। বেটা চোর'। স্লোগান শুনেই দাঁড়িয়ে যান বিরোধী দলনেতা। তিনি তখন বিজেপি বিধায়কদেরও পাল্টা ধর্নায় বসার নির্দেশ দেন। তার পরই তাঁরা থালা, হাতা নিয়ে শুভেন্দুর নেতৃত্বে পাল্টা বিক্ষোভে বসে পড়েন বিজেপি বিধায়কেরা। বিধানসভার গাড়িবারান্দায় থালা, কাঁসর বাজিয়ে পাল্টা স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা।

এদিন বিধানসভা শুরু হতেই বিজেপির তরফে বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ প্রশ্ন তোলেন, 'জেলে থাকা অবস্থায় কীভাবে রাজ্যের মন্ত্রিসভায় রয়েছেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক?' প্রশ্নকে ঘিরে তুমুল হইহট্টগোল শুরু হয় বিধানসভার অভ্যন্তরে । অবিলম্বে জ্যোতিপ্রিয়কে বরখাস্ত করতে হবে, এই দাবিতে এরপরই বিধানসভা ওয়াক আউট করেন বিজেপি বিধায়করা।

পরে শঙ্কর ঘোষ বলেন, 'একজন অভিযুক্ত মন্ত্রী কতখানি প্রভাবশালী যে জেলের ভেতরে থেকেও মন্ত্রিসভায় রয়েছেন। এই নিয়ে বিধানসভার অন্দরে প্রশ্ন করতে গেলে কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা হচ্ছে। এর থেকেই তো স্পষ্ট এই সরকার পুরোটাই দুর্নীতিগ্রস্ত।'

শাসকদলের তরফে অবশ্য অতীতে বারে বারে অভিযোগ করা হয়েছে, ভোট এলেই কেন্দ্রীয় এজেন্সির তৎপরতা বাড়ে। সাংগঠনিকভাবে মোকাবিলা করতে না পেরে সিবিআই, ইডি দিয়ে ভোটের মুখে বিরোধীদের হেনস্তা করার চেষ্টা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কলকাতা সফরের পর রাজ্যজুড়ে সিবিআই হানা নিয়ে এদিন কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ফিরহাদ। তাঁর দাবি, 'এসব করে কোনও লাভ হবে না। বিজেপি এইভাবে আমাদের সঙ্গে লড়তে পারবে না। এজেন্সি পুলিশ দিয়ে লড়াই হয় না। লড়াই হয় মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সংগঠন দিয়ে। যত আমরা আক্রান্ত হব, তত আমরা মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নেব। বাংলায় কোথাও পায়ের তলার মাটি পাবে না বিজেপি।'

১২ বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে এফআইআর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে বিধানসভা চত্বরে দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননা করার অভিযোগ উঠল। হেয়ার স্ট্রিট থানায় দায়ের হল অভিযোগ। এ ব্যাপারে আগেই বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার বিধায়কদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয় থানায়। যদিও বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, 'ওই অভিযোগে একাধিক ভুল রয়েছে, তবে অভিযোগের জবাব আদালতেই দেওয়া হবে।' শুভেন্দুর দাবি, যে ১২ জন বিধায়কের বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছে তাঁদের মধ্যে বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগ দেওয়া বিধায়ক শোভন কাঞ্জিলাল ও বিজেপির শালতোড়ার বিধায়ক চন্দনা বাউড়ির নাম চন্দ্রানী লেখা হয়েছে। বিজেপির দাবি এফআইআরে হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের নাম লেখা থাকলেও তিনি বুধবার বিধানসভায় আসেননি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ৩০/১১/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬০১৫ নং এফিডেভিট বলে Prantosh Dey S/o. Debendra Nath Dey ও Prantosh Dey S/o. Late D. N. Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Mohammed Rustam পিতা-Pheku Mia চন্দননগর কোর্টের এফিডেভিট দ্বারা গত ০৬-১১-২৩ তারিখে Md. Rustam নামে সর্বত্র পরিচিত হইলাম Sl. NO. 6357 Mohammed Rustam ও Md. Rustam একই ব্যক্তি।

নাম-পদবী

গত ০১/০৮/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৭৮৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Subhankar Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Bijay Krishna Das ও B. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ৩০/১১/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৮৮০ নং এফিডেভিট বলে Sk. Matin S/o. Sk. Abdul Manna ও Matin Sekh S/o. Ah. M. Sekh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৭৭৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Avijit Majumder ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Late Mrigendra Mohan Majumder, Mrigendra Mohan Majumder ও M. M. Majumder সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১০/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৯২৬ নং এফিডেভিট বলে Joydip Mukherjee S/o. Sitapati Mukherjee ও Joydeep Mukherjee S/o. S. Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/১১/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬৪২১ নং এফিডেভিট বলে আমি Prabir Kumar Dey ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Shyama Charan Dey ও S. C. Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৮/১১/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬৩৫৬ নং এফিডেভিট বলে Shashadar Mahato S/o. Lalit Kishor Mahato ও Sasadhar Mahato S/o. L. Mahato at 417, Kailashnagar, Bandel, Chinsurah, Hooghly-712123, W.B. সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি । আমার সঠিক জন্ম তারিখ ২৭/০৪/১৯৮৪.

Change of Name

I, **GURJEET SINGH** S/o Pritam Singh, residing at Ho.No.: 110/C/46, Ward No.-12, Dewanmaro, Gurudwara Road, Nutanpally, Post: Nimpura, P.S.: Kharagpur (T), Dist- Paschim Medinipur, Pin-721304 solemnly affirm and declared that unfortunately my name stood recorded as **S. GURJEET SINGH** in my daughter's **GAGANDEEP KAUR** all academic Certificates issued by C.B.S.E. Delhi in place of my actual/correct name with surname i.e. **GURJEET SINGH** vide affidavit No.–N/16 dated 17/11/2023 Before the Notary Public at Kharagpur. That **GURJEET SINGH** & **S. GURJEET SINGH** are same one and identical person i.e. myself.

CHANGE OF NAME

I, Madhu Surana w/o Mr. Rajendra Kumar Surana, residing at Flat 1B, Block 4, Phase 1, Avani Oxford, 136, Jessore Road, Near Lake town Swimming Pool, Lake Town, Bangur Avenue, North 24 Parganas, West Bengal - 700055, by an affidavit being no. 1577 dated 24.11.2023 sworn and declared before the Metropolitan Magistrate, Calcutta that my maiden name was Madhu Pagaria and after marriage my name is Madhu Surana for all purposes. Madhu Pagaria and Madhu Surana is one and the same person.

নোটিশ

আমি, অনুপম নাগ, প্যান নং AHEPN8501E আধার কার্ড নং ৯১০৪ ৫১৬৫ ৭২২৭ পিতা অলকেন্দু নাগ, বয়স আনুমানিক ৪১ বছর, ধর্ম হিন্দু, পেশা চাকুরি, বর্তমানে সাকিন হরমোহন ঘোষ স্ট্রিট, হরিণাভি, পো. হরিণাভি, থানা - সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০১৪৮ জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ২৯.১১.২০২৩ তারিখে নোটারি পাবলিক, মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটস, ব্যাঙ্কশাল কোর্ট, কলকাতা সমীপে উল্লেখ্য হলফনামা ক্রম নং ০৭/২৩ তারিখ ২৯.১১.২০২৩ অনুযায়ী নিম্নোক্ত মতে ঘোষণা করছি :-

ক) আমার নাম **অনুপম নাগ**, পিতা অলকেন্দু নাগ, **অ্যাডমিট কার্ডে : রেজিস্ট্রেশন নং ১২১১-০৪২২৭-১৯৯৬-১৯৯৭ সালের (IX)** পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত।

খ) আমি ঘোষণা করছি আমার পিতার নাম **ALAKENDU NAG** এবং **ALOKENDU NAG** এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি (অর্থাৎ আমার পিতা)।

অনুপম নাগ (মো) ৯৬৮১০৯৭৯১৫

E-Tender

E- Tender invited by The Prodhan, Palsunda-II Gram Panchayat (Under Tehatta-II Panchayat Samity), Bareya, Nadia. **NIET- 10(2023-24), FUND 5TH SFC,** Dated - **30.11.2023.** Last date of submission **06.12.2023 up to 2p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Palsunda-II Gram Panchayat.

E-Tender

E- tender invited by the Pradhan, Pipulbaria Gram Panchayat (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Pipulbaria, Nadia. **NIT NO. 07/15th FC(TIED)/PGP/2023-24,** Last date of submission **07.12.2023 up to 4p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan,
Pipulbaria Gram Panchayat.

E-Tender

E- tenders are invited by the Prodhan, Kanainagar Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat samity), Kanainagar, Nadia. **NIT No. 22e/ KNGP/2023-24/5thFC.** Last date of submission **08.12.2023 up to 12a.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Kanainagar Gram Panchayat.

E-Tender

E- Tender invited by the Prodhan, Betai -I Gram Panchayat (Under Tehatta-I Panchayat Samity), P.O- Betai, Nadia. **NIT NO. 10/5TH SFC(TIED)(3)/2023-2024/BT-I/8e.** Last date of submission **08.12.2023 up to 10a.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd- Prodhan,
Betai -I Gram Panchayat.

E-Tender

E- tender invited by the Pradhan, Pipulbaria Gram Panchayat (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Pipulbaria, Nadia. **NIT NO. 07/15th FC(TIED)/PGP/2023-24, 08/5th SFC/PGP/2023-24,** Last date of submission **07.12.2023 up to 4p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan,
Pipulbaria Gram Panchayat.

NOTICE

IN THE COURT OF THE DISTRICT DELEGATE, KHARAGPUR
L.A.D. Case No. 1/2023
Smt. Bhabani Pati & others
......Petitioners

This is for the information of all concerned that **Smt. Bhabani Pati,** W/o Sri Durgadas Pati, resident of Vill.- Belti, P.O. - Fulgeria, P.S. - Narayangarh, Dist. Paschim Medinipur & others have filed a **L.A.D. Case being No. 1/2023** before the Ld. District Delegate, Kharagpur for grant of Letters of Administration of deceased **Gunadhar Sena** resident of Vill.- Belti, P.O. - Fulgeria, P.S. - Narayangarh, Dist. - Paschim Medinipur. The next date of hearing of the case has been fixed on **19/12/2023** if anybody has got to submit anything in respect of above mentioned subject matter then they are hereby called upon to submit the same before the Ld. Court on the next date fixed.

SCHEDULE

Within District Paschim Medinipur, P.S.- Narayangarh, Mouza- Nayapukur. J.L.No.- 49, R.S. Khatian No.- 209, L.R. Khatian No. – 66, Plot No.- 473, Nature- Dhani Soyem, Area-4.19 acre.

By order
Madan Mishra
Sheristadar, District Delegate,
Khargpur Sub-Division Court
Paschim Medinipur, 23.11.2023

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১ লা ডিসেম্বর। শুক্রবার। ১৪ ই অগ্রহায়ণ। চতুর্থী তিথি। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরি চন্দ্র র মহাদশা। বিংশোত্তরি বৃহস্পতির র মহাদশা কাল, মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ শুক্র বার দুশ্চিন্তা মুক্ত সময়। পরিবার স্বজনের সাথে সম্পর্ক শুভ হবে। শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা শুভ যোগাযোগ। জমি বাড়ি বাস্তু বিষয় শুভ। যারা লেখালেখি করেন সাংবাদিকতা করেন, তাদের কাছে আজ কিছু সুযোগ বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন গৃহবধূদের শুভ যোগ প্রেমিক যুগল আনন্দ প্রাপ্তির দিন। সন্তানের সাথে যে মতভেদ ছিল তা মিটে যাওয়ার দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে করি দান করুন দেবতার উদ্দেশ্যে।

বৃষ রাশি : শুক্রবার। দুশ্চিন্তার কালো মেঘ কেটে যাবে। যারা রাজ্যের বাইরে বা রাষ্ট্রের বাইরে কাজ করেন, তাদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন। বাণিজ্য বৃদ্ধির দিন। সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যার যট খুলবে। প্রেমিক যুগল বিবাহের দিন নির্ধারণ করতে পারেন। পরিবারের সহযোগিতা পাবেন। প্রবীণ নাগরিক, যারা অসুস্থ ছিলেন, তাদের সুস্থতা লক্ষণ প্রকাশ পাবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে কর্পূর দ্বারা অতি করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : শুক্র বার আজ অবুঝের মত তর্ক করলে সমাজের চোখে সম্মানহানি হবে। বান্ধব প্রতিবেশী দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি যাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি কাজটি না করার জন্য অশান্তির কালো মেঘ। জল ভ্রমণে বিপদ। দূর ভ্রমণে বিপদ। বিবাদ বিতর্ক বিশৃঙ্খলা থাকবে। এক তৃতীয় ব্যক্তি কে নিয়ে পারিবারিক অশান্তি চরমে পৌঁছবে। সতর্ক থাকা উচিত বাড়ির গৃহ মন্দিরে আজ তিনটি প্রদীপ জ্বালুন এবং কর্পূর দ্বারা সমস্ত দেবদেবীর আরতি করুন শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ মনে হবে কেউ কথা রাখেনি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে বিবাদে না গিয়ে, বুদ্ধির দ্বারা কৌশলী হয়ে চেষ্টা করলে সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে শ্বশুরবাড়ির একজন সদস্য দ্বারা কিছু শুভ হবে। অর্থ আসবে ব্যয় হবে দ্বিগুণ। এক প্রতিবেশীর কু নজর আপনার প্রতি আছে। শান্তির উদ্দেশ্যে বাড়ির গৃহ মন্দিরে প্রদীপ প্রজনন করুন এবং শঙ্খ বাজান নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক দাম্পত্য জীবনে শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কোন বান্ধবীর বুদ্ধির দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব। যে পরিবারকে আপনি মাঝে মাঝে উপদেশ দেন, আজ সেই পরিবার আপনার পাশে থেকেই দাঁড়াবে। আপনি আনন্দ পাবেন। খাদ্য দ্রব্যের ব্যবসা হোটেল রেস্তোরাঁ ব্যবসা যারা করেন, তাদের অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব। এক পুরাতন প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় অর্থবৃদ্ধি সম্ভব। পরিবারের গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দুর্গা প্রদান করুন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ শুক্র বার সকাল থেকেই দোকান বাজার বিষয়কে কেন্দ্র করে, পরিবারে তর্ক-বিতর্ক দানা বাঁধবে। সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। পরিবারের বয়স্ক সদস্যের শরীর খারাপের জন্য দুশ্চিন্তা থাকবে। পরিবারের স্কুলে যাতায়াত করে এমন বিদ্যার্থীর জন্য তর্ক-বিতর্ক। বেতনভুক কর্মী যারা, তাদের কিছু সমস্যা তৈরি হবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর আপনার দিকে থাকবে। তর্ক-বিতর্ক না করে ধৈর্য ধরা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন এবং নমো শিবায় কথাটি বলুন উপকৃত হবেন।

তুলা রাশি : শশুর বাড়ির স্বজনের বুদ্ধির দ্বারা, গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের দ্বারা, অশুভ অবস্থান। পারিবারিক বিষয় প্রতিবেশীর অশুভ নজর, আপনার দিকে থাকার কারণে, নানা বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। কোন রাজনৈতিক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। যিনি বলেছিলেন কাজটি করে দেব, কাজটি না হওয়ার জন্য মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি হবে। যানবাহন বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা। কোন ইলেক্ট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক্স জিনিস খারাপ হয়ে পড়তে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে দুর্গা মায়ের নাম করুন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ শুক্র বার ছোট ভ্রমণের দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। অবিবাহিত জাতক জাতিকাদের প্রেম আসবে। বিবাহের সম্ভাবনা আসবে। যারা বেতনভুক কর্মচারী, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ র সহযোগিতায় আজ বড় কোন কাজ হয়ে পড়বে। ব্যবসা-বাণিজ্যে বৃদ্ধি। গৃহবধূদের শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ভগবান গনেশের চরণে হলুদ নিবেদন করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে জটিলতা তৈরি হয়েছিল, আজ তা সমস্যা মুক্তির দিন। কোর্ট কাছারিতে যে মামলা ছিল, আজ আইন আপনার পক্ষে রায় দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থিতি। কিছু নতুন যোগাযোগের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব। বাস্তুভূমি গৃহ জমি বিষয়ে শুভ। কোন নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ পাওয়ার সম্ভাবনা, প্রেমিক যুগল শুভ গৃহবধূদের শুভ। আজ বাড়ির গৃহ মন্দিরে চন্দন দ্বারা ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : ১ লা ডিসেম্বর। আজ শুভ দিন ছাত্র-ছাত্রী দের লক্ষ্যে পৌঁছানোর সময়। যারা রাষ্ট্রের বাইরে কাজ করেন তাদেরও বহু সুযোগ আসবে। আজ শান্তির বাতাবরণ। পরিবারে শ্বশুরবাড়ির একজন সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। কোন বান্ধব দারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সম্ভাবনাময় দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে, ভগবান গণেশের উদ্দেশ্য দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ শুক্র বার, আজ নিজের ওপর বিশ্বাস রেখে এগিয়ে চলুন। বিবাদ বিতর্ক থাকবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। সকালবেলায় প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ। বিতর্ক থাকবে। ইনকাম ট্যাক্স সেল ট্যাক্স এর ফাইল দেখে নিয়ম অনুযায়ী চলুন। নয়তো গভর্মেন্টের কোন চিঠি আপনার উদ্দেশ্যে আসতে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্যে দুশ্চিন্তা। বিদ্যার্থীদের দুশ্চিন্তা। গৃহবধূদেরও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান ভোলেনাথের উদ্দেশ্যে নারিকেল প্রদান করুন বিপদনাশ হবে।

মীন রাশি : পুরাতন এক বান্ধবীর সঙ্গে হঠাৎ যোগাযোগের দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। পরিবারের শুভ। যারা শিক্ষকতা করেন, যারা অধ্যাপনা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ডিভোর্সের মামলা যাদের চলছে তাদের ধৈর্য ধরা উচিত, নিশ্চয়ই শুভ হবে। শিল্পী কলাকুশলী যারা-- বিশেষত ক্যামেরাম্যান যারা তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। শুভ যোগাযোগ হবে। ধৈর্য রাখলে সফলতা নিশ্চিত । আজ বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান ভোলেনাথ তার উদ্দেশ্যে সাদা মিষ্টান্ন প্রদান করুন শুভ হবে।

(আজ বিশ্ব এইডস দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের বকেয়া নিয়ে মোদিকে চিঠি মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের বকেয়া নিয়ে এবার প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। ১০০ দিনের কাজ সহ একাধিক প্রকল্পে বকেয়া নিয়ে আন্দোলনে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস। কলকাতা থেকে দিল্লি, এই ইস্যুতে প্রতিবাদ কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। এই মুহূর্তে বিধানসভায় বঞ্চনায় বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখাচ্ছে তৃণমূল। তার মাঝেই দেশের প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। চিঠিতে লিখেছেন, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের বরাদ্দ আটকে রয়েছে। নির্দিষ্ট রঙ করার শর্ত দিয়ে টাকা আটকে রাখার অভিযোগ করে এই বরাদ্দ যাতে আটকে রাখা না হয়, তার আর্জি জানিয়েছেন এবং বিষয়টিতে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের কথা বলেছেন তিনি। চিঠিতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'আপনি জানেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমাজের দরিদ্র এবং প্রান্তিক অংশের উপর বিশেষ জোর দিয়ে জনগণের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেয়। আমাদের প্রচেষ্টায়, আমরা বিনামূল্যে সকলকে সাশ্রয়ী, সহজলভ্য এবং মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছি। গত ১২ বছরে স্বাস্থ্যসেবার জন্য আমাদের বাজেটে বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য উদ্যোগ যেমন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল নির্মাণ, স্বাস্থ্যসাথী, শিশুসাথী, মাতৃমা, চোখের আলো, ইত্যাদি সফলভাবে চালু করা হয়েছে। গত কয়েক বছরে বিপুল সংখ্যক মানুষ এর থেকে উপকৃত হয়েছেন। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন-এর অধীনেও, পশ্চিমবঙ্গ সবসময়ই বিভিন্ন জনস্বাস্থ্য কর্মসূচী বাস্তবায়নে আগে রয়েছে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন প্রকল্পের অংশ হিসাবে রাজ্যে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য অত্যন্ত ভাল কাজ করছে। আপনি জেনে খুশি হতে পারেন যে বর্তমানে প্রায় এগারো হাজার কার্যকরী স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্র রয়েছে যার দ্বারা প্রতিদিন তিন লক্ষেরও বেশি মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। এই ভবনগুলি ২০১১ সাল থেকে রাজ্যের রঙের ব্র্যান্ডিং অনুসারে তৈরি করা হয়েছে।' এর পরেই অভিযোগ জানিয়ে চিঠিতে লিখেছেন, 'এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, সম্প্রতি আমাকে জানানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীনে তহবিল প্রকাশ বন্ধ করে দিয়েছে। কারণ হিসেবে জানিয়েছে, অন্যান্য শর্ত থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্রগুলির জন্য নির্দিষ্ট রঙের ব্র্যান্ডিং-এর নির্দেশিকার কারণেই আটক করে রাখা হয়েছে বরাদ্দ।'

কলকাতা পুলিশের পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে মিলবে মেট্রো পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল এবং লেডি কনস্টেবল নিয়োগের চূড়ান্ত লিখিত পরীক্ষার প্রার্থীদের সুবিধার্থে, কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে আগামী ৩ ডিসেম্বর রবিবার ব্লু লাইনে চারটি অতিরিক্ত পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মধ্যে ২টি আপ এবং ২ টি মেট্রো ডাউনে চালানো হবে বলে জানিয়েছে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। ওই দিনে প্রথম অতিরিক্ত সার্ভিস সকাল ৭ টায় এবং দ্বিতীয় অতিরিক্ত সার্ভিস দক্ষিণেশ্বর ও কবি সুভাষ উভয় স্থান থেকে পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে ছাড়বে। পরবর্তী মেট্রো পরিষেবাটি কবি সুভাষ এবং দক্ষিণেশ্বর টার্মিনাল স্টেশন থেকে সকাল ৯টায় মিলবে। ওই নির্দিষ্ট দিনে ১৩০টি পরিষেবার পরিবর্তে ১৩৪টি পরিষেবা দেওয়া হবে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে। যার মধ্যে ৬৭টি চলবে আপে এবং ৬৭ টি চলবে ডাউনে।

প্রথম অতিরিক্ত পরিষেবা:
সকাল ৭টা। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর।
সকাল ৭টা। দক্ষিণেশ্বর হইতে কবি সুভাষ।

দ্বিতীয় অতিরিক্ত পরিষেবা:
সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর।
সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ।

ব্লু লাইনে শেষ পরিষেবার সময় অপরিবর্তিত থাকবে। তবে ওই দিন গ্রিন লাইন ও পার্পল লাইনে কোনও পরিষেবা মিলবে না।

সমাবেশের পর খাবার তৈরির স্থানে স্বচ্ছতা অভিযান হাওড়া সদর বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বুধবার কলকাতার ভিক্টোরিয়া হাউজের সভাকে কেন্দ্র করে হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন দুটি জায়গাতে দক্ষিণ বঙ্গ থেকে আগত কর্মীদের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হাওড়া শহরের সিআইটি রেল কোয়ার্টারে সমাবেশের পর দিন ঝাঁটা হাতে দেখা গেল বিজেপি কর্মীদের। ওই স্থানে প্রায় কুড়ি হাজার মানুষের রান্না হওয়ার কারণে যে সমস্ত আবর্জনা জমে ছিল। বৃহস্পতিবার সেই সব আবর্জনা নিজেরাই ঝাঁটা হাতে পরিষ্কার করার দায়িত্ব নেন হাওড়া সদর বিজেপির কর্মীরা। এই প্রসঙ্গে হাওড়া সদর বিজেপির সাধারণ সম্পাদক প্রমোদ সিং বলেন, 'এটা দেশের জায়গা, রেলের জায়গা, আমাদের সকলের জায়গা। তাই সমাবেশের পরে আমরা এই জায়গাটা নিজেরাই পরিষ্কার করছি। মঙ্গলবার, বুধবার এখানে বিশ হাজার মানুষের রান্না হয়েছে। এতজনের রান্না হলে রান্নার সব্জির বাদ দেওয়া অংশ জড়ো হয়। সেগুলোকেই পরিষ্কার করে দেওয়া হচ্ছে। আমরা একজনকে খাইয়েছি যদিও কোনো খাবার নষ্ট হয়নি, ফেলাও যায় নি। সবাইকে খাওয়ানোর পর যৎসামান্য খাবার অবশিষ্ট ছিল, সেগুলো স্টেশনে খোলা আকাশের নিচে যারা থাকেন, তাদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হয়।'

আরপিএফ জওয়ানকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন পূর্ব রেলের জিএম-এর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরপিএফ জওয়ান এলকে বৌরিকে সংবর্ধনা দিলেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার অমর প্রকাশ দ্বিবেদী। বৃহস্পতিবারের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরপিএফের আইজি পরমশিবও। হাওড়া উত্তরের আরপিএফ পোস্টের হেড কনস্টেবল এল বৌরির দৃষ্টান্তমূলক সেবার জন্য এক মহিলা যাত্রীর মূল্যবান জীবন রক্ষা পায়। তিনি বুধবার হাওড়া স্টেশনে চলন্ত ট্রেনে ওঠার সময় প্ল্যাটফর্ম ও ট্রেনের ফাঁকে পড়ে যাওয়ার সময় তাকে টেনে বের করে যাত্রীর জীবন রক্ষা করেন।

বাড়বে মন্ত্রীদের বেতন! বিধানসভায় গৃহীত বিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মন্ত্রীদের বেতন সংক্রান্ত একটি বিল বৃহস্পতিবার রাজ্য বিধানসভায় গৃহীত হয়। বিলটি নিয়ে আলোচনা শেষে অর্থ মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান বিধায়কদের বেতনের সঙ্গে সমতা রেখেই মন্ত্রীদের বেতনও বাড়ানো হচ্ছে। বিলটি আইনে পরিণত হলে পূর্ণ মন্ত্রীরা পাবেন ১লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। অন্যদিকে, প্রতি মন্ত্রীদের বেতন বেড়ে হবে ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। এই বেতন বৃদ্ধির আওতায় আসবেন বিধান সভার স্পিকার ডেপুটি স্পিকার এবং বিরোধী দলের নেতা। মন্ত্রী জানান, মুখ্যমন্ত্রীকে এই বিলের আওতা থেকে বাদ রাখা হয়েছে। এক তুলনামূলক পরিসংখ্যান দিয়ে অর্থ মন্ত্রী বলেন, বেতন বাড়ানোর পরেও অন্যান্য রাজ্য থেকে এখানকার মন্ত্রীরা অনেক কম পাবেন। তিনি বলেন, যাঁর ইচ্ছে হবে তিনি বাড়তি বেতন নেবেন। তবে সরকারের কাছে সব রেকর্ডই থাকবে। এর আগে বিলটি আলোচনার সময় বিজেপি দলের সচেতক মনোজ টিগ্গা এলাকা উন্নয়ন ফান্ডের টাকার বারবার দাবি জানান। বিজেপি সদস্য অশোক লাহিড়ী অবশ্য বিল নিয়ে কোনো আলোচনায় না গিয়ে সরকারের বিভিন্ন কাজের সমালোচনা করেন।

'কিফ'-এর উদ্বোধনে নেই পরমব্রত, পরিবর্তে জুনের সঙ্গে সঞ্চালনায় চূর্ণী

নিজস্ব প্রতিবেন, কলকাতা: এবছর কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের (কিফ) সঞ্চালনায় জুন মালিয়ার জুটি হিসেবে থাকবেন না পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। অভিনেতা-সঞ্চালক পরমব্রতর জায়গায় দেখা যাবে বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায়কে। তাঁর সঙ্গে জুটিতে থাকছেন জুন মালিয়া। এই প্রথমবার নয়। এর আগেও দু'বার চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায় সঞ্চালনা করেছেন চলচ্চিত্র উৎসবে। আগের দু'বার চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে সঞ্চালনায় জুটিতে ছিলেন যিশু সেনগুপ্ত এবং জুন মালিয়া। আবার বেশ কয়েক বছর পর চূর্ণীকে দেখা যাবে সঞ্চালনাতে। অভিনেত্রী তথা সঞ্চালক চূর্ণী বলেন, এর আগেও আমি দু'বছর করেছি সঞ্চালনা। তখন একবার আমার সঙ্গে ছিল যিশু আরেকবার জুন। দু'জনেই ভীষণ ভালো সঞ্চালক। আর জুনের সঙ্গে সঞ্চালনা করতে আমার ভীষণ ভালো লাগে। আমি সাধারণত সঞ্চালনা করি না। যেহেতু ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধন তাই আমি রাজি হই। আগেও এই একই কারণে আমি সঞ্চালনা করেছি।

ওয়ার্ম-আপ ম্যাচ ছিল, ধর্মতলার সভা সম্পর্কে মন্তব্য দিলীপের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ জানান, রাজ্যের শাসকদল হিসাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করেই সভা-সমাবেশে সফল তৃণমূল। তাঁর কথায়, ওরা সারা বছর শক্তি-সামর্থ্য প্রয়োগ করে, টাকাপয়সা খরচ করে সভা করে। তিনি বলেন, আমরা বাৎসরিক সভা ব্রিগেডে করি। তৃণমূল শেষ কবে ব্রিগেডে সভা করেছে? এর পরেই ধর্মতলার সভা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটা তো আমাদের ওয়ার্ম-আপ ম্যাচ ছিল।

ইউকো ব্যাংকের আইএমপিএস বিভ্রাট, উদ্বেগ ব্যাংক বাঁচাও, দেশ বাঁচাও মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'ব্যাংক বাঁচাও, দেশ বাঁচাও' মঞ্চের পক্ষ থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করা হল, গত ১০ নভেম্বর ২০২৩ থেকে ১৩ নভেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে ইউকো ব্যাংকের প্রযুক্তিগত বিভ্রাটের জন্য আইএমপিএস ব্যবস্থার মাধ্যমে একাধিক গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে ৮২০ কোটি টাকা চলে যায়। এরপরে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের পক্ষ থেকে জানান হয়, ৬৪৯ কোটি টাকা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে যা ৮২০ কোটি টাকার ৭৯ শতাংশ। আর সেই কারণেই ব্যাংকিং ব্যবস্থার অংশ হিসেবে এই বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় ওই মঞ্চের তরফ থেকে। কারণ, এই বিপুল পরিমাণ অর্থের বিভ্রাটজনিত লেনদেনকে চিহ্নিত করতে বেশ কয়েকদিন সময় লেগেছে, শুধু তাই নয় ১৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে যখন এই বিভ্রাট চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া চলছিল, সেই সময় কয়েকঘণ্টার জন্য সমস্ত ব্যাংক তাদের আইএমপিএস ব্যবস্থা বন্ধ রাখা হয়। একইসঙ্গে মঞ্চের তরফ থেকে এও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় যে, এই ধরণের প্রযুক্তিগত বিভ্রাট আঘাত নামিয়ে আনতে পারে দেশের মূল ব্যাংকিং তথা অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়। আইএমপিএস ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে চার দিনে ৮২০ কোটি টাকা চলে গিয়েছিল, এই একই ঘটনা এনইএফটি বা আরটিজিএস ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে হত, তাহলে এর সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। একইসঙ্গে জানানো হয়, সংশ্লিষ্ট দুই ব্যবস্থায় আর্থিক লেনদেনের কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই, যেখানে আইএমপিএস ব্যবস্থায় আর্থিক লেনদেনের ঊর্ধ্বসীমা দুই লক্ষ টাকা। আর সেই কারণেই এই ঘটনাকে সাবধানবাণী হিসেবে দেখা উচিত সকল ব্যাংক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির। এই প্রসঙ্গে মঞ্চের তরফ থেকে এও বলা হয়েছে, এই উদ্বেগের বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণও করা হবে। এতে ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রতি গ্রাহকদের ভরসা আরও বৃদ্ধি পাবে।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ১ ডিসেম্বর ২০২৩ ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ শুক্রবার

আগামী ৬ ডিসেম্বর উত্তরবঙ্গ সফরে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী, রয়েছে একাধিক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহেই উত্তরবঙ্গ সফরে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্তত এমনটাই খবর নবান্ন সূত্রে। সঙ্গে এও জানা যাচ্ছে, আপাতত যা স্থির রয়েছে তাতে আগামী ৬ ডিসেম্বর বুধবার উত্তরবঙ্গ সফরে যাবেন তিনি। এই সফরে একাধিক কর্মসূচিতে যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। এর মধ্যে অধিকাংশই হবে সরকারি পরিষেবা প্রদানের অনুষ্ঠান। এই সফরে গিয়ে বেশ কয়েক দিন থাকবেন উত্তরবঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রীর সফরকালে উত্তরবঙ্গে বিজনেস সামিটেরও আয়োজন করা হবে বলে নবান্ন সূত্রে খবর। একইসঙ্গে প্রশাসনিক সূত্রে এ খবরও মিলছে, উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে সরকারি পরিষেবা প্রদান করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৮ ডিসেম্বর কার্শিয়াংয়ে সরকারি পরিষেবা প্রদান করবেন। ১০ ডিসেম্বর জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাটে পাট্টা বিতরণ করবেন। এই দুই অনুষ্ঠানের মধ্যে ৭ ডিসেম্বর উত্তরবঙ্গে আট জেলাকে নিয়ে বিজনেস সামিট হবে উত্তরবঙ্গে। সেই সম্মেলমনের প্রস্তুতি হিসাবে বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের আট জেলার জেলাশাসকদের নিয়ে নবান্নে বৈঠকও করবেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। সূত্রের খবর, বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য শিল্প সম্মেলন এবং তার পরে পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে আইটি হাব করার জন্য আইটি দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি তথা আইপিএস রাজীব কুমারকে একটি খসড়া করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বিজিবিএস-এ বক্তব্য রাখার সময় উত্তরবঙ্গে আইটি হাব গড়ার ইচ্ছা একাধিক বার উঠে এসেছিল মুখ্যমন্ত্রীর কথায়। শিল্পপতিদের এ জন্য আহ্বানও জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

তবে এবার একাধিক কর্মসূচি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন। লোকসভা ভোটের আগে এই সফরের যথেষ্ট রাজনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষক মহলের একাংশ।

উদ্ধার হওয়া নগদ টাকা অবৈধ হলে দলের নীতি জিরো টলারেন্স: কুণাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধায়কের বাড়ি থেকে 'উদ্ধার' হওয়া নগদ টাকা যদি 'অবৈধ' হয়, তা হলে দলের নীতি জিরো টলারেন্স। যা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ স্পষ্টভাবে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এ কথা জানিয়ে দিলেন। এ দিন মুর্শিদাবাদের তৃণমূল বিধায়কের বাড়িতে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই তল্লাশি চালায় সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, ডোমকলের বিধায়ক জাফিকুলের বাড়ি থেকে লাখ লাখ টাকা উদ্ধার হয়েছে। ইতিমধ্যেই জাফিকুলের ব্যাপারে নিজেদের অবস্থান জানিয়ে দিল শাসক তৃণমূল।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই জাফিকুলের বাড়িতে তল্লাশি শুরু করে সিবিআই। বিধায়ক বিধানসভার অধিবেশনের জন্য কলকাতায় ছিলেন। সিবিআই কর্তারা জাফিকুলের বাড়িতে ঢুকতেই কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দিয়ে বাড়ির গোটা চত্বর ঘিরে ফেলা হয়। এরপর দুপুর নাগাদ নিয়ে আসা হয় টাকা গোনার যন্ত্র। পরে সিবিআই সূত্রে দাবি করা হয়েছে, বিধায়কের বাড়ির শৌচাগারের লফ্‌ট থেকে ৭ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা উদ্ধার হয়েছে। তদন্তকারীদের ওই অংশের দাবি, জাফিকুলের 'বেডরুম' থেকেও ২৮ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে। বিধায়কের পরিবার সূত্রে খবর, সম্প্রতি কিছু সম্পত্তি বিক্রি করা হয়েছে। সেই টাকাই তাঁর বাড়িতে ছিল।

এই ব্যাপারে কুণাল বলেন, কোনও কোনও সূত্রে বলা হচ্ছে, জাফিকুলের বাড়ি থেকে টাকা পাওয়া গিয়েছে সেই টাকা বৈধ না অবৈধ, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এখনও আসেনি। যদি ব্যবসার টাকা হয়, তা হলে তার বৈধতা নিয়ে কার কী বলার আছে? আর যদি অবৈধ হয়, তা হলে দলের অবস্থান আগেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছেন জিরো টলারেন্স।

আরজি করের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে তদন্ত চেয়ে ইডিকে চিঠি সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি করের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে তদন্ত চেয়ে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডিকে চিঠি দিলেন সুকান্ত মজুমদার। এই চিঠিতে বেআইনি নিয়োগ-সহ একাধিক বিষয়ের উল্লেখ করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। মেডিক্যাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, মৃতদের ময়নাতদন্ত কেলেঙ্কারি, স্কিল ল্যাবের যন্ত্রাংশ বেশি দামে ক্রয়, হাসপাতাল চত্বরে স্টলের দরপত্র হেরফের, চিকিৎসক পড়ুয়াদের কাউন্সেলিংয়ে গন্ডগোল, আরজি করে বরাত আদায়ে কর্তৃপক্ষকে ২০ শতাংশ কমিশনের মতোও একাধিক সব অভিযোগ এনেছেন সুকান্ত। এখানেই শেষ নয়, পার্কিং বরাতেও কেলেঙ্কারির অভিযোগকে সামনে রেখে অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা রুজু করার আর্জি জানিয়ে ইডিকে চিঠি লেখেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

গত কয়েকদিনে একাধিকবার রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে সরব হতে দেখা গেছে শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদারদের। এরই রেশ ধরে স্বাস্থ্যেও দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত হবে আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিল বিজেপি নেতৃত্ব। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কোভিডকালের কেলেঙ্কারির অভিযোগ তুলে ইডিকে চিঠি দেওয়ার পর এবার আরজি করের অধ্যক্ষকে নিশানা করে ইডি তদন্ত চেয়ে চিঠি দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও।

এদিকে অতি সম্প্রতিই আরজি করের অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে বদলির চিঠি ধরানো হয়েছিল। একাধিক অভিযোগ ছিল তাঁর বিরুদ্ধে। যদিও সেই বদলির নির্দেশ পরবর্তীকালে স্থগিতও করে দেওয়া হয়। এই প্রথমবার নয়, এর আগেই একবারই এমনই ঘটনা ঘটেছিল। বদলির চিঠি দিলেও তা ফিরিয়ে নেয় স্বাস্থ্যভবন। কার 'আশীর্বাদে' বারবার বদলি হয়েও একই পদে বহাল থাকছেন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ, ইডিকে লেখা চিঠিতে এ প্রশ্নও তুলেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

২০১৬ সালের প্রাথমিক শিক্ষকের প্যানেল নিয়ে প্রশ্ন তুলল আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০১৬ সালের প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়োগের প্যানেল নিয়ে এবার প্রশ্ন তুলল আদালত। হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার একক বেঞ্চ এদিন জানতে চায়, রুল অনুযায়ী সঠিক প্যানেল কোথায়? একইসঙ্গে এও প্রশ্ন করা হয়, বোর্ড এর আগে যে ৯৪ জনের নিয়োগ বেআইনি বলে জানিয়েছিল, তাদের কি আসনের চেয়ে অতিরিক্ত হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল কি না তা নিয়েও প্রশ্ন তোলে আদালত। এরই পাশাপাশি আগামী ৭ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে আদালতে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। দিকে আদালত সূত্রে খবর, মূল মামলার চাকরিপ্রার্থীদের পক্ষের আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্ত এদিন আদালতে দাবি করেন, পর্ষদ কোনও প্যানেল প্রকাশ করেনি। এদিকে পর্ষদ জানিয়েছে তারা প্যানেল প্রকাশ করেছে। এই প্রসঙ্গেই আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্তের বক্তব্য, ৯৯৪ জন প্রার্থীর নিয়োগ হয়েছিল, যা নিয়োগ সংখ্যার থেকে অনেকটা বেশি। এমন অবস্থায় ৯৪ জনের নাম বাদ গেলে, আর কোনও শূন্যপদ থাকে না বলেই দাবি আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্তর।

এদিন বোর্ডের তরফে হলফনামা জমা দেওয়ার জন্য আদালতে আর্জিও জানানো হয়। সেই সময় বিচারপতি অমৃতা সিনহার পর্যবেক্ষণ, 'অক্টোবর মাসে হলফনামা জমা দেওয়ার কথা বলা হয়। এখনও পর্ষদ সময় চাইছে? যাঁরা অপেক্ষা করে রয়েছেন, তাঁরা বেকার। এই সবের জন্য রোজ একদিন করে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাঁদের জীবন থেকে।' পাশাপাশি যাদের নিয়োগ বেআইনিভাবে হয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে, তাঁদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করেছে পর্ষদ, সেই প্রশ্নও করেন বিচারপতি। প্রসঙ্গত, যাঁদের চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছে, তাঁরা এদিন আবার একক বেঞ্চের দ্বারস্থ হন। তাঁদের আইনজীবী সপ্তাংশু বসু এদিন আদালতে জানান, তাঁর মক্কেলরা কোনও মিথ্যা তথ্য দেননি। তাঁর বক্তব্য, ভুল প্রশ্ন মামলায় শীর্ষ আদালতের নির্দেশ ছিল প্রত্যেককে এক নম্বর দিতে হবে।

১৮ মাসের প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের চাকরির যোগ্যতা নিয়ে পর্ষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, জানাল আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এবার নতুন জটিলতা। প্রায় পাঁচ বছর পর টেট পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে রাজ্যে। আর এই পরীক্ষা ঘিরে স্বাভাবিক ভাবেই প্রার্থীরা নিয়োগের অপেক্ষায় রয়েছেন। এদিকে আদালতের নয়া নির্দেশে তাঁদের মধ্যে ছড়াল উদ্বেগ। আদালতের এই নতুন নির্দেশের জেরে অন্তত চার হাজার নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত হতে পারেন প্রায় চার হাজার পরীক্ষার্থী। প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি ডিএলএড প্রশিক্ষণ নিয়ে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছে। তার ভিত্তিতেই বৃহস্পতিবার প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে সিদ্ধান্ত নিতে বলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এখন বোর্ড কী সিদ্ধান্ত নেয় সেদিকেই তাকিয়ে আছেন চাকরি প্রার্থীরা।

প্রসঙ্গত, যাঁরা ১৮ মাসের ডিএলএড প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, মূলত তাঁদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিয়েই তৈরি হয়েছে জটিলতা। প্রশিক্ষণ না নিয়েই অনেকে স্কুলের শিক্ষকতার চাকরি পেয়েছিলেন। সেই কারণে ২০১৭ সালে চাকরিরতদের জন্য ১৮ মাসের এক প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু করে কেন্দ্রীয় সরকার। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ওপেন স্কুল (এনআইওএস)-এর মারফত 'ওপেন অ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং' কোর্স করানোও হয়। আর এখানেই অভিযোগ, এই কোর্স চাকরিরতদের জন্য হলেও বহু চাকরিপ্রার্থীও এই সুযোগে সেখান থেকে ১৮ মাসের ডিএলএড কোর্স করে নেন। আর এঁদের মধ্যে অনেকেই আবার চাকরি জন্য আবেদনও করেছেন। এদিকে গত ২৮ নভেম্বর উত্তরাখণ্ডের একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়ে জানায়, নতুন কোনও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন না ওই ১৮ মাসের প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা। এদিন শীর্ষ আদালতের ওই নির্দেশ মেনেই পর্ষদকে পদক্ষেপ নিতে বললেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের প্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কয়েক হাজার চাকরিপ্রার্থী রয়েছেন যাঁরা ১৮ মাসের ওই কোর্স করেছেন। আইনজীবীরা মনে করছেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁরা নিয়োগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।

প্রধান শিক্ষক নিয়োগেও বেনিয়মের অভিযোগে স্থগিতাদেশ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৩ সালেই বেশ কয়েকজন প্রধান শিক্ষককে নিয়োগ করা হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কয়েকটি স্কুলে তা নিয়ে অভিযোগ ওঠে। কাউন্সেলিং ছাড়াই হয়ে গিয়েছে নিয়োগ। এমন অভিযোগের ভিত্তিতেই মামলাও দায়ের হয় কলকাতা হাইকোর্টে। এই নিয়োগেই বৃহস্পতিবার স্থগিতাদেশ দিল আদালত। এদিন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় স্পষ্ট নির্দেশ দেন, আপাতত এই নিয়োগ করা যাবে না। বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানিতে আদালতে রাজ্যের তরফ থেকে জানানো হয়, শুধুমাত্র বয়স এবং অভিজ্ঞতার নিরিখেই প্রধান শিক্ষক নিয়োগ হয়।

নজরদারি বাড়ানো হল মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয়র ওপর, বসানো হল সিসিটিভি ক্যামেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আদালতের নির্দেশে এবার নজরদারি বাড়ানো হল মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ওপর। রেশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে ভর্তি রয়েছেন এসএসকেএম হাসপাতালে। এবার জ্যোতিপ্রিয় যেখানে ভর্তি আছেন, সেখানে সর্বক্ষণের জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর নির্দেশ দিল আদালত। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডির আবেদনের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দেয় আলিপুরে বিশেষ ইডি আদালত। সঙ্গে আদালতের তরফ থেকে এ নির্দেশও দেওয়া হয়েছে যে, ওই সিসিটিভি ফুটেজের লিঙ্ক দিতে হবে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তদন্তকারী অফিসারের কাছে।

সঙ্গে আদালতের তরফ থেকে বৃহস্পতিবার স্পষ্টভাবে জানানো হয়, হাসপাতালে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। বাইরের কেউ এসে যাতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে না পারেন, সেটি দেখতে হবে। প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের সুপারের উদ্দেশে আদালতের নির্দেশ, যাতে কোনও 'আউটসাইডার' বা 'ভিসিটর' জ্যোতিপ্রিয়র সঙ্গে দেখা করতে যাতে না পারেন, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। আদালতের নির্দেশ মেনে, প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারকে এই সব ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে। শুধু তাই নয়, প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার এবং এসএসকেএম হাসপাতালে কী কী চিকিৎসা হয়েছে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সেই রিপোর্ট আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে আগামী ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। প্রসঙ্গত, ইডি হেপাজতের মেয়াদ শেষে আদালত জেল হেপাজতে পাঠিয়েছিল জ্যোতিপ্রিয়কে। তখন থেকে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারেই ছিলেন তিনি। মাঝে হঠাৎ অসুস্থ বোধ করায় তাঁকে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার থেকে সোজা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এসএসকেএম হাসপাতালে। কার্ডিওলজি বিভাগে রাখা হয়েছিল তাঁকে। দিন কয়েক আগেও আবার তাঁকে সেখান থেকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল আইসিইউ-তে।

নারদ স্টিং অপারেশন মামলায় আদালতে হাজিরা ফিরহাদ, শোভন, মদন মিত্রের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নারদ স্টিং অপারেশন মামলায় বৃহস্পতিবার আদালতে হাজির দেওয়ার কথা ছিল রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র ও প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের। আদালতের নির্দেশ মেনে এদিন সময় মতোই ব্যাংকশাল কোর্টে পৌঁছেও যান তাঁরা। তবে এই হাজিরার ঘটনা সবটাই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, মামলার ৭ বছর পরও এমনটাই বলছেন তিন অভিযুক্ত নেতা। প্রসঙ্গত, নারদ স্টিং মামলায় আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে। ভিডিওতে দেখা গিয়েছিল, নগদ টাকা নিচ্ছেন ওই নেতারা। এরপরই তদন্ত শুরু করে সিবিআই। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের পর আচমকাই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাঁদের। গ্রেপ্তার হয়েছিলেন প্রয়াত নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায়ও। পরে তাঁরা জামিনে ছাড়া পেলেও নির্দিষ্ট সময় অন্তর হাজিরা দিতে হয় তাঁদের।

এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন কলকাতা পুরসভার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় জানান, 'আমরা বলি বা না বলি, মানুষের একটা ধারনাই তৈরি হয়ে গিয়েছে যে এভাবে আসলে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হচ্ছে।' সারা দেশ জুড়েই এমন ঘটনা ঘটছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। একই কথা শোনা যায় ববি হাকিমের গলাতেও। তাঁর দাবি, কোনও প্রমাণ ছাড়াই দিনের পর দিন তদন্ত চলছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ অধ্যাপকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একের পর এক বিতর্ক ক্রমশ অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের। গত ৯ অগস্টের ছাত্রমৃত্যুর ঘটনার পরে এখনও পর্যন্ত কোনও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ পুরোপুরি করেননি কর্তৃপক্ষ। তার মধ্যেই ফের র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ। যাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে যাদবপুর ক্যাম্পাসে। আর তার মধ্যেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির দ্বারস্থ হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সংগঠন বা জুটা। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে বৃহস্পতিবারই চিঠি দিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সংগঠন। চিঠিতে বলা হয়েছে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শেষ ছয় মাস ধরে স্থায়ী উপাচার্য নেই। স্থায়ী উপাচার্য না থাকার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজকর্মের পাশাপাশি পঠন-পাঠন কাজকর্মেও একাধিক সমস্যার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি, স্থায়ী উপাচার্য না থাকার দরুন বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কোনও নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছে না। স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে যে সমস্যা তা মূলত রাজ্য সরকার ও আচার্যের মধ্যে আইন না মানা নিয়ে তৈরি হয়েছে বলেও চিঠিতে উল্লেখ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সংগঠন। অধ্যাপক সংগঠনের তরফে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তার কারণ রাজ্য এবং আচার্য সার্চ কমিটির আইন নিয়ে একমত নয়, যার জন্যই এটি এখন সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন।

ঝালদা পুরসভায় ফের ভোট করানোর নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুরুলিয়ার ঝালদা পুরসভা নিয়ে জটিলতা কেটেও যেন কাটছে না। এবার ফের ঝালদা পুরসভায় ভোট করানোর নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সঙ্গে এও নির্দেশ দেওয়া হয়, আগামী ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে ঝালদায় আস্থা ভোট করাতে হবে। বৃহস্পতিবার এমনই নির্দেশ দেন হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। সঙ্গে এও জানান, জেলাশাসকের উপস্থিতিতে এই ভোট করাতে হবে। তবে এই ভোট প্রক্রিয়ার জন্য পুরসভার কাজের প্রক্রিয়া ব্যাহত যাতে না হয় এদিন সে নির্দেশও দিতে দেখা যায় বিচারপতি অমৃতা সিনহাকে।

প্রসঙ্গত, বর্তমান পুরপ্রধান শীলা চট্টোপাধ্যায়ের অপসারণ চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন কংগ্রেস কাউন্সিলর পূর্ণিমা কান্দু। এই ইস্যুতে গত ২৩ নভেম্বর জোড়া মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টে। তাঁর হয়ে মামলা লড়েছেন কংগ্রেস নেতা তথা আইনজীবী কৌস্তভ বাগচি। একই দাবিতে আরেকটি মামলা দায়ের করেছেন ৫ তৃণমূল কাউন্সিলরও। দুটি পৃথক মামলা দায়ের হয় হাইকোর্টে।

আদালত সূত্রে খবর, এই মামলার শুনানি শুক্রবার হওয়ার কথা ছিল। তবে একদিন আগেই হয় শুনানি। এরপরই বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশ, আগামী ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে আস্থা ভোট করাতে হবে জেলাশাসকের উপস্থিতিতে। ১২ ডিসেম্বরের মধ্যে আদালতে সমস্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে। তার মাঝে পুরসভার কাজ যেমন চলছে, তেমনই চলবে। এ নিয়ে আবেদনকারীদের আইনজীবী কৌস্তভ বাগচি এদিন জানান, 'বিপ্লব কয়াল ও পূর্ণিমা কান্দুর হয়ে আমি আবেদন জানিয়েছিলাম ফ্লোর টেস্টের জন্য। কারণ, এই মুহূর্তে পুরপ্রধান শীলা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। সবদিক খতিয়ে দেখে মহামান্য বিচারপতি জানান, আগামী ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে আস্থা ভোট করাতে হবে। ১২ তারিখের মধ্যে সমস্ত রিপোর্ট দিতে হবে আদালতে।'

এখানে বলে রাখা শ্রেয়, ঝালদা পুরসভা নিয়ে আইনি জটিলতা দীর্ঘদিনের। তার মাঝে মাস তিনেক আগে পুরপ্রধান শীলা চট্টোপাধ্যায়-সহ চার কংগ্রেস কাউন্সিলর তৃণমূলে যোগ দেন। দলবদলকারীদের মধ্যে ছিলেন নিহত তপন কান্দুর ভাইপো মিঠুন, বিজয় কান্দু, পিন্টু চন্দ্র ও সোমনাথ কর্মকার। এই দলবদলের পর ঝালদা পুরসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায় কংগ্রেস। এর পর সেপ্টেম্বরের ১৪ তারিখ পুরসভার উপ পুরপ্রধান পূর্ণিমা কান্দু পদ থেকে ইস্তফা দেন। পদত্যাগপত্রে তিনি নৈতিক কারণের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তার দু'মাস পর পুরপ্রধান শীলা চট্টোপাধ্যায়কে অপসারণের দাবিতে হাইকোর্টে জোড়া মামলা দায়ের হয় এবং ফের আস্থা ভোটের নির্দেশ হল।

সম্পাদকীয়

কালের অগ্রগতিতে চিকিৎসা কী এখন পণ্য হয়ে উঠেছে?

আগে পারিবারিক চিকিৎসকদের প্রতিটি রোগীর পরিবারের সঙ্গে থাকত আত্মিক বন্ধন। রোগীর আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে তবেই প্রেসক্রিপশন লিখতেন তাঁরা। কারণ, তাঁরা জানতেন ডাক্তার দেখালেই রোগ সারবে না, ওষুধও কিনতে হবে। অনেক সময় তাঁরা গরিব রোগীকে ফিজিশিয়ান স্যাম্পল দিয়েও সাহায্য করতেন। সবচেয়ে বড় কথা, বিনা প্রয়োজনে একগাদা টেস্ট করতে দিতেন না। রোগীর জরুরি প্রয়োজনে ওই চিকিৎসকদের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ করা যেত। তা ছাড়া, স্বেচ্ছায় নিয়মিত তাঁরা রোগীর খোঁজখবর নিতেন।

বর্তমানে যে সব বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মফস্সলে আসেন সপ্তাহে এক বা দু'দিন, কয়েক ঘণ্টার জন্য, তাঁদের সঙ্গে রোগীদের কোনও আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। এঁরা পেশাদার। যে সব ক্লিনিকে বসেন, সেখানকার স্বার্থরক্ষার জন্য অপ্রয়োজনীয় দামি ওষুধ এবং টেস্ট লেখেন। ওই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই ৩০-৪০ জন কিংবা তারও বেশি রোগী দেখেন। তা ছাড়া, ওষুধে রোগীর কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া হলে, তাঁদের সঙ্গে সব সময় তৎক্ষণাৎ যোগাযোগ করা যায় না। পারিবারিক চিকিৎসকদের রোগীর প্রতি যে দায়িত্ববোধ থাকত, এঁদের অনেকের মধ্যে সেই দায়িত্ববোধের দেখা পাই না। প্রায়শই সংবাদমাধ্যমে ভুয়ো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের খবর দেখতে পাই। তাতে মনে সংশয় জাগে, এঁরা সবাই সঠিক ডিগ্রিধারী তো? আজ আর সেই অশ্বীশ্বররা নেই। এখন ডাক্তারবাবুর চেম্বারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে হয় তাঁর আগমনের অপেক্ষায়। বেশ কিছু পরীক্ষা-সহ তিনি প্রেসক্রিপশন দেন। এক বারের বেশি কিছু জানতে চাইলে বিরক্ত হন। কারণ এর পর অন্য চেম্বারেও রোগী দেখতে হবে। যত বেশি রোগী তত বেশি অর্থলাভ। অবশ্য, সব ডাক্তার যে এটা করেন, তা মনে করি না। তবে কালের অগ্রগতিতে চিকিৎসা যে এখন পণ্য হয়ে উঠেছে, এ কথা অস্বীকার করারও উপায় নেই।

শাশ্বত কথা

বাসনা

বাসনা কর্মানুসারে পৃথিবীতে এসে জন্মায়। এখান থেকে কেউ বা মুক্তি লাভ করে, কেউ বা নীচ যোনি সব ভোগ করে। চক্রের মতো সৃষ্টি চলছে। যে-জন্মে মন বাসনাশূন্য হয়, সেইটি শেষ জন্ম। মানুষ স্বভাব ছাড়তে পারে না। চৈতন্যদেব বলেছিলেন, (পূর্ব) স্বভাব ছেড়ে যে আমার ভজনা করে, তাকে আমি ভজনা করি। সংসারে কত রকম লোক থাকে। সব সহ্য করে থাকতে হয়। ঠাকুর বলতেন, 'শ, ষ, স-তিনটে স। যে সয় সেই রয়।' পৃথিবীর মতো সহ্যগুণ চাই। পৃথিবীর উপর কত রকমের অত্যাচার হচ্ছে, অবাধে সব সইছে, মানুষেরও সেই রকম চাই। ওদের কি আর নিবৃত্তি আছে? ওদের কিছুতেই নিবৃত্তি হবে না। শত দিলেও না। সংসারী লোকদের কি আর নিবৃত্তি হয়?

— শ্রীশ্রী মা সারদা

জন্মদিন

আজকের দিন

মেধা পাটেকর

১৯৫৪ বিশিষ্ট সমাজসেবিকা মেধা পাটেকরের জন্মদিন।
১৯৫৫ বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী উদিত নারায়ণের জন্মদিন।
১৯৮০ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মহম্মদ কাইফের জন্মদিন।

এইডস সমস্যা নিয়ে বাঁচার লড়াইয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

ডা শামসুল হক

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তৎপরতাতেই এইডস নামক মারণ রোগটি থেকে কিভাবে নিজেদের রক্ষা করা যায় সেই বিষয়েই বিশেষ সতর্কবার্তা পাঠানো হয় সাধারণ মানুষের কাছে। তাই সেই সংস্থার বিশিষ্ট শুভাকাঙ্ক্ষী ডাঃ জেমস বার্ণ এবং ডাঃ টি নেটর ১৯৮৭ সালের আগস্ট মাসে জেনেভা শহরে একটা বিশেষ অধিবেশনের ডাক দেন এবং এই বিষয়ের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত ও করেন। অবশেষে সংস্থার অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে স্থির করেন যে, পরের বছর অর্থাৎ ১৯৮৮ সাল থেকেই ডিসেম্বর মাসের ১ তারিখে এই বিষয়ের উপর ই বিশেষ দিবস পালন করা হবে এবং তার মাধ্যমেই সমগ্ বিশ্ববাসীকেই জানান হবে এইডসের মারাত্মক ছোবল থেকে রক্ষা করার সম্ভাব্য উপায়টুকুও । বলাই বাহুল্য, তারপর থেকে প্রতি বছর ই ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিনটিতেই নিয়ম মেনে পালন করা হচ্ছে এই দিনটা এবং মিলেছে অনেক সুফলও। কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সমীক্ষায় দেখা গেছে এই বিষয়ে যতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন অথবা যতটুকু গুরুত্বের সঙ্গে অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া উচিত ছিল তা সঠিকভাবে মান্য করা হচ্ছে না। অর্থাৎ সমগ্ পৃথিবী জুড়েই এই ব্যাপারে যে একটা ঢিলেঢালা ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা সঠিকভাবেই টের পাচ্ছেন সংস্থার কর্মকর্তারা। তাইতো তাঁদের আবেদন, সকলেই যেন এই দিবস পালনের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তবে এইডস রোগটা যতটা না মারাত্মক , আমরা কিন্তু ভেবে বসি তার থেকেও অনেকটাই বেশি। একটা অজানা আতঙ্ক যেন সব সময়ই তাড়া করে ফেরে এই রোগের কথাটা আমাদের মাথার মধ্যে ঢুকলেই। স্বভাবতই তখন আমারা সকলেই তার থেকে দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করি অগ্রপশ্চাত কোনকিছু বিবেচনা না করেই। বলাই বাহুল্য, এই রোগের সৃষ্টি এমনই বিচিত্র এক ভাইরাস থেকে যার সমন্ধে আমরা জানি না বুঝি না কিছুই অথচ আতঙ্কেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠি। হিউম্যান ইমুউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাসের সংযোগে, সংক্ষেপে আমরা যাকে এইচ. আই. ভি বলেই চিনে থাকি তাই হল এই মারণ রোগের মূল চক্রী।

এই রোগে কোন মানুষ যদি দুর্ভাগ্যক্রমে আক্রান্ত হয়ে পড়ে তাহলে সেই মানুষটা সহসাই হারিয়ে ফেলতে পারে অন্য যে কোন ধরণের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাটুকুও। আর সেই রোগে ভুগতে ভুগতেই একটা সময় সেই মানুষটার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুরোপুরিভাবেই অকেজো হয়ে পড়ে এবং আস্তে আস্তে সে ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে।

মূলতঃ অসতর্কতা বা অসচেতনতার কারণে এই রোগ কাউকে আক্রমণ করলেও আক্রান্ত মানুষটার বেহিসেবী আচার আচরণ এবং একগুঁয়েমিকেও যে সেজন্য দায়ী করা যায় তা জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরাই। অশিক্ষা এবং কুশিক্ষায় আচ্ছন্ন থাকাও যে এর মূল কারণ সেটাও অস্বীকার করা যাবে না।

কোন কোন অঞ্চলে আবার এই রোগ এমনই মারাত্মক আকার ধারণ করে যে সেটা সত্যি সত্যিই ভাববার একটা বিশেষ কারণ হয়েও উঠেছে। আর সেজন্য এক শ্রেণীর মানুষের হঠকারিতাই যে দায়ী তা নিশ্চিতভাবেই বলা যেতে পারে। এই রোগ কেবলমাত্র ভয়ের নয় , লজ্জারও। কিন্তু তবুও টনক নড়ে না আমাদের। একটা সভ্য সমাজে এটাই যে সবচেয়ে অধিক পরিতাপের বিষয় সেটাই আমরা বুঝব কবে?

অসংযত যৌন জীবন যাপনে অভ্যস্ত থাকার অভ্যাসটাই যে এইডস রোগে আক্রান্তের একমাত্র কারণ তা আজ আর কারও অজানা থাকার কথা নয়। অবাধ এবং অবৈধ যৌন মিলনের কারণেই এই রোগের ভাইরাস এক জনের দেহ থেকে অন্য জনের দেহে অত্যন্ত নিরাপদে এবং নিশ্চন্তেই সংক্রামিত হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মতামত প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ পরিষ্কারভাবে বলা যেতে পারে যে , যৌনমিলনের মাধ্যমেই একজন পুরুষের দেহ থেকে অন্য কোন মহিলার দেহে যেমন ছড়াতে পারে এইডসের জীবাণু , ঠিক তেমনই একজন স্ত্রীলোকের দেহ থেকেও অজান্তেই ছড়িয়ে পড়তে পারে যেকোনো পুরুষের দেহেও এর ভাইরাস।

এখানেই কিন্তু এর শেষ নয়, এইভাবে যৌনমিলনের ফলে যদি কোন নারী গর্ভবতী হয়ে পড়ে তাহলে সেই গর্ভস্থ শিশুটির জীবনেও একেবারে নিশ্চিতভাবেই নেমে আসে তার অভিশাপ এবং সেই শিশুটিও আক্রান্ত হয়ে পড়ে এই রোগে। আবার এইডসে আক্রান্ত কোন নারীর বুকের দুধ যদি কোনভাবে কোন নবজাতক পান করে তাহলে সেও আক্রান্ত হতে পারে এই রোগে।

যৌনমিলন ছাড়াও অন্যান্য আরও অনেক ভাবেও একজনের দেহ থেকে অন্য জনের দেহে সংক্রামিত হতে পারে এইডসের ভাইরাস। কিন্তু সেই ধরনের ঘটনা এখন ঘটছে খুবই কম। তবুও ঘটনা ঘটে বলেই ভাবতেও হয় সেই ব্যাপারটাও ।আর এই বিষয়ে সবচেয়ে বেশি দায়ী করা হয়ে থাকে ইনজেকশনের সিরিঞ্জকেই। এই সিরিঞ্জের মাধ্যমে কোন ইনজেকশন একজনের দেহে প্রবেশ করানোর পর সেই একই সিরিঞ্জ ব্যবহার করে অন্য কাউকে যদি ইনজেকশন দেওয়া হয় তাহলে সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি অবশ্যই এইডসে আক্রান্ত হতে পারে যদি প্রথমজন আক্রান্ত হয়ে থাকে সেই রোগে তবেই। আবার রক্তদানের সময়েও ঘটতে পারে তেমনই ঘটনা। তবে বর্তমানে তেমন ঘটনা আর নতুনভাবে ঘটছে না প্রশাসনিক তৎপরতার কারণেই।

সুস্থ একজন মানুষ কখন এবং কিভাবে যে এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে সেই বিষয়ে সকলের একটু অবগত থাকা অতি অবশ্যই প্রয়োজন। আর যদি তা সত্যি সত্যি সত্যিই সম্ভব হয় তাহলে অন্তত সতর্ক থাকা সম্ভব হবে এবং পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তেমন অসুবিধের মধ্যেও পড়তে হবে না।

এইডস রোগে আক্রান্ত একজন রোগীর ক্ষেত্রে প্রথমেই যে সমস্ত লক্ষণগুলো প্রকাশ পেতে পারে তা হল, সেই মানুষটার ঘন ঘন জ্বর আসবে এবং তার রেশটাও চলবে এক দেড় কিংবা দু মাস পর্যন্ত। সেইসময় সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপারটা হল, এই জ্বরের প্রকারটাই হলো আলাদা। সচরাচর যে ধরনের জ্বরে আক্রান্ত হতে দেখা যায় যে সমস্ত মানুষদের, এইডসের জ্বরের সঙ্গে তার মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না কিছুই। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে আবার দেখা দিতে পারে গলায় অসহ্য ব্যথা। দিন যত এগোতে থাকে বাড়তে থাকে গলায় ব্যথার মাত্রাও এবং কখনও বা পরিবর্তন ঘটতে পারে গলার স্বরের। তখন খাবার দাবার খাওয়া খুবই সমস্যার কারণ হয়ে ওঠে রোগীর কাছে। তখন তাকে দেওয়া হয় তরল খাবার। কিন্তু একটা সময় রোগীর পক্ষে সেই খাবার খাওয়াও আর সম্ভব হয় না। সুতরাং তারপর শুরু হয় উপোস এবং সেইভাবে চলতে চলতেই একটা সময় আবার এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে যে একটা সময় রোগী খাওয়াই ছেড়ে দেবে।

সেইসময় জ্বরের সাথে সাথেই শুরু হবে শুকনো কাশি। দেহ থেকে তখন কফ নির্গত হতে পারে আবার নাও পারে। কিন্তু অজানা এক অস্বস্তি তখন এতটাই ব্যাতিব্যস্ত করে তুলবে যে, রোগীর জীবনটাই হয়ে উঠবে একেবারেই বিষাদময়। নানান বিরক্তি এবং ক্লান্তি তখন অতিষ্ঠ করে তুলবে তাকে। তারপর আস্তে আস্তে দেখা দিতে থাকবে নার্ভের সমস্যা। রোগীর গলায়, ঠোঁটে, জিভে অথবা দেহের অন্যান্য স্থানে দেখা দিতে পারে ক্ষতচিহ্ন। যৌনাঙ্গের রঙের পরিবর্তন ঘটবে এবং সেখানেও দেখা দেবে নানান ক্ষত। আক্রান্ত রোগীর শুরু হতে পারে ডায়ারিয়া। কমে যাবে শরীরের ওজন এবং শীর্ণ হয়ে উঠবে শরীরের গঠন ।

১৯৮১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অব প্রিভেনশন এইডস রোগকে সর্বপ্রথম সনাক্ত করে। ১৯৮৪ সালে চিহ্নিত করা হয় এর ভাইরাসটাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে তার নাম ঠিক করা হয় লিম্ফোড্যানোপ্যাথি। এসোসিয়েটেড ভাইরাস। তবে কয়েক বছর পরেই বদল হয়ে যায় সেই নাম । তখন মার্কিন চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এর নতুন নামকরণ করেন হিউম্যান ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সী ভাইরাস।

অতি মারাত্মক এই রোগ সমগ্র বিশ্বজাহানকেই তছনছ করে দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই আজ ঝাঁপিয়ে পড়েছে একেবারে বেপরোয়া ভাবেই। আর সেজন্য দায়ী তো আমরাই। তাই সচেতন আমাদের হতেই হবে । আমাদের এটাও ভাবতে হবে রে, সংযতভাবে জীবন ধারণ করা ছাড়া আমাদের সামনে বিকল্প আর কোন পথের সন্ধান এই মুহূর্তে খুঁজে পাওয়া সত্যিই সম্ভব নয়। আর সেই জন্য অতি অবশ্যই আমাদের মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে যাতে প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসের একেবারে প্রথম দিনেই এডসকে কেন্দ্র করে যে বিশেষ দিবস পালন করা হচ্ছে তাতে অতি অবশ্যই যোগদান করা এবং তার মাধ্যমেই নিজেকে তো বটেই, নিজের ঘনিষ্ঠ মানুষজনদের ও অতি নির্বিঘ্নেই রক্ষা করার পথের সন্ধান ও পাওয়া সম্ভব হয়।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশে এ কোন উগ্রবাদী মৌলবাদ

প্রদীপ মারিক

বাংলাদেশের কিছু উগ্রবাদী যে ভাবে ক্রিকেট বিশ্বকাপের টানা দশ ম্যাচ অপরাজিত থেকে ফাইনালে ভারতের পরাজয়ে উল্লাস সহকারে উৎযাপন করলেন তা এককথায় কুরুচিকর এবং অকৃতজ্ঞতার পরিচয়। বাংলাদেশের উগ্রবাদী নতুন প্রজন্ম কি ভুলে গিয়েছে! যদি না ভুলে গিয়ে থাকে তারা তাদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিক, আজ বাংলাদেশ জন্মই হত না যদিনা ভারতবর্ষ তাদের পাশে থাকত। পূর্ব পাকিস্তান হয়ে পাকিস্তানের দাসত্ব মেনে নিতে হত। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার অসামান্য কৃতিত্বের জন্য বাংলাদেশ বর্তমানে অন্যতম গ্রোয়িং ডেভলপিং কান্ট্রি। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক অত্যন্ত ভালো। কিন্তু তার মধ্যে এই ভাবে ভারত বিদ্বেষী কিছু উগ্র মৌলবাদী বাংলাদেশীদের ব্যবহার শোভনীয় নয়। উগ্রবাদী বাংলাদেশীরা টিভি সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমত কুৎসিত ভাষায় ভারতীয়দের নিন্দা করলেন এটা মেনে নেওয়া কি যায়? বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারত পরাজিত হতেই উল্লাসে ফেটে পড়েছিল বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষ। রাস্তায় নেমে অকথ্য ভাষায় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে গালি দেওয়া থেকে শুরু করে উচ্ছ্বাস প্রদর্শন, কোনও কিছুই বাকি থাকেনি। এই বৈরিতা সৃষ্টি করার দায় উগ্র ভারত বিদ্বেষী কিছু বাংলাদেশীদের নিতেই হবে। বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম এবারের বিশ্বকাপ থেকে গ্রুপ লীগ থেকেই বিদায় নিয়েছে, সেটা নিয়ে তাদের কোন প্রতিক্রিয়া নেই, কিন্তু ভারত পরাজিত হওয়ার পরেই তারা উশৃঙ্খল উল্লাসে ফেটে পড়ছে। এই উগ্রবাদী বাংলাদেশী সমর্থক দের মনে রাখা দরকার ভারত থেকে বিপুল পরিমাণ খাদ্যপণ্য তারা আমদানি করেন, ভারতের হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা তারা ব্যবহার করেন, কলকাতায় এসে মার্কেটিং করেন, আবার সেই ভারতকেই সবসময়ে ছোট করে দেখানোর চেষ্টা করছেন। কৈ তারা পাকিস্তানে গিয়ে তো এই সুবিধা পায় না। তাহলে তারা পাকিস্থানের মত মনোভাপন্ন হবেন কেন? বাংলাদেশীরা কি মুক্তি যুদ্ধের কথা ভুলে গিয়েছে? ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ গণহত্যা শুরু হওয়ার পরপরই বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের দাবি গোটা ভারতে প্রবল হয়ে ওঠে। ২৭ মার্চ ভারতীয় সংসদের উভয় কক্ষ অর্থাৎ লোকসভা ও রাজ্যসভায় বাংলাদেশে পাকিস্তানি সৈন্যদের বর্বরতা নিয়ে আলোচনাকালে পাকিস্তানিদের পৈশাচিকতার নিন্দা করে বক্তব্য রাখেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সহ সব দলের সদস্যরা। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী লোকসভা ও রাজ্যসভার যৌথ অধিবেশনে ২৭ মার্চ এক বক্তৃতায় বলেন, 'আমাদের ভূখণ্ডের একেবারে সন্নিকটে নিরস্ত্র ও নিরপরাধ মানুষের ওপরে যে নজিরবিহীন নির্যাতন চলছে আমাদের জনগণ তার তীব্র নিন্দা না করে পারে না। পূর্ববঙ্গের জনগণের এ মহান সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের প্রতি সমর্থন ও সহৃদয় সহানুভূতি অব্যাহত থাকবে।' বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল এবং সাধারণ জনগণ তাদের সহানুভূতি এবং সমর্থন বেশ জোরালো ভাবে প্রকাশ করেছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের জনগণকে আশ্রয়, খাদ্য ও চিকিৎসাসহ সার্বিক সহযোগিতা করেছিল ভারত সরকার, তার জনগণ ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। একই সঙ্গে বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, বিশ্বজনমত গড়ে তোলাসহ নানাভাবে সহযোগিতা করেছিল ভারতবর্ষ। কবি, সাহিত্যিক, লেখক, শিক্ষাবিদ, শিল্পীরা মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। ভারতের প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ পন্ডিত রবিশঙ্কর মুক্তি যুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলেসে ছিলেন। তিনি ও জর্জ হ্যারিসন বাংলাদেশ কনসার্টের আয়োজন করে দশ লাখ ডলার তুলে শরণার্থী শিবিরের শিশুদের জন্য ইউনিসেফকে দিয়েছিলেন। মকবুল ফিদা হোসেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর ছবি এঁকে মুম্বাই এর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে শরণার্থীদের সাহায্য করার জন্য সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। অন্নদাশঙ্কর রায়, মৈত্রেয়ী দেবী, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিময় রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রণব রঞ্জন রায়, তরুণ সান্যাল, অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী, নির্মল চক্রবর্তী, ড. ফুলরেনু গুহের মত খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করেছেন। নীরেন সেনগুপ্ত, ধীরাজ চৌধুরী, জগদীশ দে, বিমল দাশগুপ্তের মতো শিল্পীরা দিল্লী, বোম্বে আর কলকাতায় প্রদর্শনী করে ছবি বিক্রির টাকা বাংলাদেশ তহবিলে দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দুই দেশের সম্পর্ক অধিকমাত্রায় সুদৃঢ় হয়েছে। ২০২১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তীতে শুভেচ্ছা জানিয়ে নরেন্দ্র মোদি ৫০তম বিজয় দিবসে মুক্তিযোদ্ধা, বীরাঙ্গনা এবং ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সাহসীদের মহান বীরত্ব ও আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেন। ২০১৫ সালের জুনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরে দুই দেশের মধ্যে ২২টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম ২০০ কোটি টাকার ঋণ-বিষয়ক সহযোগিতা। ২০১৫ সালের ৩১ জুলাই ছিটমহল বিনিময়ের মাধ্যমে ৬৮ বছরের স্থলসীমান্ত সমস্যার সমাধান দুই দেশের সম্পর্কের অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়। ২০২০ সালের ১৭ ডিসেম্বর দুই দেশের সরকার প্রধানদের এক ভার্চুয়ালি বৈঠকে জ্বালানি, সামাজিক উন্নয়ন, কৃষিসহ ৭টি চুক্তি, প্রটোকল ও সমঝোতা স্বাক্ষর হয়। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শেখ হাসিনার ভারত সফরের মাধ্যমেও বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যকার সম্পর্কে উঁচুমাত্রিকতার সেতুবন্ধ নির্মিত হয়েছে। প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ইস্যু, জ্বালানি, অভিন্ন নদীর জল বণ্টন, রোহিঙ্গা সমস্যা গুলো সমাধান বিষয় গুলি দুই দেশ গুরুত্ব দিয়ে বিচার করছে। বাংলাদেশের পাশে সব সময় ভারতবর্ষ আছে এবং থাকবে কিন্তু অকৃতজ্ঞ কিছু বাংলাদেশী তরুণ যে ভাবে ভারত বিরোধী উল্লাসে মাতলেন তাতে যেন মনে হল তারা আবার পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যেতে চায়। বাংলাদেশী লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবী ক্রীড়াবিদদের গর্জে উঠতে হবে এই ভারত বিরোধী উগ্রবাদী বাংলাদেশীদের বিরুদ্ধে না হলে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশে মৌলিবাদীরা থাবা বসাবে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

তৃণমূলের বিধায়কদের বাঁকুড়ায় চপ খাওয়ার আমন্ত্রণ বিজেপি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: তৃণমূলের বিধায়কদের বাঁকুড়ায় চপ খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন বিজেপির বিধায়ক নীলাদ্রিশেখর দানা। বুধবার অধিবেশন চলার সময় প্রশ্নোত্তর পর্বে বাঁকুড়ার মুকুটমণিপুরে একাধিক টোল প্লাজাতে পর্যটকদের যে সমস্যা হয়, তা মেটানোর জন্য পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের কাছে অনুরোধ জানান বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা।

পর্যটনমন্ত্রী জানিয়ে দেন, টোল আদায়ের বিষয়টি পরিবহণ দফতরের অধীনে পড়ে। তবুও যেহেতু পর্যটকদের বিষয় সেখানে জড়িত রয়েছে, তা নিয়ে তিনি কথা বলবেন। এর পরই বিজেপির বিধায়কের কাছে চপ খাওয়ার আবদার জানান মন্ত্রী। সেই সুরে সুর মিলিয়ে ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়, অরূপ বিশ্বাসরাও একই আবদার করেন বিজেপির বিধায়কের কাছে। বিজেপির বিধায়কও সবাইকে বাঁকুড়ায় আসার আমন্ত্রণ জানান। পরে নীলাদ্রিশেখর দানা জানান, 'বাঁকুড়ার মানুষ খেতে এবং খাওয়াতে খুবই ভালবাসে। শাসক দলের বিধায়ক, মন্ত্রী তাঁরা যদি বাঁকুড়ায় আসেন তাহলে বাঁকুড়ার মানুষ অবশ্যই তাঁদের স্বাগত জানাবেন। বাঁকুড়ায় মানুষ চপ, মুড়ি খেতে খুবই ভালোবাসে। সারাদিনে একবার এই খাদ্য না খেলে তাঁদের খাদ্য তালিকা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। একইসঙ্গে পোস্ত এবং বিউলির ডাল খেতেও বাঁকুড়ার মানুষ ভালোবাসে। আমি নিজে রান্না করতে বেশ ভালোবাসি। তাঁরা যদি আসেন, তাহলে সেটা আরও ভালভাবে অনুশীলন করা যাবে।'

দোকানের সামনে টোটো রাখাকে কেন্দ্র করে গুলি চালানোর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: দোকানের সামনে টোটো পার্কিং করাকে কেন্দ্র করে বচসা,আর তার জেরেই গুলি চালানোর অভিযোগ। বুধবার রাতে এই ঘটনাটি ঘটেছে জামুড়িয়ায়। অভিযোগ গুলি চালানোর ঘটনায় অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন শিবনাথ পাল নামে এক যুবক।

জানা গিয়েছে, জামুড়িয়ার বিজয়নগরে নিশীথ পাল নামে এক ব্যক্তির বাড়ি আর বাড়ির সামনে তারই ছেলে শিবনাথের ছাতুর শরবতের দোকান। সেই দোকানের কাছে টোটো পার্কিং করেছিল জামবাদ খনি এলাকার বাসিন্দা টোটো চালক পরেশ ঘোষ। গাড়ি রাখাকে কেন্দ্র করে বাবা নিশীথ ও ছেলে শিবনাথের সঙ্গে বচসায়

জড়ান টোটো চালক পরেশ। হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে। এরপরই ওই টোটোচালক তাঁর স্থানীয় এক বন্ধুকে ডেকে নিয়ে আসেন বলে অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত বচসার সাময়িক ভাবে মীমাংসা হলেও ওই টোটোচালক নিশীথ পাল ও তাঁর ছেলেকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেন বলে অভিযোগ।

অভিযোগ, এর কিছুক্ষণ পরে টোটোচালক ফিরে এসে দোকানে থাকা শিবনাথকে লক্ষ্য করে গুলি চালান। একটি গুলি লাগে ছাতুর শরবত বানানোর পাত্রে। অন্যটি কানের পাশ হয়ে চলে যায়। দু' রাউন্ড গুলি চলে বলে অভিযোগ। এই ঘটনার সমস্ত বিবরণ জানিয়ে আক্রান্তরা জামুড়িয়া থানার কেন্দা ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ একটি গুলির খোল উদ্ধার করে। অভিযোগের ভিত্তিতে ওই টোটোচালকের বন্ধু সাগর পালকে পুলিশ আটক করেছে বলে পুলিশি সূত্রের খবর। মূল অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

কৃষকদের জন্য সুসজ্জিত ট্যাবলোর সূচনা বর্ধমানে

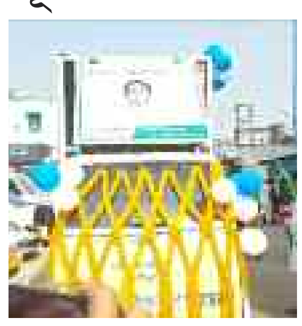

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ফসলের ক্ষতির হাত থেকে কৃষিকদের বাঁচাতে বর্ধমান জেলা পরিষদের দপ্তর থেকে বৃহস্পতিবার দুপুরে একটি সুসজ্জিত ট্যাবলোর শুভ সূচনা করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার।

এদিন জেলাপরিষদের সভাধিপতি জানিয়েছেন, একটি ট্যাবলো উদ্বোধন হয়েছে। মূলত শস্যবিমার প্রতি কৃষকদেরকে উৎসাহিত করার জন্য ট্যাবলোর মাধ্যমে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ট্যাবলোটি বিভিন্ন বিভিন্ন ব্লকে ব্লকে ঘুরবে। সেখানে সমস্ত ডিসপ্লে আকারে বোর্ড লাগানো আছে। কী ভাবে তাঁরা দরখাস্ত করবেন, কী সুবিধা পাবেন, কোন কোন ক্ষেত্রে চাষিরা সুবিধা পেতে পারেন এবং কী ভাবে পাবেন সমস্ত নির্দেশিকা দেওয়া থাকবে ওই ট্যাবলোর মধ্যে। এটা বর্ধমানের ২৩ টি ব্লকের মধ্যে ঘুরে চাষিদের সজাগ করবে এবং প্রত্যেকটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যাবে। সেখানেও মানুষদেরকে সজাগ করবে।

১৭ দিন পর সুড়ঙ্গ থেকে উদ্ধার

হুগলির যুগলের ফের কাজে যোগের ইচ্ছাপ্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: উত্তরকাশীর সিল্কিয়ারা বারকোট সুড়ঙ্গ থেকে সুস্থ শরীরে উদ্ধার হয়েছেন ৪১ শ্রমিক। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন জেলার ২ জন। হুগলির পুরশুড়ার বাসিন্দা জয়দেব প্রামাণিক ও সৌভিক পাখিরা। দু'জনেই পাশাপাশি দুই গ্রামের বাসিন্দা। জয়দেবের বাড়ি নিমডাঙি এবং সৌভিকের বাড়ি হরিণখোলায়। দু'জনেই এখন গ্রামের সকল মানুষের কাছে পরিচিত দু'টি নাম। কারণ গোটা দেশের পাশাপাশি গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষ চেয়েছিলেন গ্রামের ছেলে সুস্থভাবে বেঁচে ফিরুক।

নিজের গ্রাম নিজের রাজ্য ছেড়ে ভিন রাজ্যে কাজে যেতে হয়েছিল দু'জনকে। এঁদের মধ্যে জয়দেব কাজ করছিলেন প্রায় এক বছর ধরে। মাত্র ১৯ বছরের ছেলেটি মাসিক ১২ হাজার টাকা বেতনে চাকরিতে যোগ দেন উত্তরকাশীর ওই নির্মাণ সংস্থায়। উচ্চমাধ্যমিক পড়া শেষ করে ভর্তি হয় আইটিআই কোর্সে। আইটিআই শিখে সেখান থেকেই চাকরির জন্য পাড়ি দেওয়া ভিন রাজ্যে। প্রতিমাসে নিজের বেতনের থেকে পাঁচ থেকে আট হাজার টাকা পাঠাতে হত। বাকি সামান্য টাকায় নিজের দিন গুজারান।

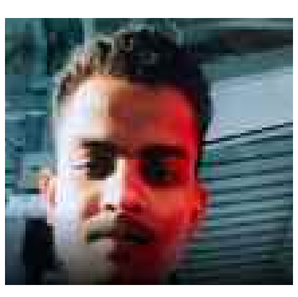

হরিণখোলার সৌভিক পাখিরাও লকডাউনের পর যোগ দেন কাজে। বছর ২৪-র সৌভিক পড়াশোনায় ছোট থেকেই মেধাবী। উচ্চমাধ্যমিকে সায়েন্স নিয়ে পড়ার পর, পলিটেকনিক পরীক্ষা দিয়ে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজে। করোনার জন্য অনেকদিন বাড়িতে বসেছিলেন সৌভিক। পরবর্তীতে সিল্কিয়ারা নির্মাণ সংস্থায় তাঁর কাজের সুযোগ আসে। বছর খানেক আগে সেখানে কাজে যোগ দেন। মাত্র কুড়ি হাজার টাকা বেতনে এতদিন কাজ করছিলেন।

মাত্র কয়েক হাজার টাকা বেতনের জন্য নিজের গ্রাম, নিজের পরিবার সব ছেড়ে ভিন রাজ্যে পরিশ্রম করছিলেন রোজগারের তাগিদে। জীবনের কঠিন পরীক্ষা দিতে গিয়ে এত বড় সাহসের পরিচয় দিতে হবে, তা তাঁরা কেউই বুঝতে পারেননি। সুড়ঙ্গের মধ্যে হঠাৎ বিপর্যয় ফেলে দেয় তাঁদের আরও কঠিন পরীক্ষার মুখে। টানা ১৭ দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে অবশেষে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এসেছে ৪১ জনের দল। তবে বাংলা মায়ের দামাল ছেলেদের শিরা উপশিরায় মৃত্যু ভয়ের হিমস্রোত বয়ে গেলেও শিরদাঁড়া সোজা করেই এখনও জীবনের লড়াই লড়তে চান। সেই কারণেই সুড়ঙ্গ থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেও বাড়ি না ফিরে আবার তাঁরা ফিরতে চান নিজেদের কাজে।

বকেয়া টাকার দাবিতে শাহকে চিঠি তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাংলার মানুষের ১০০ দিনের টাকা ও বাড়ি আটকে রেখেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এই অভিযোগ বারবার করতে দেখা গিয়েছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে। এবার ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে রাজ্য তৃণমূল যুব কংগ্রেসের নির্দেশে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি সহ সকলে অসংখ্য চিঠি অমিত শাহর দপ্তরে পাঠাল। এদিন পোস্ট অফিসে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কর্মীদের নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে চিঠি পাঠালেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুব্রত দত্ত।

এই বিষয়ে সুব্রত দত্ত জানান, কেন্দ্রীয় সরকার দীর্ঘদিন ধরে ১০০ দিনের কাজের টাকা এবং আবাস যোজনার টাকা আটকে রেখেছে, যার কারণে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বাংলার খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষদের। সেই টাকা আদায় করতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এই চিঠি পাঠানো হল।

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রেজিস্টার্ড ডাকে এ/ডি সহ প্রেরিত বন্টন ব্যর্থ হওয়ায় বিজ্ঞপ্তির দ্বারা অবগত করা হচ্ছে
রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪ ০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
দাবি নোটিশ

১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

RC/60/2023 **28.11.2023**

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
শ্রীমতি পুতুল ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য

প্রতি
(সিডি ১) শ্রীমতি পুতুল ভট্টাচার্য, পিতা প্রয়াত হরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, সাকিন- ব্লক -সি, ফ্ল্যাট নং : এ ৫ম তল, বিডি-১৬০, কমল পার্ক (কেষ্টপুর) কলকাতা -৭০০১০১, কর্মরত লাভের জন্য -নবাবগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়, ১৬৯এ, আনন্দমঠ, পো- ইছাপুর নবাবগঞ্জ, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১২৫।
(সিডি ২) শ্রী আশিস চক্রবর্তী, পিতা শ্রী মণীলাল চক্রবর্তী, উত্তর বীরেশপল্লি, পো- মধ্যমগ্রাম, থানা-বারাসত, কলকাতা- ৭০০১২৯।

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **TA/1142/2017** অনুযায়ী পরিমাণ **১০,৬৪,১৮২.০০ টাকা (দশ লাখ চৌষট্টি হাজার একশ বিরাশি টাকা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ **১২.৭৫** শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক **১৮.০৩.২০১৩** থেকে সমুদয় শুল্ক **১৩০০০ টাকা (তেরো হাজার টাকা)** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/ সম্পূর্ণ/সীমিত)।
২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **২৯.০১.২০২৪** তারিখে সকাল ১০.৩০টায় পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
(ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
(খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : ২৮.১১.২০২৩

স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
ভারত সরকার
অর্থমন্ত্রক, শিলিগুড়ি - ১

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

ফর্ম বি
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১২ অধীনে) **নমন ইস্পাত প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য**

ক্রম নং	বিবরণাদি	বিস্তারিত
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	নমন ইস্পাত প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	০৯/০২/২০০৫
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	কোম্পানি রেজিস্ট্রার, কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U27109WB2005PTC101589
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	২৩৫/২এ, এ জে সি বোস রোড, ৪র্থ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০২০
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সম্পাপ্তির তারিখ	২২.১১.২০২৩
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর আনুমানিক তারিখ	২৩.১১.২০২৩ (২৯.১১.২০২৩ তারিখে অর্ডার গৃহীত)
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর	সারিকা জৈন রেজি. নং - IBBI/IPA-001/IP-P-02666/2022 2023/14071
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	এ৫/২, কালিন্দি হাউসিং এস্টেট, একতলা, কালিন্দি ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের নিকট, উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৮৯ jsarika2750@gmail.com
১০.	লিকুইডেটরের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	এএএ ইনসলভেন্সি পেশাদার এলএলপি, ১৫বি, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, মৌসুমী অ্যাপার্টমেন্টস, একতলা, কলকাতা- ৭০০০১৯ Raghav.cirp.2022@gmail.com jsarika2750@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	২৩.১২.২০২৩

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে নমন ইস্পাত প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার ২৩.১১.২০২৩ তারিখে।
নমন ইস্পাত প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ২৩.১২.২০২৩ তারিখে লিকুইডেটরের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

সারিকা জৈন
তারিখ এবং স্থান : ০১.১২.২০২৩ কলকাতা
IBBI/IPA-001/IP-P-02666/2022 2023/14071
AFA: AA1/13677/02/300524/105783 বৈধ ৩০.০৫.২০২৩ পর্যন্ত

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা বিষয় সম্পর্কিত
এবং
২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) অধীন বিষয় সম্পর্কিত
এবং
দীপমল্লিকা ব্যাপার প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U70109WB2018PTC229233), রেজিস্টার্ড অফিস ৮৫এ, শরৎ বোস রোড, অফিস স্পেস ৩বি, কলকাতা - ৭০০০২৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
....আবেদনকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ১৭ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে '**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**' থেকে '**ঝাড়খন্ড রাজ্যে**'' কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

মেসার্স দীপমল্লিকা ব্যাপার প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
শশাঙ্ক আগরওয়াল
(ডিরেক্টর)
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩০.১১.২০২৩ ডিন : ০১৩৪৯৯৮৯

এসবিআই রাজারহাট টাউনশিপ শাখা (১২৩৮৪)
দশাদ্রোন, রাজারহাট মেইন রোড
কলকাতা - ৭০০১৩৬, পশ্চিমবঙ্গ
সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যারা **এসবিআই রাজারহাট টাউনশিপ শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন **বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/ প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	০৭.১২.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা	২২ ক্যারট	মোট ওজন ১৮.০৯ গ্রাম নিট ওজন ১৬.৩২ গ্রাম	২টি চুড়ি, ১টি হাতের আংটি এবং ৪টি কানের দুল

তারিখ:০১.১২.২০২৩
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ফর্ম জি
ড্রিমভ্যালি প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য
আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
তালিকাভুক্ত মজুত বিনিয়োগ এবং পরিচালন, শাইলা টাওয়ার, ৯ম তল, রুম নং ৮০৩বি, কেবিন নং এজে১/১৬, ইপি ব্লক, সল্টলেক, সেক্টর - V, কলকাতা - ৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	প্যান/সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	ড্রিমভ্যালি প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড CIN : U45208WB2009PTC133164
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	শাইলা টাওয়ার, ৯ম তল, রুম নং ৮০৩বি, কেবিন নং এ. জে১/১৬, ইপি ব্লক, সল্টলেক, সেক্টর - V, কলকাতা - ৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	কোনো স্থায়ী সম্পদ নেই
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	নেই
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	নেই
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : **dreamvalley.cirp@gmail.com**
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : **dreamvalley.cirp@gmail.com**
১০	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	১৬ ডিসেম্বর ২০২৩
১১	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৮ ডিসেম্বর ২০২৩
১২	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	২৩ ডিসেম্বর ২০২৩
১৩	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	২৮ ডিসেম্বর ২০২৩
১৪	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	২ জানুয়ারি ২০২৪
১৫	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
১৬	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	**dreamvalley.cirp@gmail.com**

তারিখ : ০১.১২.২০২৩
স্থান : কলকাতা
ড্রিমভ্যালি প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড'এর পক্ষে
নীরজ কেজরিওয়াল
প্রস্তাব পেশাদার
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-001/IP-P00392/2017-2018/10710
এএফএ বৈধ ২৫.০৯.২০২৪ পর্যন্ত
রেজিস্টার্ড ঠিকানা : পি-১৭৮, সিআইটি স্কিম ৬ এম, ফুলবাগান, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৫৪

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা বিষয় সম্পর্কিত
এবং
২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) অধীন বিষয় সম্পর্কিত
এবং
গোপালপুরম টাওয়ার প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U70109WB2018PTC229224), রেজিস্টার্ড অফিস ৮৫এ, শরৎ বোস রোড, অফিস স্পেস ৩বি, কলকাতা - ৭০০০২৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
....আবেদনকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ১৭ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে '**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**' থেকে '**ঝাড়খন্ড রাজ্যে**'' কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

মেসার্স গোপালপুরম টাওয়ার প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
শশাঙ্ক আগরওয়াল
(ডিরেক্টর)
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩০.১১.২০২৩ ডিন : ০১৩৪৯৯৮৯

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা বিষয় সম্পর্কিত
এবং
২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) অধীন বিষয় সম্পর্কিত
এবং
গোপালপুরম কমপ্লেক্স প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U70109WB2018PTC229115), রেজিস্টার্ড অফিস ৮৫এ, শরৎ বোস রোড, অফিস স্পেস ৩বি, কলকাতা - ৭০০০২৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
....আবেদনকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ১৭ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে '**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**' থেকে '**ঝাড়খন্ড রাজ্যে**'' কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

মেসার্স গোপালপুরম কমপ্লেক্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
শশাঙ্ক আগরওয়াল
(ডিরেক্টর)
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩০.১১.২০২৩ ডিন : ০১৩৪৯৯৮৯

যুনিয়ন বৈংক অফ ইন্ডিয়া / Union Bank of India
(A Govt. of India Undertaking)

রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার
দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩২১৬, ফোন : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

১৯.১২.২০২৩ তারিখে অস্থাবর সম্পদ/ভেহিকেল বিক্রির জন্য পাবলিক নোটিশ

ক্র. নং	শাখার নাম, যোগাযোগের ব্যক্তি ফোন নম্বর এবং ইমেল আইডি জামিন অধীনে ঋণদাতার অ্যাকাউন্ট নং এবং আইএফএস কোড	ঋণগ্রহীতার নাম	ভেহিকেলের বিস্তারিত	দায়বদ্ধতা	ক. সংরক্ষিত মূল্য খ. ইএমডি গ. বিড বৃদ্ধি	অকশনের তারিখ ও সময় / যানবাহন পরিদর্শনের তারিখ	অকশনের ধরন এবং অকশনের স্থান
১.	ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া - পুরুলিয়া শাখা (৬২০০০) **ঠিকানা :** ক্রিং প্লাজা, বি টি সরকার রোড (টাটা রোড), কুকস কম্পাউন্ড মোড়, পো- পুরুলিয়া, জেলা-পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ ইমেইল আইডি : **purulia@unionbankofindia.com** এ/সি নং ৬২০০০১৯৮০০৫০০০০ এ/সি নাম : **ইনওয়ার্ড আরটিজিএস** আইএফএস কোড : **UBIN0562009** শাখা : **পুরুলিয়া শাখা**	**ঋণগ্রহীতা :** শ্রীমতি সঞ্চিতা শ্রীবাস্তব	রেজিস্ট্রেশন নং : **ডব্লুবি ৫৫এ৬১৮১** রেজিস্ট্রেশন তারিখ : **০৮.০৮.২০১৭** মডেল : **টাটা এক্সেনন যোধা পিকআপ বিএসআইভি** বর্ষ : **২০১৭** ইঞ্জিন নং : **এএ১২০৬৪৭৬৫৮** চেসিস নং : **এমএটি৪৬৪৬০২এইচএসডি০৩৮৩০**	২,১৯,৫৭৬.৫৪ টাকা ২১.১১.২০২৩ অনুযায়ী এবং সুদ ব্যয় সহ	ক) ৩,৪৩,০০০ টাকা খ) ৩৪,৩০০ টাকা গ) ৫০০০ টাকা	১৯.১২.২০২৩ সময় : বেলা ১২.৩০ থেকে বেলা ১.৩০টা পর্যন্ত সম্প্রসারণ ব্যতীত। / ১৮.১২.২০২৩ সময় : বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৫টা পর্যন্ত	নিলামের পদ্ধতি: **সরাসরি নিলাম** নিলামের স্থান : **পুরুলিয়া শাখা** যোগাযোগের ব্যক্তি: **শাখা প্রধান শ্রী বিনোদ কুমার দাস** মো : ৬২০১৫৩০১৫৬ ইমেল : **purulia@unionbankofindia.com**
২.	ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া : **বাঁকুড়া মেন ব্রাঞ্চ (৬০৮৪০)** **ঠিকানা :** ১৯৪/১, নতুনগঞ্জ,পো -বাঁকুড়া, জেলা-বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ। ইমেল আইডি : **bankura@unionbankofindia.com** এ/সি নং : ৬০৮৪০১৯৮০০৫০০০০ এ/সি নাম : **ইনওয়ার্ড আরটিজিএস** আইএফএস কোড : **UBIN0560847** শাখা : **বাঁকুড়া মেন শাখা**	**ঋণগ্রহীতা :** শ্রী অরূপ ঘোষ পিতা সুভাষ ঘোষ	মডেল : **টাটা এস ম্যাজিক ফেসলিফট এইচটি বিএস ৩** বর্ষ : **২০১৬** ইঞ্জিন নং : **২৭৫১০৬.জিটিওয়াইএস৭৭০০৪,** চেসিস নং: **এমএটি৪৪৫৫০১জিভিজি৩৩৯৩৯** রেজিস্ট্রেশন নং: **ডব্লুবি ৬৭বি২১৫১**	৩,৭১,৫৫৫.৫১ টাকা ২১.১১.২০২৩ অনুযায়ী সুদ এবং ব্যয় সহ	ক) ১,৫৮,০০০ টাকা খ) ১৫,৮০০ টাকা গ) ৫০০০ টাকা	১৯.১২.২০২৩- সময় : : বেলা ১২.৩০ থেকে বেলা ১.৩০ টা পর্যন্ত সম্প্রসারণ ব্যতীত। / ১৮.১২.২০২৩ সময় : বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৫টা পর্যন্ত	নিলামের পদ্ধতি: **সরাসরি নিলাম** নিলামের স্থান : **বাঁকুড়া মেন শাখা** যোগাযোগের ব্যক্তি: **শাখা প্রধান শ্রী অরিজিৎ মুখার্জি** মো : ৭৯০৮২৯০৯৫৯ ইমেল : **bankura@unionbankofindia.com**

বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলীর বিবরণ :
- অকশন বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত তারিখ, স্থান এবং সময়ে সর্বজনীন নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় অনুষ্ঠিত হবে।
- উপরের অস্থাবর সুরক্ষিত সম্পদগুলি 'যেখানে যেমন আছে', 'যা আছে যেমন আছে' এবং ' সেখানে যা কিছু আছে' শর্তে বিক্রি করা হবে।
- সুরক্ষিত ক্রেডিটর/ব্রাঞ্চ ম্যানেজার তৃতীয় পক্ষের দাবির জন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবেন না।
- দরদাতাদের তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে তদন্ত করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
- ইচ্ছুক দরদাতাকে রিজার্ভ মূল্যের ১০% বায়না অর্থ জমা হিসাবে এনইএফটি/আরটিজিএস আকারে উপরে উল্লিখিত বিশদ বিবরণে বা ডিমান্ড ড্রাফ্ট-ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, **পুরুলিয়া ব্রাঞ্চ/বাঁকুড়া মেন ব্রাঞ্চ সন্ধে ৬.০০টার মধ্যে ১৮.১২.২০২৩** তারিখ বা এর আগে সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদেয় বা একটি লিখিত রসিদ পেতে।
- যার দর গৃহীত হবে তাকে বিক্রয়ের তারিখ থেকে ৩ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ অর্থ জমা দিতে হবে এবং তারপরে যে দরপত্র গৃহীত হয়েছে তার পক্ষে বিক্রয় নিশ্চিত করতে হবে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত অর্থ প্রদান না করা হলে বিড পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করার সম্পূর্ণ অধিকার ব্যাঙ্কের রয়েছে।
- ব্যাঙ্কের যে কোনো সময়ে অকশন বাতিল করার অধিকার রয়েছে।
- বিড ফর্ম পূরণ করার সময় দরদাতার সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা তাদের পরিচয় প্রমাণ এবং প্যান কার্ড অবশ্যই দিতে হবে।
- একক দর প্রাপ্তির ক্ষেত্রে, একমাত্র দরদাতাকে সফল দরদাতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে।
- একবার বিড করলে তা বাতিল বা প্রত্যাহার করা হবে না। এইভাবে ঘোষিত সফল দরদাতাকে ডিডি/আরটিজিএস/এনইএফটি/ইন্টারনেট ট্রান্সফার/চেক সাপেক্ষে সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্য (ইএমডি সহ) জমা দিতে হবে, আদায়, বিক্রয়ের তারিখ থেকে ৩ দিনের মধ্যে বা লিখিতভাবে সম্মত হওয়া বর্ধিত সময়ের মধ্যে সাপেক্ষে।
- পেমেন্ট সাপেক্ষে বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার পরে বিক্রয়কৃত সম্পদটি সফল দরদাতার কাছে সরবরাহ করা হবে যেখানে শর্ত রয়েছে পরিবহনের জন্য আইনি চার্জ, স্ট্যাম্প শুল্ক, নিবন্ধন চার্জ এবং প্রযোজ্য পণ্য ও পরিষেবা কর সফল দরদাতা দ্বারা বহন করতে হবে।
- যদি দরদাতা/হাইপোথেকেটার ব্যাংক কর্তৃক চূড়ান্ত বিড গৃহীত হওয়ার পূর্বে বাজেয়াপ্তকরণ এবং সর্বজনীন অকশন পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যয় সহ সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান করে, ব্যাঙ্ক অকশন বিক্রয় বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
- অসফল দরদাতারা যারা ইএমডি জমা করেছেন তারা বিক্রয় নিশ্চিতকরণের সাথে সাথে কোনো সুদ ছাড়াই একই অর্থ ফেরত পাওয়ার অধিকারী হবেন।
- পাওয়া তথ্য এবং জ্ঞানের সর্বোত্তমভাবে, সম্পদের উপর কোন দায় নেই। যাইহোক, ইচ্ছুক দরদাতাদের দায়বদ্ধতা, শিরোনাম সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন তদন্ত করা উচিত।
- সম্পদ অকশনে রাখা এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/বকেয়া, তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে যাচাই করতে হবে, পরবর্তীতে পাওয়া ভুল তথ্যের জন্য ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।
- অকশনের বিজ্ঞাপনটি সম্পদ বিক্রি করার জন্য ব্যাংকের কোনো প্রতিশ্রুতি বা কোনো প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং বিবেচিত হবে না। ব্যাঙ্ক এর কারণ না দেখিয়ে অকশন বাতিল করার অধিকার আছে
- সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচ্য ব্যাঙ্কের বকেয়া বরাদ্দের জন্য একচেটিয়াভাবে উপলব্ধ থাকবে এবং এটি সমস্ত বকেয়া এবং অন্যান্য বকেয়া যদি থাকে তবে এর দায়-দায়িত্ব ব্যতীত, যার সবকটিই প্রস্তাবিত ক্রেতাকে তার নিজস্ব উৎস থেকে পরিশোধ করতে হবে/নিষ্পত্তি করতে হবে।
- দরদাতাকে নিলামের কার্যবিবরণীতে স্বাক্ষর করতে হবে।
- হাইপোথেকার কোনো ত্রুটির জন্য ব্যাংক দায়ী বা দায়বদ্ধ থাকবে না এবং এর কোনো ওয়ারেন্টি নেই।

তারিখ: ০১.১২.২০২৩
স্থান : দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সমতা কো-অপারেটিভ ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লি., করুণাময়ী ব্রাঞ্চ
করুণাময়ী কমিউনিটি সেন্টার-তথা-কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স,
(২য় তল), ব্লক - ইডি, সেক. II, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন : (০৩৩) ২৩৫৮ ৩৮৮২/৩৮৮৩

২০০২ সালের সারফেসি আইন ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধাদি বকেয়া পরিমাণ মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্টিং নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটিইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেসট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে জ্ঞাত শেষ ঠিকানায় পাঠানো হয়, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে আসায় সংশ্লিষ্ট নোটিশ দ্বারা অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১	**মেসার্স খান এন্টারপ্রাইজ এবং ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন** স্বত্বা **মহিদুল খান** গ্রাম - অমরাবেরিয়া, পো. ধালিরবাটি, থানা - ক্যানিং, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩৩২৯ **ক্যাশ ক্রেডিট এ/সি নং সিআর-২৯১**	**তপশিল "সি" অংশ -১** (অনুগ্রহ করে সমুদয় দায়বদ্ধ সম্পত্তিসমূহ অর্থাৎ চলতি সম্পদ -মজুত, বুক ঋণ, আদায়যোগ্য, পণ্য এবং স্পেয়ার এবং দায়বদ্ধ অস্থাবর প্ল্যান্ট এবং মেসিনারি ইত্যাদি যেমন নথিতে উল্লিখিত (তপশিল "বি") চলতি সম্পদ -মজুত, বুক ঋণ ইত্যাদি উল্লেখকরণ। দায়বদ্ধ অস্থাবর সম্পদ -মজুত এবং বুক ঋণ সহ, **অংশ -২** (অনুগ্রহ করে ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তি যা বন্ধক নথি/দলিল) (তপশিল "বি") অনুযায়ী দাখিলকৃত তার উল্লেখ করুন। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ৫ শতক বা ৩ কাঠা কমবেশি, মৌজা - বাহিরস র্বমঙ্গলা, জেএল নং ৪২, সাবেক খতিয়ান নং ২৪৭, এলআর খতিয়ান নং ২৫/৮, এবং ১৯/৮, বর্তমানে এলআর খতিয়ান নং ৯৬১৫(পর্চা অনুযায়ী), সাবেক দাগ নং ২৭১৭, ২৭১৮ এবং ২৭২২, এলআর দাগ নং ১৫২৩৭, ১৫২৩৬, ১৫২৪১ অবস্থিত হোল্ডিং নং ১৩১ (বর্তমানে হোল্ডিং নং ১৭৫), রসিকপুর, ওয়ার্ড নং ৩, বর্ধমান পুরসভা অধীন, থানা- বর্ধমান, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩১০১, দলিল নং ১-৭৩৩১, ভলুম নং ২১১, পৃষ্ঠা ১৯৫ থেকে ২০০- ১৯৯৯ সালের। এডিএসআর-মানকর। **সম্পত্তি শেখ নাসির মহম্মদ**, পিতা ফকির মহম্মদ এর নামে।	**১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ১৪.১১.২০২৩ এনপিএ তারিখ ০৫.০৬.২০২৩**	**২০,২৬,৫৪৬.৯৮ টাকা** (কুড়ি লাখ ছাব্বিশ হাজার পাঁচশ ছেচল্লিশ টাকা এবং আটানব্বই পয়সা) টাকা ৩১.১০.২০২৩ অনুযায়ী এবং ৩১.১০.২০২৩ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত অনাদায়ী সুদ সহ। চুক্তি মোতাবেক হারে উল্লিখিত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থা বিকল্প হিসেবে নোটিশ পেরণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে ৬০ দিন অতিক্রান্তে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) সংস্থান অধীনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ০১.১২.২০২৩
স্থান : করুণাময়ী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
অনুমোদিত অফিসার
সমতা কো-অপারেটিভ ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লি.

চাঁচলের তৃণমূল বিধায়কের ফেসবুক হ্যাকের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার চাঁচলের তৃণমূল বিধায়কের ফেসবুক হ্যাক করার অভিযোগ। পুরো বিষয়টি নিয়ে মালদার ইংরেজবাজারের সাইবার ক্রাইম থানায় তৃণমূল বিধায়ক নিহার ঘোষ লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে মালদার সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ।

যদিও এই মুহূর্তে শীতকালীন বিধানসভার অধিবেশনে কলকাতায় রয়েছেন চাঁচলের তৃণমূল দলের বিধায়ক নিহার ঘোষ। কিন্তু কলকাতায় যাওয়ার আগেই ২৯ নভেম্বর বুধবার সাইবার ক্রাইম থানায় বিধায়ক নিজেই তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়ে যাওয়ার বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। বিধায়ক নিহার ঘোষের দাবি, তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্টটি

তিনি খুব কম ব্যবহার করেন। শুধুমাত্র দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির বিভিন্ন বার্তা দেওয়া প্রচার এবং রাজ্য সরকারের উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ডের বিষয়গুলি ফেসবুকে পোস্ট করেন। কিছুদিন ধরে বিধায়কের নিজস্ব নামের ফেসবুক থেকেই বিভিন্ন ধরনের জমি, বাড়ি, গাড়ি, বিক্রয় কেন্দ্র সংক্রান্ত বিষয়ের পাশাপাশি এমনকি কাজের সন্ধান মূলক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে একের পর এক পোস্ট উঠে আসছিল। যা দেখা যাচ্ছিল বিধায়কের নিজস্ব ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকেই এই পোস্ট করা হচ্ছে। এরপরই পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরেই পুলিশ ও প্রশাসনের দ্বারস্থ হন বিধায়ক নিহার ঘোষ।

যদিও এই ঘটনার পিছনে বিরোধীদের চক্রান্ত রয়েছে কিনা সে ব্যাপারে অবশ্য কোনও অভিযোগ করেননি তৃণমূল বিধায়ক নিহার ঘোষ। তিনি বলেন, 'আজকের সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে যে ধরনের সাইবার ক্রাইম ঘটছে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমি পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি।'

উল্লেখ্য, গত বিধানসভার নির্বাচনে চাঁচলের কংগ্রেস গড় ভেঙে বিধায়ক হন তৃণমূল প্রার্থী নিহার ঘোষ। বিগত দিনে নিহার ঘোষ ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান পদও সামলেছেন। এমনকি ইংরেজবাজার বিধানসভার বিধায়কও ছিলেন। তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি জানিয়েছেন, 'ঘটনাটি শুনেছি। বিষয়টি নিয়ে বিধায়ক নিহারবাবু সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।'

ইছামতি চর দখল করে যত্রতত্র বিল্ডিং নির্মাণ, বন্ধের উদ্যোগ প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বসিরহাট শহরের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ঐতিহ্যবাহী ইছামতি নদী। সেই নদীর চর দখল করে চলছে অবৈধ নির্মাণ। বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন এলাকার মানুষ ও পরিবেশ প্রমীরা। অভিযোগ জমা পড়তেই অবৈধ নির্মাণ বন্ধে উদ্যোগী হল প্রশাসন ও বসিরহাট পুরসভা।

নদীর নব্যতা হারিয়ে চরিত্র বদল ঘটছে। ফলে এক পাড় ভাঙছে আর এক পাড় গড়ছে। আর ঠিক সেই সুযোগে বসিরহাটের রেজিস্ট্রি অফিস মোড় চত্বরে ইছামতির চর দখল করে ঝাঁ চকচকে চারতলা বিল্ডিং বানাচ্ছে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী। ফলে ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের মুখে পড়তে পারে শহর বসিরহাট এমনটাই আশঙ্কা পরিবেশবিদদের। গগনচুম্বী এই নির্মাণগুলি নদীর চরে গড়ে ওঠায় চিন্তার ভাঁজ এলাকাবাসীদের মধ্যেও। বিষয়টি নিয়ে বসিরহাটের মহকুমা শাসক আশিস কুমার বলেন, বিষয়টি নিয়ে একটি অভিযোগ হয়েছে। অবিলম্বে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। দোষী প্রমাণিত হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যদিও অবৈধ বিল্ডিং নির্মাণ যিনি করেছেন সেই ভোলা ঘোষ ক্যামেরার সামনে কিছু বলতে চাননি। সুন্দরবন নদী বাঁধ ও জীবন জীবিকা রক্ষা কমিটির কার্যকরী সভাপতি অজয় বাইন বলেন, এরকম ভাবে নদীর চর দখল করে অবৈধ নির্মাণ হলে আগামীতে নদীর পাড় ভেঙে শহর তথা সেতু বিপদের মুখে পড়তে পারে। এতে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হতে পারে। ফলে, একদিকে পরিবেশ দূষণ অন্যদিকে বসিরহাট শহর যেকোনো সময় জলের তলায় চলে যাবে। পাশাপাশি বসিরহাট পুরসভার উপ-পুরপ্রধান সুবীর সরকার বলেন, নির্দিষ্টভাবে পুরসভার কাছে কোনও অভিযোগ হয়নি। পেলে আমরা বিশেষ কমিটি করে তদন্ত শুরু করব। আগামী বোর্ড মিটিংয়ে এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। কোনও বেআইনি কাজ বরদাস্ত করা যাবে না।

বাঁশে ঢালাই করে অঙ্গনওয়াড়িতে সোকপিট ঢাকার চেষ্টার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রডের বদলে বাঁশের বাতা দিয়ে ঢালাই করে আইসিডিএস কেন্দ্রের সোকপিট ঢাকা দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ ঠিকাদারের বিরুদ্ধে। এই ঘটনা গ্রামবাসীদের নজরে আসতেই শোরগোল পড়ে যায়। বিরোধীদের দাবি, সর্বক্ষেত্রে যে কাটমানি আর চুরি চলছে, এই ঘটনা তারই আর একটি উদাহরণ। ঘটনা বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের সাগরমেজে গ্রামের।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অ্যাস্টিমেটে রীতিমতো রড দিয়ে ঢালাই করে সোকপিটের ঢাকনা তৈরির কথা ছিল বলে দাবি। অভিযোগ, বাস্তবে অ্যাস্টিমেটের রড গায়েব। গ্রামবাসীরা দেখেন রাতারাতি বাঁশের বাতা দিয়ে ঢালাই করে সোকপিট ঢাকা দিচ্ছেন ঠিকাদার। বিষয়টি নজরে আসতেই শুরু হয় শোরগোল। স্থানীয় পঞ্চায়েতকে খবর দিতেই পঞ্চায়েত ওই কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দেয়।

সম্প্রতি স্বচ্ছ ভারত মিশন গ্রামীণ প্রকল্পে বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের লেগো গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় ৭০টি টিউবয়েলের পাশে ঢাকা দেওয়া সোকপিট তৈরির উদ্যোগ নেয় লেগো গ্রাম পঞ্চায়েত। প্রতিটি সোকপিটের জন্য বরাদ্দ হয় ২৫ হাজার টাকা। অ্যাস্টিমেট অনুযায়ী টিউবয়েলের পাশে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় পাঁচ ফুট গভীর গর্ত খুঁড়ে গর্তের চারিদিক দশ ইঞ্চির গাঁথনি করার কথা। সোকপিটের ওপরের অংশে রড ও সিমেন্ট দিয়ে পাকা ঢাকনা করার কথাও রয়েছে অ্যাস্টিমেটে।

সেপ্টেম্বর মাসে লেগো গ্রাম পঞ্চায়েত টেন্ডার করে বেশ কিছু সোকপিট তৈরির জন্য ঠিকাদারদের বরাত দেয়। টেন্ডারে স্থানীয় নারায়ণ চক্রবর্তী নামের এক ঠিকাদার ৮টি সোকপিট তৈরির বরাত পান। তার মধ্যে একটি হল সাগরমেজে গ্রামের আইসিডিএস কেন্দ্রের টিউবওয়েল সংলগ্ন সোকপিট। ওই সোকপিট তৈরির কাজ শুরু হয়। গ্রামবাসীদের দাবি, কাজ শেষে সোকপিটের ঢাকনা তৈরির সময় তাঁরা দেখেন ঢাকনার ঢালাইয়ে রড ব্যবহারের পরিবর্তে বাঁশের বাতা ব্যবহার করা হচ্ছে। রাতারাতি সেই বাঁশের বাতার ওপর ঢালাইয়ের কাজও করা হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা লেগো গ্রাম পঞ্চায়েতে জানাতেই গ্রামে গিয়ে ওই সোকপিট তৈরির কাজ আটকে দেন পঞ্চায়েত প্রধান। বাঁশ দিয়ে ঢালাই করা ঢাকনার অংশও ভেঙে দেওয়া হয়। বিষয়টি জানানো হয় স্থানীয় বিডিওকেও। স্থানীয় গ্রামবাসীদের দাবি, আইসিডিএস কেন্দ্রে প্রতিদিন গ্রামের শিশুরা খেলা ও লেখাপড়া করে। যেভাবে এই সোকপিটের কাজ করা হচ্ছিল, তাতে যে কোনও দিন বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বিরোধীদের দাবি, এ রাজ্যে সর্বস্তরে চুরি, দুর্নীতি আর কাটমানির রাজত্ব চলছে। এই ঘটনা সেই চুরি, দুর্নীতি আর কাটমানিরই ফলাফল।

রবি ও বোরো চাষে ডিভিসির জল নিয়ে বৈঠকে আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রবি ও বোরো চাষে জল দেবে ডিভিসি। এই বিষয়ে ৫ জেলার আধিকারিকদের নিয়ে পূর্ব বর্ধমানের সার্কিট হাউসে প্রশাসনিক বৈঠক করা হল। ডিভিসিতে পর্যাপ্ত জল না থাকায় গত বছরের তুলনায় এবছরও কম জল ছাড়া হবে বরি ও বোরো চাষে। প্রথম ধাপে জল ছাড়া হবে আগামী ২৬ ডিসেম্বর এবং দ্বিতীয় ধাপে জল ছাড়া হবে আগামী ২৬, ২৭ জানুয়ারিতে। তবে ডিভিসিতে জলের স্তর কম থাকায় চাহিদা অনুযায়ী জল পাওয়া যাবে না বলে জানিয়েছেন ডিভিশন্যাল কমিশনার সুরেন্দর গুপ্তা ও পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাঝি।

বৃহস্পতিবার বর্ধমান সার্কিট হাউসে ডিভিশন্যাল কমিশনার সুরেন্দর গুপ্তা ও পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাঝি সহ পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়ার, বীরভূম, হাওড়া সহ মোট পাঁচটি জেলার উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও জেলা পরিষদের কৃষি আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করা হয়। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এবারের রবি ও বোরো চাষের জন্য মোট জল দেওয়া হবে*১ লক্ষ ৪৪ হাজার একর ফিট।

জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাঝি জানিয়েছেন, গত বছর মোট ৭২ হাজার একরের জন্য জল দিয়েছিল ডিভিসি। এবছর জলের লেবেল কম থাকায় জন্য এবছর জল পাওয়া যাবে ৫০ হাজার একরের মতো। গতবছর শুধু পূর্ব বর্ধমান জেলায় বোরো চাষের জন্য ৪৭ হাজার একর জল পাওয়া গিয়েছিল। এবছর জলের লেবেল কম থাকায় ২৭ হাজার একর জল পাবে পূর্ব বর্ধমান জেলা।

ডিভিশন্যাল কমিশনার সুরেন্দর গুপ্তা জানিয়েছেন, পাঁচ জেলার জেলাশাসক এবং কৃষি আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে কবে থেকে জল ছাড়া হবে এবং কত পরিমাণ জল ছাড়া হবে। তবে গত বছরের তুলনায় এবছর ডিভিসিতে জলের লেবেল কম থাকায় বোরো এবং রবি চাষে জলের পরিমাণ কম পাওয়া যাবে।

খানাকুলের স্কুলের দ্বিতল বিল্ডিং ভগ্নপ্রায়, আতঙ্কে ছাত্রছাত্রী থেকে পরিচালন সমিতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: স্কুলের দ্বিতল বিল্ডিং ভগ্নপ্রায়। বিপদজনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে বিল্ডিং। ছাদ থেকে পাথর খসে খসে পড়ছে। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে জানিয়েও সুরাহা মেলেনি। আতঙ্কে দিন কাটছে স্কুলের শিক্ষক থেকে শুরু করে পরিচালন কমিটির সদস্য ও ছাত্র ছাত্রীদের। এই ঘটনা দেখা যাচ্ছে হুগলির খানাকুলের ঘোষপুর ইউনিয়ন নেতাজি বিদ্যাপীঠে। জানা গেছে, ওই স্কুলের দ্বিতল বিল্ডিংয়ে চারটি করে আটটি ক্লাস রুম রয়েছে। প্রতিটি ক্লাসরুমই ভগ্নপ্রায় ও বিপদজনক হওয়ায় পঠন পাঠন বন্ধ করে দেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ। এমনকী ওই বিল্ডিং দিয়ে বর্তমানে যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিল্ডিং ভেঙে দেওয়ার জন্য এবং নতুন বিল্ডিং তৈরি করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা দপ্তর থেকে শুরু করে খানাকুল ১ নম্বর ব্লকের বিডিও, হুগলি জেলার ডিআই অফিস, আরামবাগের সাংসদ অপূর্ব পোদ্দার সহ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে স্কুলের এই পরিস্থিতি জানানো হয়। কিন্তু কাজের কাজ কিছু না হওয়ায় হতাশ প্রধান শিক্ষক থেকে পরিচালন সমিতির সদস্যরা। স্কুলের ভেতরে বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটে গেলে তার দায় কে নেবে সেই আতঙ্কে ভুগছে সকলেই। ইতিমধ্যেই ব্লক প্রশাসন ও জেলা পিডাব্লুডি দপ্তর থেকে ভগ্নপ্রায় বিল্ডিংটি দেখে যান।

এই দুটি প্রশাসনিক দপ্তরের নির্দেশে বিল্ডিংটি সম্পূর্ণভাবে সিল করে দেওয়া হয়। প্রায় ৫-৬ মাস ধরে বিপদজনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে বিল্ডিং। প্রায় প্রত্যেকদিনই স্কুলের ওই বিপদজনক বিল্ডিংয়ের ছাদ থেকে পাথর খসে করতে থাকে। তাই দিন দিন আরো বিপদজনক হয়ে উঠেছে। ওই ক্লাস রুমগুলিতে প্রথম পাঠান বন্ধ থাকার কারণে বাসের একটি বিল্ডিং এর বারান্দাতে ক্লাস করাতে হচ্ছে শিক্ষকদের। প্রায় সাড়ে তেরোশো ছাত্রছাত্রীর রয়েছে ওই স্কুলে। তাই পঠন-পাঠনের খুব সমস্যা হচ্ছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক অরুণ কুমার মণ্ডল বলেন, প্রশাসনের সব স্তরেই আমরা জানিয়েছি বিল্ডিংটি বিপদজনক বলে। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। ক্লাস বন্ধ রাখতে হয়েছে। যেকোনো সময় ছাদ থেকে পাথর খসে খসে পড়ছে। ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে বারান্দায় ক্লাস করাতে হচ্ছে। আমরা চাই নতুন বিল্ডিং নির্মাণ হোক। দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র আহমেদ খান বলেন, ছাদ খসে পড়ছে, খুব সমস্যায় রয়েছি। আতঙ্কের মধ্যে ক্লাস করতে হচ্ছে। দ্রুত সংস্কার বা নতুন বিল্ডিং হলে ভালো হয়। পরিচালন কমিটির সদস্য লিয়াকত হোসেন বলেন, যেখানে যেখানে জানানো সম্ভব এখানে জানানো হয়েছে। খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ পূর্ণেন্দু ব্যানার্জি বলেন, স্কুলে গিয়ে বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর করা হবে। কোনওভাবেই ছাত্র-ছাত্রীদের ওই বিপদজনক বিল্ডিংয়ে ক্লাস করানো হবে না। দ্রুত বিল্ডিং সংস্কার করার বিষয়ে উচ্চ প্রশাসনকে জানানো হবে। সবমিলিয়ে এখন দেখার ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা স্বার্থে প্রশাসন কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

সহায়ক মূল্যে ধানের দাম-না মেলায় বিক্ষোভ দেখালেন চাষিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান কেনার জন্য প্রতিটি জেলায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও সহায়ক মূল্যে দাম না মেলায় রাস্তায় ধান ছিটিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন চাষিরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে, হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাটোল এলাকায়। বিক্ষোভকারী চাষিদের অভিযোগ, তাদের কাছ থেকে সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান কেনা হচ্ছে না। বিভিন্ন বিক্রয়

কেন্দ্রে গিয়ে চরম হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে। এছাড়াও এক কুইন্টাল ধান বিক্রির জন্য অতিরিক্ত পাঁচ কেজি করে ধান (ধলতা) দিতে হচ্ছে বিক্রয় কেন্দ্রগুলিতে। আর এই ঘটনার প্রতিবাদেই এদিন ভাটোল এলাকার গ্রামীন সড়কে কয়েক কুইন্টাল ধান ছিটিয়ে রীতিমতো বিক্ষোভের সোচ্চার হন চাষিরা। এই বিক্ষোভের কথা জানতে পেরে চরম অস্বস্তিতে পড়ে যায় হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লক কৃষি দপ্তরের কর্তারা। এদিকে এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকার রাইস মিল মালিকদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

এদিন বিক্ষোভকারী চাষি বাসুদেব সাহা, আব্দুল আজিজ, সাইদুল হকদের বক্তব্য, দূর-দূরান্ত থেকে ধান নিয়ে আসার জন্য যথেষ্ট গাড়ি ভাড়া লাগছে। এই ধান বিক্রির ওপর এলাকার চাষিদের রুজি রোজগার নির্ভর করছে। কিন্তু হরিশ্চন্দ্রপুরের এই ভাটোল এলাকার একটি ধান ক্রয় কেন্দ্রের প্রতিদিন সকাল থেকে চাষিদের বসে থাকতে হচ্ছে। নানা অজুহাত দেখিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার ধান ক্রয় কেন্দ্রগুলি হয়রানি করছে। এমনকী ওই ধান ক্রয় কেন্দ্র থেকে কখনও কম্পিউটার খারাপ, আবার কখনো সার্ভার ডাউন বলে অজুহাত দেখানো হচ্ছে। এমনকী, প্রতি এক কুইন্টালে অতিরিক্ত পাঁচ কেজি করে ধান বেশি নেওয়া হচ্ছে।

হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি সঞ্জীব গুপ্তা জানিয়েছেন, তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি চাষিদের জন্য সহায়ক মূল্যে ধান কেনার কথা আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তারপরেও কোথাও কোথাও যদি এই ধরনের অভিযোগ ওঠে তাহলে দলগতভাবে প্রশাসনকে জানানো হবে।

হরিশ্চন্দ্রপুরের ভাটোল এলাকার রাইস মিলের এক ম্যানেজার বাবলু সিংহ জানিয়েছেন, শতাধিক চাষিরা সরকারি সহায়ক মূল্যে ধানের দাম পাচ্ছেন। কিছু মানুষ বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য এই ধরনের অপকর্ম করছে। আমরা বিষয়টি প্রশাসনকে জানিয়েছি। যে অভিযোগ তোলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

১০০ দিনের টাকা পেলেন শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: রাজ্যের জব কার্ড হোল্ডাররা ১০০ দিনের কাজের বকেয়া প্রাপ্য টাকা আদায় করতে দিল্লিতে গিয়েছিলেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলন মঞ্চে। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কথা দিয়েছিলেন যে কেন্দ্র সরকার বকেয়া টাকা না দিলেও, ১০০ দিনের কাজের প্রাপ্য টাকা থেকে বাংলার শ্রমিকরা বঞ্চিত হবেন না। সেই কথামতো পুরুলিয়ার বিভিন্ন ব্লকের পাশাপাশি বাঘমুণ্ডি ব্লকের জব কার্ড হোল্ডাররা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে চেকের মাধ্যমে ১০০ দিনের কাজের টাকার সাহায্য পেলেন। যদিও কেন্দ্র সরকারের বকেয়া ১০০ দিনের প্রাপ্য কাজের টাকা এখনও রাজ্য পায়নি।

বৃহস্পতিবার পুরুলিয়া জেলা তৃণমূলের মহিলা সভানেত্রী সুমিতা সিং মল্ল, বাঘমুণ্ডি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি নিকুঞ্জ মাঝি, সহ-সভাপতি গৌরাঙ্গ মাহাতো, বাঘমুণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মল্লিকা চক্রবর্তী, বাঘমুণ্ডি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ভাগ্য মাছুয়ার সহ অন্যান্য তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের উপস্থিতিতে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠানো ১০০ দিনের কাজের টাকা তিন জন জব কার্ড হোল্ডারের বাড়িতে গিয়ে চেকপ্রদান করা হয়। বাঘমুণ্ডি অঞ্চলের বাঁশুরি কুমার ও ঋষিকেশ মাঝি এবং অযোধ্যা অঞ্চলের মনসারাম মুর্মু নামের এই তিনজন জব কার্ড হোল্ডার দিল্লির আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন, তাই তিনজনেই পেলেন সেই চেক। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর্থিক সাহায্যের চেকের মাধ্যমে টাকা পেয়ে তাঁরা খুব খুশি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেস দলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাঁরা।

অপহরণ করে মুক্তিপণ চাওয়ার অভিযোগ, ধৃত ৩, উদ্ধার অপহৃত

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এক ব্যক্তিকে অপহরণ করে ৭ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করার অভিযোগ। পুলিশ সূত্রে খবর, মুক্তিপণের সেই টাকা নেওয়ার আগেই বর্ধমান থানার পুলিশের জালে ধরা পড়ে তিন অপহরণকারী। উদ্ধার করা হয় ৩৬ বছর বয়সি অপহৃত রাজু সাঁই নামে ওই ব্যক্তি। ধৃত তিন অভিযুক্তদের নাম শেখ মুলুক চাঁদ (৩৮), বাড়ি দুবরাজদিঘির কেটেলিপুকুর এলাকায়। সাবির আলম (৩১), বাড়ি মেহেদিবাগান, মহরমতলা এলাকায় ও জামির শেখ (৩৭), বাড়ি দুবরাজদিঘি এলাকায়। ধৃত তিনজনকে বৃহস্পতিবার বর্ধমান আদালতে পেশ করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার দুপুর দেড়টা নাগাদ ছোটনিলপুর নিবাসী পূজা রজক দাস নামে এক মহিলা বর্ধমান থানায় রাজু সাঁইয়ের অপহরণের বিষয়ে লিখিত অভিযোগ জানান। অভিযোগপত্রে জানানো হয়, রাজু সাঁই স্থানীয় রাজাবাগান এলাকায় তাঁর এক বন্ধুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর শৈলেন নামের একজনের সঙ্গে আরও তিনজন যুবক রাজুকে তুলে নিয়ে পালিয়ে যায়। লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পরই পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে। বৃহস্পতিবার রাত একটা নাগাদ গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে বর্ধমান থানার শোলাপুকুর মসজিদ এলাকায় একটি রেলের পরিত্যক্ত কোয়ার্টারে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

যদিও অভিযোগে নাম থাকা আরও একজনের পুলিশ সন্ধান পায়নি। একইসঙ্গে অপ্রহৃত রাজু সাঁইকেও ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতরা তাদের দোষ স্বীকার করেছে। যদিও কোনওরকম মুক্তিপণ বাবদ টাকার আদান-প্রদান হওয়ার আগেই পুলিশের জালে ধরা পড়ে যায় ওই ৩জন।

কোন্নগরে নতুন করে রাস্তা কাটায় ঝামেলার অভিযোগ তৃণমূলের অন্দরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পঞ্চায়েতের কাজ নিয়ে তৃণমূলেরই অন্দরে কোন্দলের অভিযোগ উঠল এবার। হুগলির কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে কেএমডিএর কাজে প্রাক্তন প্রধান তথা হুগলি জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক আচ্ছেলাল যাদব এই বাধা দিচ্ছেন বলে অভিযোগ। পঞ্চায়েতের বর্তমান উপপ্রধান ভবেশ ঘোষ প্রাক্তন প্রধানের বিরুদ্ধে উন্নয়নের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন। যদিও প্রাক্তন প্রধানের দাবি, মানুষকে মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না। সেটাই বলা হয়েছে। কোনও ভাবেই কাজে বাধা দেওয়া হয়নি।

কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আদর্শনগর এলাকায় তিন বছর পর নতুন তৈরি হওয়া ঢালাই রাস্তা কেটে আবার নতুন করে পাইপলাইনের কাজ শুরু করার কথা। অভিযোগ, এই নতুন করে রাস্তা কাটাকে কেন্দ্র করেই ঝামেলা। আচ্ছেলাল যাদবের দাবি, 'আমি যখন প্রধান ছিলাম তখনই এই কাজটা আমরা আনি। ফলে বাধা দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। সমস্যাটা হল, কেএমডিএর তরফে যে সংস্থা কাজ করতে এসেছিল তিন বছর নষ্ট করে। ওখানকার মানুষ ব্যাপক কষ্ট করেছে তিন বছর। তারপর আমরা কাজ করানো শুরু করি। এখন নতুন একটা এজেন্সি এসেছে কাজ করতে। উন্নয়নের কাজ তো করতেই হবে। কিন্তু আমরা বলেছিলাম রাস্তাটা যাতে তাড়াতাড়ি ঠিক করে দেওয়া হয় সেটা নিশ্চিত করে কাজ করুক। তা নিয়ে আলোচনা করে কাজ হোক।'

উপপ্রধান ভবেশ ঘোষের অবশ্য দাবি, 'সকাল থেকেই কাজ শুরু হয়। প্রাক্তন প্রধান বাজে ব্যবহার করেন, গালাগাল করেন। জানি না কেন উনি এটা করছেন? একটা উন্নয়নের কাজ চলছে, চারদিকে পাইপলাইনের কাজ চলছে। অথচ আচ্ছেলাল যাদব বাধা দিচ্ছেন। উনি কোন দলের সেটা বড় না, উন্নয়নের কাজে বাধা দেওয়ার অধিকার কারও নেই।'

যদিও স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, দীর্ঘদিন পর এলাকায় তাঁরা ভালো রাস্তা পেয়েছেন। অথচ কয়েক দিনের মধ্যেই তা ভাঙতে চলে এসেছে। তাতে এলাকার লোকজনেরই যাতায়াতের সমস্যা হচ্ছে। তবে এই কাজ ঘিরে তৃণমূলের অন্দরে যে কোন্দলের আবহ, তা মানছেন সকলেই।

শীতের শুরুতেই খেজুর গুড় তৈরিতে ব্যস্ত মহলদাররা

সৈয়দ মফিজুল হোদা

বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার জঙ্গলমহল এলাকার বেশ কিছু মানুষ খেজুর গুড় তৈরি করে কিছু পয়সা উপার্জন করে থাকেন। জীবনধারণের জন্য সারা বছর নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন। অনেকে আবার পেটের টানে পাড়ি দেন অন্য রাজ্যে। তবে শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ঘুরে আসেন নিজের দেশে। খেজুর গুড় তৈরি করতে শুরু করেন।

অগ্রহায়ণ মাসের শুরুর আগে থেকেই চলে খেজুর গুড় তৈরির প্রস্তুতির কাজ। অনেকে খেজুর গাছ মালিকদের কাছ থেকে টাকার চুক্তিতে, অনেকে আবার রাস্তার পাশে থাকা খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করে খেজুর গুড় তৈরি করেন। অস্থায়ী ভাবে ছাউনি বানিয়ে সেখান থেকেই তিন থেকে চার মাস ধরে চলে খেজুর রস সংগ্রহ করে গুড় তৈরির কাজ।

শীতের সঙ্গে খেজুর রসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, শীত যত বাড়ে রসের ধারাও তত বাড়ে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যুদ্ধ চলে গরিব খেটে-খাওয়া মহলদারদের। ভোররাত থেকে রসের হাঁড়ি হাতে খেজুর রসের খোঁজে খেজুর গাছে উঠে গাছ পরিষ্কার করে রসের হাঁড়ি বাঁধা। কোথাও কোথাও একই পরিবারের বাবা, কাকা, দাদা, ভাই সকলে মিলে খেজুর রস সংগ্রহের কাজে লেগে পড়ে। ঠান্ডা যত বেশি পড়বে, ততই ভালো রস পাওয়া যায়। এখন ঠান্ডা কম থাকায় খেজুর রস সে ভাবে পাওয়া যাচ্ছে না তাই গুড় ঠিকঠাক তৈরি হচ্ছে না।

তেলঙ্গানা কার দখলে ? তৃতীয়বারে হবে কি কুর্সি বদল ! ফল রবিবার

তারকা ভোট, ফিল্ম স্টার থেকে নেতা

হায়দরাবাদের জুবিলি হিলসের একটি বুথে ভোট দিয়েছেন জনপ্রিয় অভিনেতা মহেশ বাবু। ভোট দিতে আসার পর তাঁকে ঘিরে ভক্তদের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। তেলঙ্গানায় ভোট দেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি। স্ত্রী রেণুকাকে সঙ্গে নিয়ে ভোট দিয়েছেন তিনি। ভোট দেন অভিনেতা রাজশেখর। হায়দরাবাদের জুবিলি হিলস পাবলিক স্কুলে এসে ভোট দেন তিনি। ফিল্ম নগরে ভোট দিতে আসা তেলুগু অভিনেতা জগপতি বাবুকে ঘিরেও জনতার উৎসাহ ছিল তুঙ্গে।

ভোটগ্রহণ পর্ব শুরু হওয়ার পর ভোট দিলেন তেলঙ্গানার একাধিক নেতা এবং অভিনেতা। সপরিবারে ভোট দিলেন অভিনেতা চিরঞ্জীবী। ভোট দিলেন জুনিয়র এনটিআর, অল্লু অর্জুনও। অভিনেতাদের পাশাপাশি ভোট দিলেন নেতারাও। সকাল সকাল ভোট দিলেন ক্রিকেটার-রাজনীতিক তথা তেলঙ্গানায় কংগ্রেসের প্রার্থী মহম্মদ আজহারউদ্দিন, বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিষান রেড্ডি, বিআরএস নেত্রী তথা কেসিআর-কন্যা কে কবিতা।

ভোট দিলেন এআইএমআইএম প্রধান আসাউদ্দিন ওয়াইসি। সকলকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তেলঙ্গানা এবং হায়দরাবাদে সৌভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার আর্জি জানান তিনি। ভোট দেন ওয়াইএসআর তেলঙ্গানা দলের প্রধান ওয়াইএস শর্মিলাও।

হায়দরাবাদ, ৩০ নভেম্বর: বৃহস্পতিবার তেলঙ্গানায় ১১৯টি বিধানসভা আসনে ভোট হল মোটের ওপর নির্বিঘ্নেই। ২২৯০ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ এদিন হয়েছে। তবে তেলঙ্গানা কার দখলে তা জানা যাবে আগামী রবিবার। আগামী ৩ ডিসেম্বর একইসঙ্গে রাজস্থান, মধ্য প্রদেশ, ছত্তীসগঢ়. মিজোরাম ও তেলঙ্গানার নির্বাচনের ফল প্রকাশ হবে।

এদিন সকাল ৭টা থেকে কড়া নজরদারিতে বুথে বুথে শুরু হয় ভোটগ্রহণ। একদফার ভোটে সকাল থেকেই বুথ মুখী ছিলেন তারকা থেকে সাধারণ মানুষ। এদিন অবশ্য কোথাও কোথাও নির্বাচনী বিধি ভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে। কোথাও আবার তারকাদের ভোটগ্রহণ নিয়ে আম-জনতার উত্তেজনা ছিল তুঙ্গে। বিকাল ৫টায় শেষ হয়েছে তেলঙ্গানা বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, বিকাল ৫টা পর্যন্ত তেলঙ্গানায় ভোট পড়েছে ৬৩.৯৪ শতাংশ।

এদিন তেলঙ্গানার জনগাঁওতে একটি ভোটকেন্দ্রের বাইরে হাতাহাতিতে জড়ালেন বিআরএস, কংগ্রেস এবং বিজেপি সমর্থকেরা। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অন্য দিকে, বিআরএসের বিরুদ্ধে কমিশনে নালিশ করে বিজেপি। নির্বাচনী বিধি ভেঙেছেন বিআরএসের প্রার্থী এবং কর্মীরা। এই অভিযোগ তুলে জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিলেন তেলঙ্গানার বিজেপি সভাপতি জি কিষান রেড্ডি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এ দিন টুইট করে বলেন, 'তেলঙ্গানার ভাই-বোনেদের আমি রেকর্ড পরিমাণে ভোটদান করতে ও গণতন্ত্রের উৎসবকে আরও মজবুত করতে আর্জি জানাচ্ছি। বিশেষ করে আমি যুব প্রজন্ম ও প্রথমবারের ভোটারদের ভোট দিতে আবেদন জানাচ্ছি।'

আরও ৯৭টি 'তেজস', ১৫৭টি 'প্রচণ্ড' পাচ্ছে ভারতীয় সেনাবাহিনী

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর: ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যুক্ত হতে চলেছে, অতিরিক্ত ৯৭টি 'তেজস' যুদ্ধবিমান এবং ১৫৭টি 'প্রচণ্ড' অ্যাটাক হেলিকপ্টার। বৃহস্পতিবার এই বিষয়ে অনুমোদন দিল প্রতিরক্ষা অধিগ্রহণ কাউন্সিল। এর জন্য প্রায় ১.১ লক্ষ কোটি টাকার চুক্তি করছে কাউন্সিল। 'তেজস' ও 'প্রচণ্ড' দুটোই দেশিয় প্রযুক্তিতে তৈরি। কাজেই এই অনুমোদন, দেশে প্রতিরক্ষা উৎপাদন শিল্পের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এর জন্য এর জন্য প্রায় ১.১ লক্ষ কোটি টাকার চুক্তি করছে প্রতিরক্ষা অধিগ্রহণ কাউন্সিল। প্রধানমন্ত্রী মোদি আত্মনির্ভর ভারত গঠনের ডাক দিয়েছিলেন। তারপর থেকে সামরিক ক্ষেত্রে ক্রমে বিদেশি নির্ভরতা কমানোর প্রয়াস চালাচ্ছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। দেশিয় প্রযুক্তিতে তৈরি যুদ্ধবিমান, অ্যাটাক হেলিকপ্টার, ক্ষেপণাস্ত্র সংগ্রহ করছে সেনাবাহিনী। এদিনের অনুমোদন, সেই ধারাবাহিকতারই অংশ।

রাজনাথের নেতৃত্বাধীন প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ক্রয় সংক্রান্ত কমিটি (ডিএসি)-র বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে। তেজসের নয়া সংস্করণ মার্ক-১এ কেনার পাশাপাশি, ভারতীয় বায়ুসেনার ব্যবহৃত সুখোই-৩০ যুদ্ধবিমানগুলির আধুনিকীকরণের সিদ্ধান্ত হয়েছে ওই বৈঠকে। পাশাপাশি, সিদ্ধান্ত হয়েছে দেশে তৈরি ১৫৭টি 'প্রচণ্ড' যুদ্ধ হেলিকপ্টার কেনার। এর জন্য খরচ করা হবে ১ লক্ষ ১ হাজার কোটি টাকা। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রের খবর, এর মধ্যে ভারতীয় স্থলসেনার 'আর্মি অ্যাভিয়েশন কোর' পাবে ৯০টি। ৬৬টি পাবে ভারতীয় বায়ুসেনা।

গত শনিবার বেঙ্গালুরুর 'হিন্দুস্থান অ্যারোনটিকস লিমিটেড' (হ্যাল)-এর বিমানঘাঁটিতে তেজস মার্ক-১-এর দু'আসন বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ সংস্করণে সওয়ার হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তার পরে এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, 'তেজসে সফল যাত্রা সম্পন্ন করলাম। এই অভিজ্ঞতা আমাকে দারুণ ভাবে সমৃদ্ধ করেছে।'

আটকে থাকা শ্রমিকদের উদ্ধারের পর উদ্ধারকারীদের নাচ, ভাইরাল ভিডিও

দেরাদুন, ৩০ নভেম্বর: ১৭ দিন ধরে উত্তরকাশীতে চলেছে উদ্ধারকাজ। মঙ্গলবার রাতে অবশেষে সিলকিয়ারা সুড়ঙ্গ থেকে উদ্ধার করা হয় আটকে পড়া ৪১ শ্রমিককে। সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থাতেই উদ্ধার করা হয়েছে সমস্ত শ্রমিককে। বর্তমানে তাঁরা ঋষিকেশের এইমসে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এতদিন ধরে বারবার বাধার সম্মুখীন হয়েও, উদ্ধারের এই যে নিরলস চেষ্টা, এও তো এক তপস্যা। শ্রমিকদের উদ্ধার করার পর আনন্দে আত্মহারা উদ্ধারকারী দলও। উদ্ধারকাজের ম্যারাথন অভিযানের পর আনন্দে নেচে ওঠেন তাঁরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি পোস্ট করেছেন আন্তর্জাতিক টানেলিং এক্সপার্ট আর্নল্ড ডিক্স এক্স হ্যান্ডেলে আর্নল্ড ডিক্স এসডিআরএফ কর্মীদের নাচের একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন। ভিডিয়োয় এসডিআরএফ কর্মীদের একটি ভেঙে পড়া শুকনো গাছের উপরে দাঁড়িয়ে নাচ করতে দেখা যায়। ভিডিয়োর ক্যাপশনে আর্নল্ড লেখেন, তকখনও ভেবেছেন উদ্ধারকারীদের কী অনুভূতি হয় যখন সকলকে সুরক্ষিতভাবে উদ্ধার করে আনলে কেমন অনুভূতি হয়? উত্তরাখণ্ডের এসডিআরএফের উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে এই উদযাপনে যোগ দিন।দউত্তরকাশীর উদ্ধারকাজের ধীরগতি নিয়ে একাধিক প্রশ্ন ওঠায়, ব্যাখ্যা দিয়ে আর্নল্ড ডিক্স বলেন, 'উদ্ধারকাজের জন্য একাধিক পরিকল্পনা থাকলেও, নানা সমস্যা ছিল। ভার্টিকাল ড্রিলিম শুরুর জন্য ধসে পড়া সুড়ঙ্গের উপরে রাস্তা তৈরি নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। বিশেষজ্ঞরা উদ্ধারকাজের পাশাপাশি প্রাকৃতিক ভারসাম্যের দিকটির উপরেও নজর রাখছিলেন।'তিনি বলেন, 'আমাদের উদ্ধারকাজের গতি নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছে, কিন্তু আমাদের লক্ষ্যই ছিল অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আটকে থাকা ৪১ শ্রমিককে সুরক্ষিতভাবে উদ্ধার করে আনা। উদ্ধারের জন্য একাধিক পথ তৈরি করেছিলাম আমরা। প্রতিটি ধাপে আমরা অত্যন্ত সতর্ক ছিলাম, যাতে সাধারণ মানুষের জনজীবনে কোনও প্রভাব না পড়ে।'

গাড়ি করে পাচার কোটি কোটি টাকা, আটক চালক ও তার সঙ্গী

বেঙ্গালুরু, ৩০ নভেম্বর: গোপন সূত্রে পুলিশের কাছে খবর ছিল, মোটা টাকা গাড়ি করে নিয়ে যাওয়া হবে। সেই মতো নাকাতল্লাশি চালানোর সময় একটি গাড়ি থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার করল কর্নাটক পুলিশ। তদন্তে নেমে পুলিশ প্রাথমিক ভাবে জানতে পেরেছে, ওই টাকা এক সুপারি ব্যবসায়ীর। বুধবার সন্ধ্যায় হোলালকেরে এলাকায় রাস্তায় তল্লাশি চালাচ্ছিল পুলিশ। গাড়িতে চালক ছাড়াও আরও এক জন ছিলেন।

জানা গিয়েছে, পুলিশ গাড়ি দাঁড় করাচ্ছে দেখেই চালক গাড়িটিকে ঘুরিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। সন্দেহ হওয়ায় পুলিশের দলটি তাড়া করে ওই গাড়িটিকে ধরে ফেলে। তার পর গাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। সেই সময় গাড়ির আসনের নীচ থেকে বেশ কয়েকটি ব্যাগে ঠাসা টাকার বান্ডিল নজরে আসে তাদের। তখনই চালক এবং তাঁর সঙ্গীকে গাড়ি থেকে নামিয়ে জেরা শুরু করে পুলিশ। এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, জেরায় এক জন নিজেকে সচিন বলে পরিচয় দিয়েছেন। তিনি গাড়ি চালাচ্ছিলেন। অন্য জনের নাম হরিশ। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পারে, ব্যাগে মোট আট কোটি টাকা রয়েছে। সেই টাকা শিবমোগায় সুরেশ নামে এক সুপারি ব্যবসায়ীর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। টাকাগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। আটক করেছে চালক এবং তাঁর সঙ্গীকে।

ডিউটির সময় শেষ, যাত্রীবোঝাই ট্রেন দাঁড় করিয়ে বিশ্রাম নিতে গেলেন চালক

বরাবাঁকি, ৩০ নভেম্বর: যেতে যেতে আচমকা দাঁড়িয়ে গিয়েছে ট্রেন। বেশ কিছুক্ষণ। প্রথমে যাত্রীরা ধরেই নিয়েছিলেন হয়তো সিগন্যাল পায়নি। কিন্তু ভুল ভাঙে এক ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পর। কেন ট্রেন ছাড়ছে না, তা নিয়ে খোঁজখবর করতে গিয়ে চোখ কপালে ওঠে সকলের।

ডিউটির সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় স্টেশনে যাত্রীভর্তি ট্রেন দাঁড় করিয়ে বিশ্রাম নিতে চলে গিয়েছেন চালক। এর পরই যাত্রীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁরা দাবি জানান, চালককে ডেকে এখনই তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছনোর ব্যবস্থা করা হোক। যাত্রী বিক্ষোভে উত্তেজনা বাড়তে থাকে স্টেশন চত্বরে। এই কাণ্ড ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের বরাবাঁকীতে বুঢ়বল স্টেশনে।এদিকে যাত্রী বিক্ষোভে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় রেলের পদস্থ আধিকারিকদের কাছে খবর পৌঁছয়। তড়িঘড়ি তাঁরা স্টেশনে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। শেষমেশ চাপের মুখে পড়ে অন্য এক চালকের ব্যবস্থা করে কয়েক ঘণ্টা পর ট্রেনটিকে গন্তব্যের উদ্দেশ রওনা করানো হয়। অবাক করা স্টেশনে সহরসা এক্সপ্রেস এসে থামে। তার পর চালক এবং গার্ড বিশ্রাম করতে চলে যান। জানিয়ে দেন, তাঁদের ডিউটি শেষ হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যেই একটি মালগাড়ি যাচ্ছিল বুঢ়বল স্টেশন দিয়ে। যাত্রীরা ভেবেছিলেন যে, মালগাড়ির কারণে সিগন্যাল না পাওয়ায় ট্রেন ছাড়তে দেরি হচ্ছে। কিন্তু মালগাড়ি চলে যাওয়ার পরেও ট্রেন না ছাড়ায় যাত্রীদের সন্দেহ হয়। তখন তাঁরা কারণ জানতে স্টেশন ম্যানেজারের ঘরে যান। তখনই তাঁরা জানতে পারেন চালক এবং গার্ড বিশ্রাম নিতে গিয়েছেন।

আমেরিকায় খলিস্তানি জঙ্গি পান্নুনকে হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত ভারতীয় !

আমেরিকা, ৩০ নভেম্বর: আমেরিকায় খলিস্তানি জঙ্গি গুরপতবন্ত সিং পান্নুনকে হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত নিখিল গুপ্তা নামে এক ভারতীয়! সে দেশের আইনি তদন্তে এমনটাই উঠে এসেছে বলে জানানো হয়েছে।

সম্প্রতি এক মার্কিন রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল, মার্কিন মুলুকে খলিস্তানি নেতাকে খুনের ষড়যন্ত্র করছে ভারত। এই ঘটনা প্রসঙ্গে গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে দিল্লির তরফে জানানো হয়েছে। মার্কিন বিচার বিভাগের তরফে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়, তাতে জানানো হয়েছে, 'নিউ ইয়র্কে বসবাসকারী এক ভারতীয় আইনজীবী ও রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যার ছক কষা হয়েছিল। এই ষড়যন্ত্রে নিখিল গুপ্তা ভারতের এক সরকারি আধিকারিকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আরও বেশ কয়েকজন মিলে কাজ করতেন তাঁরা।'

অভিযুক্ত নিখিল গুপ্তা হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন, তা প্রমাণিত হলে তাঁকে কুড়ি বছরের বেশি কারাবাসে থাকতে হতে পারে। চলতি বছরের ৩০ জুন নিখিলকে গ্রেপ্তার করে তাঁকে মার্কিন প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বর্তমানে সেখানেই তাঁর বিচার চলছে বলে জানা গিয়েছে।

এক বছরে দেড় লক্ষ ভারতীয় পড়ুয়াকে ভিসা আমেরিকার

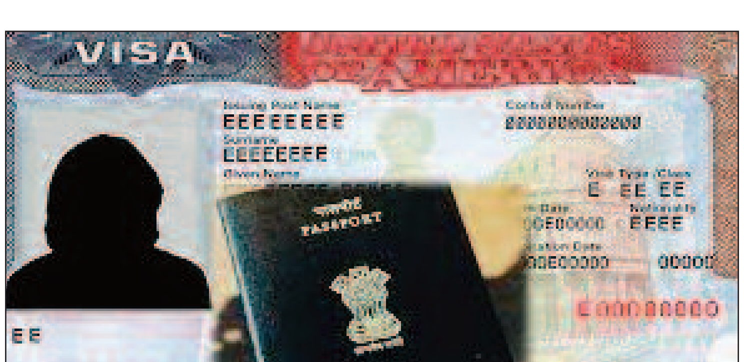

আমেরিকা, ৩০ নভেম্বর: এক বছরের মধ্যে ১ লক্ষ ৪০ হাজার ভারতীয় পড়ুয়া পেল আমেরিকান স্টুডেন্ট ভিসা। মার্কিন বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে,আমেরিকায় পড়াশোনার জন্য এই সময়ের মধ্যে ভারতীয় পড়ুয়াদের যে ভিসা অনুমোদিত হয়েছে তা রেকর্ড।

এ বছর অনেক পড়ুয়াকে সেখানে পড়তে আসার অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে বলে দিনকয়েক আগেই মার্কিন বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছিল। বিগত তিন বছর ধরে কোভিডের কারণে আমেরিকা-সহ সমস্ত দেশেই পড়তে যাওয়ার প্রবণতা অনেকটা কমে গিয়েছিল। বিভিন্ন দেশ থেকেও বিদেশি পড়ুয়াদের আসার জন্য অনুমতি যেমন দেওয়া হচ্ছিল না, তেমনই পড়ুয়ারাও অচেনা দেশে যাওয়ার ঝুঁকি নিতে চাইছিলেন না। তবে এ বছরের গোড়াতেই সেই সম্ভাবনা হ্রাস পেতে শুরু করেছে। আর এরপরই বিদেশি পড়ুয়াদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দুয়ার খোলা হয়েছে।

মার্কিন বিদেশ দপ্তরের তরফে প্রকাশিত এক বিবৃতি থেকে জানা গিয়েছে, এত বেশি সংখ্যায় ছাত্র ভিসা ২০১৭ সালের পর পড়ুয়াদের দেওয়া হয়নি। ২০২২ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৩-এর সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই পড়ুয়াদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করেছে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। আর বিশ্বজুড়ে সব দেশ থেকে আগত পড়ুয়া মিলিয়ে সংখ্যাটা প্রায় এক কোটি বলে ওয়াশিংটনের তরফে জানানো হয়েছে।

eTender Notice
e-TENDER invited by the Prodhan Chakdignagar Gram Panchayat, Kalirhat, Nadia. NIT No: Chakdignagar- 15/2023-24 to Chakdignagar-18/2023-24. Dated: 29/11/2023.Memo No: 556/Chak dated: 29/11/2023 to 559/Chak dated: 29/11/2023. Bid submission closing date: 07/12/2023 up to 11 AM. Technical Bid open: 11/12/2023 after 11 AM. For more details please visit: https://wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Chakdignagar Gram Panchayat, Nadia.

TENDER NOTICE
4 nos e-Tender floated by Bagberia Gram Panchayat on 30/11/2023 & 1 no e-Tender will float by Bagberia Gram Panchayat on **01/12/2023**. Please visit go to website: **www. etender. gov.in**
Sd/- Prodhan
Bagberia Gram Panchayat, Chapra Block, Nadia.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

e-TENDER NOTICE
Office of the Khandaghosh Panchayat Samity
Sagrai, Purba Bardhaman
e-NIT No. BWN BWN/ EO/ KHANDA/ NIET-03 2nd Call/ 2023-24 Dt. 30/11/2023 Tender Id: 2023_DMB_611242_1
Bid submission start Dt. & Time (online): **30/11/2023 from 05:00pm** onwards Bid submission closing Dt. & Time (online): **13/12/2023 up to 01:00pm**
For viewing Tender: **www.wbtenders.gov.in**

BARANAGAR MUNICIPALITY
87, DESH BANDHU ROAD (EAST), KOLKATA-700035
The Chairman invites e-Tender (Online) for the work of "Renovation Of Shiv Mandir At P. K. Saha Lane & Construction Of Bituminous Road At Various Place in Ward No. 31 under Baranagar Municipality", **NIeT No: WBMAD/ BM/PWD/NIT- 77(e)/2023-24 Dated: 29/11/2023, Tender ID No. 2023_MAD_610103_1 To 2023_MAD_610103_3.** Bid submission of end date(Online) is **11.12.2023 up to 6.00 P.M.** For details please log on to **www.wbtenders.gov.in** and visit **www.baranagarmunicipality.org**
Sd/- Chairman

Chakdaha Municipality
NOTICE
Chakdaha Municipality invites tender vide memo **no. 01/CM/ PWD/ DEV/ 2023-24,Dt-30/11/ 2023** for various development works in different wards under Chakdaha municipal area. for further information please visit **www.chakdahamunicipality.in**

Notice e-Tender
The Prodhan Garibpur Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafied and resourceful Contractors for **NIeT Nos.: i) 01/PRODHAN/ GARIBPUR GP/2023-24, ii) 02/ PRODHAN/ GARIBPUR GP/2023-24, ii) 03/ PRODHAN/ GARIBPUR GP/2023-24,** Are Invite of Garibpur GP, For Civil works. For details please visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan Garibpur G.P.
Domkal Block, Murshidabad

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia
The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/MPLADS/NIT-34/2ND CALL/2023-24** for **"Installation of 1(One) no 9 Mtr. and 1 (One) no. 12.5 Mtr. High Mast light in front of Christian Burial Ground,Ward No. 17 within Krishnanagar Municipality under MPLADS." & WBMAD/ULB/ KRISHNANAGAR/NIT-39/2023-24** for **"Construction of Storm Water Drainage at Station Approch Road and D. L. Roy Road in Ward No-12 under Krishnanagar Municipality."** The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details. Tender id: **2023_MAD_609700_1 & 2023_MAD_611080_1 to 2023_MAD_611080_2.**
Sd/- Chairman
Krishnanagar Municipality

TENDER NOTICE
No.-1. NIT No & S1 No:- NIeT NO. 08/JAL /E.O/ 15th F.C/ 2023-24 S1. No 01 & Sl. No 07
No.-2. NIT No & S1 No:- NIeT NO. 09/JAL /B.D.O/ MDW/ 2023-24 S1. No 01 & Sl. No 09
No.- 3. NIT No & S1 No:- NIeT NO. 10/JAL /E.O/PATHASHREE/ 2023-24 S1. No 01
BDO, Jalangi Block invites tender/NIQ form bonafide contractors, Agencies, Institution, individuals for mentioned works. Detailed information is available at the undersigned office on any working days
Block Development Officer
Jalangi, Murshidabad

NOTICE INVITING E-TENDER
Office of The Banspole Gram Panchayat (Under Habra II dev. Block
1nos e-Tender (Containing 2nos Schemes) has been invited at various location within Banspole Gram Panchayat, details are stated below **NIT no. 06/BGP/15thFC/2023-24 dt. 30/11/2023-24** under **15th CFC** fund Please visit the site: **www.wbtenders.gov.in** and office notice board of the undersigned Last date of Bid submission:- 09/12/2023 up to 11-00 AM., Date & Time of opening bids 11/12/2023 at 11 AM.
Sd/- Prodhan
Banspole Gram Panchayat

NOTICE INVITING e-TENDER
1. e-Tender Reference No- WBBDR/P-1/109/1239/EO/2023-24, Dated-29/11/2023
Tender ID: **2023_ZPHD_610424_1**
Construction of Pitch road from STKK road to Sib Pukur fund- Fund-XV 2023-2024 Untied
2. e-Tender Reference No- WBBDR/P-1/109/1239/EO/2023-24, Dated-30/11/2023
Tender ID: **2023_ZPHD_611234_1 TO 6**
has been floated 6 nos. various type of works under Purbasthali-I P.S. fund XV FC (2023-24) SAAP
Look for detail you may visit **www.wbtenders.gov.in** and office notice board.
Sd/- Executive Officer
Purbasthali-1 Panchyat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman.

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT EOI NOTICE
e-Tender are invited by the Chairman Nabadwip Municipality. **EOI Titel : REV/NM/EOI-11e/2023-24. ID: 2023_MAD_611039_1.** Bid Submission End Date **22-Dec-2023 06:00 PM. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site **http://wbtenders.gov.in** this advertisement is also given **http://nabadwipmunicipality.in**
Sd/-
Chairman,
Nabadwip Municipality

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT EOI NOTICE
e-Tender are invited by the Chairman Nabadwip Municipality. **EOI Titel: REV/NM/EOI-10e/2023-24. ID: 2023_MAD_609362_1.** Bid Submission End Date **21-Dec-2023 06:00 PM. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site **http://wbtenders.gov.in** this advertisement is also given **http://nabadwipmunicipality.in**
Sd/-
Chairman,
Nabadwip Municipality

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
No. WB-HMC/TN/ED/WS/20/23-24 ই-টেন্ডার তারিখ : ২৯.১১.২০২৩
ই-টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, এইচএমসি'র বিভিন্ন স্থানে গভীর নলকূপের জল পরিশুদ্ধকরণ, অনলাইন ব্যবস্থায় ক্লোরিনেশন ব্যবস্থার বার্ষিক পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ এবং নতুন সংস্থাপিত পাইপলাইন এবং পরিষ্কারকরণ এবং বর্তমান পাইপলাইন ধোলাইয়ের মাধ্যমে জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ প্রখ্যাত, সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদারদের কাছ থেকে (নির্ধারিত ফর্মে) ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং বিভাগীয় -ওএসডি(ডব্লুএস) অফিসের ওয়েবসাইট এবং : www.wbtenders.gov.in থেকে। টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শেষ তারিখ ১৯.১২.২০৩ বিকেল ৩টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ ব্যতীতই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
২০৪(৩)/২৩-২৪
৩০.১১.২৩
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

OFFICE OF THE
BANNYESWAR GRAM PANCHAYAT
P.O- DAKSHINGRAM SABITRI DIST:- MURSHIDABAD
UNDER SAGARDIGHI DEVELOPMENT BLOCK
e –Tender are invalid through online Bid System under following.
1) NIeT NO:- 10/BANNYESWAR GP/23-24, DATE:-29.11.2023,
The last date for online submission of all tender is **07/12/2023 up to 16:00 hours**
For details please visit web site **htpp://wbtenders.gov.in** as office notice.
Sd-/ Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat

OFFICE OF THE
PAHARPUR GRAM PANCHAYAT
P.O : DANGA PARA, RANINAGAR – I BLOCK
MURSHIDABAD * WEST BENGAL * 742302
(Under Domkal Sub-Division)
The undersigned is hereby published the e -Tender vide **No. 9/PGP/15th FC/2023-24 (Tender ID: 2023_ZPHD_611708_1)** for Construction of 1 no. of Pucca drain Bid submission start date (online) **01/12/2023 from 10-00 a.m** Bid submission closing date (online) **08/12/2023 upto 1.45 p.m** Details of NIeT & Tender documents may be downloaded from **"http://wbtenders.gov.in"**
Sd/- Prodhan
Paharpur Gram Panchayat
Raninagar-I Block, Msd

IMC OF GOVT. ITI GARBETA
e- TENDER
e-Tender (on line) vide Tender ID-2023_DTET_610197_1 is invited by the Chairman, IMC of Govt. ITI Garbeta for Supply, Testing, Installation & Commissioning of Tools, Equipment & Machineries for Various Trades at Govt. ITI Garbeta, Gangani, P.O.-Garhbeta, Paschim Medinipore, Pin – 721127, W.B as per Tender Schedule No-A. Last date of Bid submission is 15/12/2023 6 P.M. Details information/ download/upload will be available from the
website https://wbtenders.gov.in

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 169, KOLKATA, FRIDAY, 1 DECEMBER 2023, PAGE 8
কলকাতা ১ ডিসেম্বর, ২০২৩

রোহিতদের উপর বাজি ধরেছিলেন

ভারত বিশ্বকাপ হারতেই টাকা খুইয়েছেন ইংরেজ অধিনায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারত বিশ্বকাপ জিতবে, এমনটাই বাজি ধরেছিলেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক কেভিন পিটারসেন। কিন্তু ফাইনালে ভারত অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে যাওয়ায় বাজি হেরে গিয়েছেন তিনি। ভারতে লেজেন্ডস লিগ ক্রিকেট খেলতে এসে পিটারসেন বলেন, ‘‘আমার বাজি ছিল ভারত। ওরা যে ভাবে গোটা প্রতিযোগিতায় খেলছিল তাতে ফাইনাল জিতবে ভেবেছিলাম। কিন্তু ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার মতো দলের বিরুদ্ধে ফাইনাল সহজ নয়। ওরা খুব কঠিন প্রতিপক্ষ। ফাইনালে ভারত হেরে গেল। সেই সঙ্গে আমিও বাজি হেরে গেলাম।’’

শুধু ভারতের হার নয়, গোটা প্রতিযোগিতায় ইংল্যান্ডের খেলা নিয়েও হতাশ পিটারসেন। তিনি বলেন, ‘‘ইংল্যান্ড খুব খারাপ খেলেছে। কেউ আশা করেনি যে ওরা ফাইনালে উঠবে। এত খারাপ ইংল্যান্ডকে আমি কোনও দিন খেলতে দেখিনি। ওরা বুঝতেই পারছিল না কী করবে। কোনও পরিকল্পনা ছিল না।’’

দেশের মাটিতে বিশ্বকাপে গোটা রাউন্ড রবিন পর্বে ভাল খেলেছিল ভারত। প্রথম ম্যাচেই অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিল ভারত। তার পর টানা আট ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালে উঠেছিলেন রোহিত শর্মারা। সেমিফাইনালে নিউ জ়িল্যান্ডের বিরুদ্ধেও বড় জয় পায় ভারত। সেই কারণে ফাইনালে ভারতকে জেতার বড় দাবিদার মনে করেছিল সবাই। কিন্তু ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারতে হয় রোহিতদের। আরও এক বার শেষ ধাপে শেষ হয়ে যায় ভারতের বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন।

খেলতে এল না মোহনবাগান

বিনা ‘যুদ্ধেই’ কলকাতা লিগে ডার্বি ‘জিতল’ ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা লিগের বহু প্রতীক্ষিত ডার্বিতে না খেলেই জিতে গেল ইস্টবেঙ্গল। বৃহস্পতিবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে ইস্টবেঙ্গল উপস্থিত থাকলেও এল না মোহনবাগান। ম্যাচ রেফারি এক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ইস্টবেঙ্গলকে ওয়াকওভার দিয়ে দেন। ফলে না খেলেই তিন পয়েন্ট পেয়ে গেল ইস্টবেঙ্গল। অন্য দিকে, শাস্তির মুখে মোহনবাগান।

বৃহস্পতিবার ম্যাচের প্রায় দু’ঘণ্টা আগেই ইস্টবেঙ্গলের টিম বাস ফুটবলারদের নিয়ে পৌঁছে গিয়েছিল নৈহাটি স্টেডিয়াম। কিছু ক্ষণ পরে লাল-হলুদ ফুটবলারেরা মাঠে নেমে ওয়ার্ম-আপ করতে থাকেন। কিন্তু মোহনবাগানের কোথাও দেখা মিলছিল না। ম্যাচ রেফারি জানান, এক ঘণ্টা অপেক্ষা করা হবে। তার মধ্যেও মোহনবাগানের ফুটবলারেরা মাঠে হাজির না হলে ইস্টবেঙ্গলকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে। সেটাই হয়। দুপুর ২টো থেকে ম্যাচ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও ৩টে বেজে গেলেও দেখা যায়নি মোহনবাগান দল বা তাদের কোনও কর্তাকে।

কলকাতা ডার্বি দু’দলের সমর্থকের কাছেই আবেগ। ডুরান্ড কাপে দু’টি ডার্বিতে সমর্থকদের উন্মাদনা দেখা গিয়েছিল। আইএসএল ডার্বি বাতিল হওয়ায় আগ্রহ ছিল কলকাতা লিগের ডার্বি ঘিরেও। সে যতই মহমেডান আগেই লিগ জিতে যাক বা দু’দলের রিজার্ভ ফুটবলারেরা খেলুন, ডার্বি মানেই অন্য আবেগ। কিন্তু সেই ম্যাচই পুরোপুরি নিষ্প্রাণ হয়ে গেল।

ডার্বি হবে না জেনেই আগ্রহ ছিল না সমর্থকদের মধ্যে। ম্যাচের সময় হয়ে গেলেও নৈহাটি স্টেডিয়াম পুরোপুরি ফাঁকা ছিল। কোনও দলের সমর্থকই আসেননি খেলা দেখতে। ফলে ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারেরা জয়ের উচ্ছ্বাস সমর্থকদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারেননি। আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেন, তনিয়মমতোই ইস্টবেঙ্গল ওয়াকওভার পেয়েছে। তিন পয়েন্টও ওদের। মোহনবাগানকে কোনও শাস্তি দেওয়া হবে কি না এটা আইএফএ-র কমিটি ঠিক করবে।দ

ডার্বি যে হবে না এটা বোঝা গিয়েছিল গত কয়েক দিনের ঘটনাক্রমে। চিঠি, পাল্টা চিঠিতে অনেক বিষয় উঠে আসে। হঠাৎ করে আইএফএ বৃহস্পতিবার কলকাতা লিগে ডার্বির মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ দেওয়ায় গত সোমবার আইএফএ-কে চিঠি লিখে মোহনবাগান ম্যাচ পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছিল। কিন্তু আইএফএ-র তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ম্যাচ বৃহস্পতিবারই হবে। এরপর মোহনবাগানের তরফে আরও একটি চিঠি দিয়ে বলা হয়েছিল, আইএফএ এবং ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে বৈঠক করে ম্যাচটি যাতে আরও পরের দিকে দেওয়া যায়। একই সঙ্গে নৈহাটির বদলে যুবভারতীতে ম্যাচ আয়োজনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল।

বুধবার আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত জানিয়েছিলেন, ম্যাচ বৃহস্পতিবারই হবে। নৈহাটি স্টেডিয়ামে পুলিশি নিরাপত্তা-সহ সব সরকারি অনুমোদন নেওয়া হয়ে গিয়েছে। তাই আর দিন বা মাঠ পরিবর্তন সম্ভব নয়। মোহনবাগানের চিঠি পাওয়ার পর বৃহস্পতিবারই যে ম্যাচ হবে সেই মর্মে তার উত্তরও দিয়ে দিয়েছিলেন। তাতেও মোহনবাগানকে রাজি করানো গেল না।

২৫ দিনের জন্য বিদেশ থেকে ব্যাটিং কোচ ভাড়া করলেন বাবরেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপের পরে ব্যাপক রদবদল হয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেটে। নির্বাচক প্রধান, ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট থেকে শুরু করে কোচিং দল, সবই বদলেছে। এখনও অবশ্য দলের ব্যাটিং কোচ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। সেই কারণেই কি ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার অ্যাডাম হোলিয়োককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে? তা-ও মাত্র ২৫ দিনের জন্য।

ডিসেম্বর মাসে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবে পাকিস্তান। সেখানে ১৪ ডিসেম্বর থেকে ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত তিনটি টেস্ট খেলবে পাকিস্তান। সেই ২৫ দিনের জন্য কোচ করা হয়েছে হোলিয়োককে। তার পরে তাঁকে রাখা হবে কি না তা নির্ভর করছে অস্ট্রেলিয়া সিরিজ়ের ফলের উপর। তার মধ্যে অন্য কোনও কোচকেও খুঁজতে পারে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড।

বিশ্বকাপে ব্যর্থতার পরে দলের প্রধান কোচ গ্র্যান্ট ব্যাডবার্ন ও টেকনিক্যাল ডিরেক্টর মিকি আর্থারকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বদলে প্রধান কোচ করা হয়েছে নাভিদ আক্রম চিমাকে। টেকনিক্যাল ডিরেক্টর হয়েছেন মহম্মদ হাফিজ।

বদল হয়েছে বাকি কোচিং দলও। মর্নি মর্কেলের পদত্যাগের পরে পাকিস্তানের জোরে বোলিং কোচ হয়েছেন উমর গুল। স্পিন বোলিং কোচ করা হয়েছে সঈদ আজমলকে। পাকিস্তানের হাই পারফরম্যান্স কোচ হয়েছ্নে সাইমন হেলমট, আব্দুল মজিদ হয়েছেন ফিল্ডিং কোচ। এ বার ব্যাটিং কোচের নাম ঘোষণা করল পাকিস্তান।

ইংল্যান্ডের হয়ে চারটি টেস্ট ও ৩৫টি এক দিনের ম্যাচ খেলেছেন হোলিয়োক। গত বছর অ্যাশেজ়ের আগে ইংল্যান্ডের কোচিং দলে যোগ দেওয়ার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু করোনা আক্রান্ত হওয়ায় যেতে পারেননি হোলিয়োক। এ বার পাকিস্তানের দায়িত্ব পেলেন তিনি। কিন্তু মাত্র ২৫ দিনের জন্য।

টি২০ বিশ্বকাপের ২০ দল চূড়ান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার চূড়ান্ত হয়ে গেল ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ২০টি দল। শেষ দল হিসাবে যোগ্যতা অর্জন করেছে উগান্ডা। এই ২০টি দলের মধ্যে সরাসরি সুযোগ পেয়েছিল ১২টি দল। বাকি ৮টি দলকে যোগ্যতা অর্জন পর্ব খেলে সুযোগ পেতে হয়েছে।

আয়োজক দেশ হিসাবে বিশ্বকাপে সরাসরি খেলবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও আমেরিকা। ২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রথম আটে শেষ করা আটটি দলও সরাসরি সুযোগ পেয়েছে। তারা হল; অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভারত, নিউ জ়িল্যান্ড, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, নেদারল্যান্ডস ও শ্রীলঙ্কা।

এই আটটি দলের বাইরে ২০২২ সালের ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত ক্রমতালিকায় থাকা পরের দু’টি দলও সরাসরি সুযোগ পেয়েছে বিশ্বকাপে। তারা হল আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ।

এ ছাড়া আটটি দলকে যোগ্যতা অর্জন পর্ব খেলে সুযোগ পেতে হয়েছে। পাঁচটি অঞ্চলে চলছিল যোগ্যতা অর্জন পর্ব। সেখান থেকে যারা সুযোগ পেয়েছে তারা হল; আফ্রিকা নামিবিয়া, উগান্ডা আমেরিকা কানাডা এশিয়া নেপাল, ওমান ইস্ট এশিয়া প্যাসিফিক পাপুয়া নিউ গিনি ইউরোপ আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড

ভারতে খেলতে আসার আগে ভাল খবর পেল ইংল্যান্ড, অস্ত্রোপচার করে নিলেন অধিনায়ক

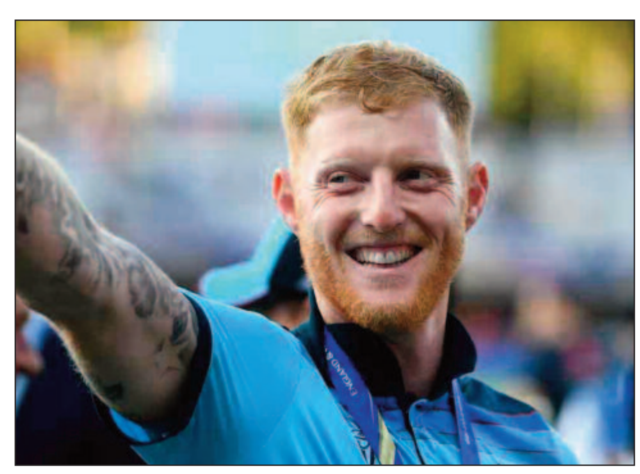

নিজস্ব প্রতিবেদন: পরের বছর ভারতের মাটিতে পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলতে আসছে ইংল্যান্ড। তার আগে বাড়তি শক্তি পেয়ে গেল ইংল্যান্ড। সফল অস্ত্রোপচার হল বেন স্টোকসের। ইংরেজ অলরাউন্ডার নিজেই সেই ছবি পোস্ট করেছেন। আপাতত ভারত সিরিজ মাথায় রেখে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠাই লক্ষ্য ইংরেজ অলরাউন্ডারের।

বুধবার রাতে ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের অধিনায়ক স্টোকস একটি ছবি পোস্ট করেছেন। সেখানে ইংল্যান্ডের ক্রোমওয়েল হাসপাতালের বাইরে স্টোকসকে ক্রাচ হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। ক্যাপশনে লিখেছেন, তভেতরে ঢুকলাম এবং বাইরে বেরোলাম। অস্ত্রোপচার সম্পূর্ণ।দ ভক্তেরা তাঁকে বার্তা পাঠিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন।

ফেব্রুয়ারিতে নিউ জ়িল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ চলাকালীন স্টোকসের হাঁটুর সমস্যা প্রকাশ্যে আসে। সেই সিরিজে ভাল খেলতে পারেননি। মার্চে একটি ইঞ্জেকশন নেন। চোটের কারণে চেন্নাইয়ের হয়েও আইপিএলে মাত্র দু’টি ম্যাচের বেশি খেলতে পারেননি। তাতেও চোট সারেনি। অ্যাশেজ়ে ইংল্যান্ডকে নেতৃত্ব দেন। কিন্তু পুরোদমে বল করতে পারেননি, যা প্রভাব ফেলে দলের পারফরম্যান্সে।

এর পরেই স্টোকস রাজি হয়ে যান অস্ত্রোপচার করাতে। মাঝে ছিল এক দিনের বিশ্বকাপ। সেখানে বল না করার শর্তে খেলতে রাজি হয়েছিলেন। ইংল্যান্ড ব্যর্থ হওয়ার পর দেশে ফিরেই তিনি অস্ত্রোপচার করিয়ে নিলেন। আপাতত বিশ্রাম। তার পর রিহ্যাব শুরু করে দেবেন ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের অধিনায়ক।

এ বার ভারতীয় ফুটবলে ম্যাচ গড়াপেটার ছায়া, ফাঁস করলেন খোদ ফেডারেশন সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় ফুটবলে ফের গড়াপেটার কালো ছায়া। সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার তরফে বৃহস্পতিবার জানানো হয়েছে, আই লিগে খেলা বেশ কিছু ফুটবলারের কাছে জুয়াড়িরা ম্যাচ গড়াপেটার প্রস্তাব রেখেছিলেন। আদৌ কোনও ম্যাচ গড়াপেটা হয়েছে কি না এবং কারা সেই প্রস্তাব রেখেছিলেন তা নিয়ে তদন্ত করতে চলেছে সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থা (এআইএফএফ)।

গুরুতর এই বিষয়টি প্রকাশ্যে এনেছেন এআইএফএফ-এর সভাপতি কল্যাণ চৌবে। তবে কী ভাবে এই তথ্য পেয়েছেন, কাদের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বা কারা যোগাযোগের প্রস্তাব দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে কোনও উত্তর দেওয়া হয়নি। এটুকু আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে ভারতীয় ফুটবলের গরিমা রক্ষায় এআইএফএফ সচেষ্ট।

বিবৃতিতে কল্যাণ বলেছেন, তআমরা সম্প্রতি একটি তথ্য পেয়েছি যে আমাদের বেশ কিছু ফুটবলারকে ম্যাচ গড়াপেটা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আমরা বিস্তারিত ভাবে এই ঘটনাগুলি দেখে তার তদন্ত করব এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব। নিজেদের ফুটবলারদের রক্ষা করার ব্যাপারে আমরা দায়বদ্ধ। খেলোয়াড় এবং খেলাটার সম্মানহানি করতে পারে এ ধরনের ঘটনা কোনও ভাবেই আগামী দিনে বরদাস্ত করা হবে না।

চলতি মরসুমের আই লিগ শুরু হয়েছে অক্টোবরে। ইতিমধ্যেই ৪০টির বেশি ম্যাচ হয়ে গিয়েছে। কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিং আই লিগে খেলছে। কিন্তু কোন ক্লাব বা কোন ফুটবলার কিছুই প্রকাশ্যে আনা হয়নি। কল্যাণ বলেছেন, তএ ধরনের ঘটনা যাতে আগামী দিনে দ্রুত সমাধান করা যায় তার জন্য আমরা নিজেদেরও উন্নত করব। কী ভাবে এ ধরনের ঘটনা বোঝা, উত্তর দেওয়া এবং অভিযোগ জানানো যায়, সে ব্যাপার আধিকারিক এবং ফুটবলারদের বোঝানো হবে।

ভারতীয় ফুটবলে ম্যাচ গড়াপেটার ঘটনা নতুন নয়। ২০১৮ সালে এই আই লিগেই ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগে তৎকালীন মিনার্ভা পঞ্জাব ফুটবল ক্লাবের ফুটবলারদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছিল এআইএফএফ। গত বছরের নভেম্বরে দেশ জুড়ে বেশ কিছু ফুটবল ম্যাচে গড়াপেটার গন্ধ পেয়ে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছিল সিবিআই। সেই তদন্তের জন্য বিভিন্ন ক্লাবের তথ্য সংগ্রহ করেছিল এআইএফএফ-এর দফতর থেকে। সিঙ্গাপুরের এক জুয়াড়ির উপর প্রাথমিক সন্দেহ ছিল। কিন্তু এখনও কোনও তদন্তের নিষ্পত্তি হয়নি।

ফাইনালের রাতে কেঁদেছিলেন রোহিত, বিরাট!

সাজঘরের সেই কান্নার কথা ১১ দিন পরে জানালেন প্রত্যক্ষদর্শী

নিজস্ব প্রতিবেদন: গোটা বিশ্বকাপে দুর্দান্ত খেলেও ফাইনালে হারতে হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার কাছে। দেশের মাটিতে দ্বিতীয় বার বিশ্বকাপ জেতার স্বপ্ন অধরাই থেকেছে ভারতের। সেই হারের ধাক্কা মেনে নিতে পারেননি রোহিত শর্মা বা বিরাট কোহলি। ম্যাচের পর তাঁরা কেঁদেছিলেন। ১১ দিন পরে সেই রাতের কথা প্রকাশ্যে এনেছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন।

প্রাক্তন ক্রিকেটার সুব্রহ্মণ্যম বদ্রীনাথের ইউটিউব শোয়ে এসে অশ্বিন বলেছেন, তআমরা প্রত্যেকে প্রচণ্ড দুঃখে ছিলাম। রোহিত এবং বিরাট কাঁদছিল। খুব খারাপ লেগেছিল ওদের দেখে। কিন্তু কারওরই কিছু করার ছিল না। আমাদের দলটা অনেক অভিজ্ঞ ছিল। প্রত্যেকে জানত কী করতে হবে। প্রত্যেকে পেশাদার ক্রিকেটার ছিল। নিজেদের রুটিন, ওয়ার্ম-আপ সম্পর্কে জানত। দু’জনেই জাত নেতা। দলের মধ্যে একটা অন্য রকম পরিবেশ তৈরি করেছিল ওরা। তার পরেও আবেগ ধরে রাখতে পারেনি।

অশ্বিন ভূয়সী প্রশংসা করেছেন রোহিত শর্মার। জানিয়েছেন, নেতৃত্বের যে আলাদা ঘরানা তৈরি করেছিলেন রোহিত সেটা বাকিদের থেকে আলাদা। প্রত্যেক ক্রিকেটারের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলে তাঁদের সমস্যা বোঝার চেষ্টা করতেন।

অশ্বিনের কথায়, তযদি ভারতীয় ক্রিকেটের দিকে তাকান তা হলে সেরা অধিনায়কদের তালিকায় প্রায় সবাই এমএস ধোনিকে সবার আগে রাখবে। কিন্তু রোহিতও ব্যক্তি হিসেবে দারুণ। দলের প্রত্যেককে খুব ভাবে চেনে। কার কী পছন্দ-অপছন্দ সব জানে। বোঝার ক্ষমতা বাকি অনেকের থেকে ভাল। সবাইকে জানার পিছনে ওর অনেক পরিশ্রম রয়েছে। দলের বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য ও ঘুমোয় না। সবার আগে দলকে রাখে। প্রত্যেকে যাতে ওর কৌশল ভাল ভাবে বুঝতে পারে সেটা ও দেখে নেয়। ভারতীয় ক্রিকেটে নেতৃত্ব দেওয়াকে ও অন্য পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**